পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 180 Monday, 1 June, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৮০ সংখ্যা ❋ ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, সোমবার, ১ জুন ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

আজ শপথগ্রহণ!

৩৫ জন মন্ত্রীকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গড়ছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ মেঃ সোমবার বাংলা এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছে। অবশেষে জল্পনার অবসান ঘটিয়ে প্রসারিত হতে চলেছে রাজ্যের মন্ত্রিসভা। রবিবার নিজেই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে এই আপডেট দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সোমবার সকালেই লোকভবনে শপথ নিতে চলেছেন ৩৫ জন নতুন মন্ত্রী। আর তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন স্বয়ং রাজ্যপাল আর.এন. রবি। রবিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, 'আগামীকাল পশ্চিমবঙ্গের জনগণের রায়ে নির্বাচিত রাষ্ট্রবাদী সরকারের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা গঠিত হতে চলেছে। মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৩৫ জন মন্ত্রী সকাল ১১ টায় লোকভবনে শপথ গ্রহণ করবেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও যোগ করেন, মহামান্য রাজ্যপাল শ্রী আর.এন. রবি মহোদয় লোকভবনে তাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন। নতুন মন্ত্রিসভার এই মেগা সম্প্রসারণকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক মহলে তৎপরতা তুঙ্গে। রাজনৈতিক মহলের নজর এখন একটাই বিষয়ের দিকে, কারা জায়গা পেতে চলেছেন এই ৩৫ জনের তালিকায়? বিধানসভা ভোটে ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পর এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে চলেছে শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভা। গত ২৭ তারিখ রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। লোকভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সেই সাক্ষা মন্ত্রিসভা বিষয় হল, মুখ্যমন্ত্রী যখন দিল্লিতে ছিলেন, ঠিক একই সময়ে দেশের রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও। সাংবিধানিক নিয়ম মাত্র ৬। এখনও খালি পড়ে রয়েছে বাকি ৩৮টি পদ। মুখ্যমন্ত্রীর পোস্ট থেকে জানা যাচ্ছে ৩৫ জন শপথ নেবেন সোমবার। অর্থাৎ মন্ত্রীর সংখ্যা হবে ৪১ জন। আরও

সম্প্রসারণের জল্পনাকেই তুমুলভাবে উসকে দেয় সেই সময়। দিন কয়েক আগেই দিল্লি সফরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে তিনি রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি-সহ শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেন। তাৎপর্যপূর্ণ অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার আসন সংখ্যা (২৯৪) বিবেচনায় রেখে রাজ্যে সর্বোচ্চ ৪৪ জন মন্ত্রী পদে থাকতে পারেন। গত ৯ মে মুখ্যমন্ত্রী পদে শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণের দিন তাঁর সঙ্গে আরও ৫ জন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। অর্থাৎ, মুখ্যমন্ত্রী-সহ বর্তমানে মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা তিনজনকে পরবর্তীকালে মন্ত্রিসভায় নেওয়ার রাস্তা খোলা থাকবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। একদিকে যখন বিরোধী শিবিরের অন্দরে ভাঙন ও ড্যামেজ কন্ট্রোলের খেলা চলছে, তখন শুভেন্দুর এই 'পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রবাদী মন্ত্রিসভা'র গঠন বাংলায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।

৮০-র মধ্যে এলেন মোটে ২০ জন বিধায়ক

কালীঘাটে তৃণমূলের ডাকা বৈঠক বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ মেঃ কালীঘাটে তৃণমূল বিধায়ক দলের বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেই বৈঠকে ক'জন যাবেন, তা নিয়ে আগেই লেখা হয়। যার শেষ লাইনটাই ছিল, ওই বৈঠক আচমকা, অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক ভাবে বাতিল করে দিলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। মজার ব্যাপার হল, এই লাইন, সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দিয়ে রবিবারের বৈঠক ভেস্তে গেল। যার অন্যতম কারণ, এই বৈঠকে ৮০ জন বিধায়কদের মধ্যে মোটে ২০ জন বিধায়ক এসেছিলেন। বাকিরা নাকি জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা এলাকায় ব্যস্ত থাকার জন্য আসতে পারেননি। এদিন বিকেলে কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে তৃণমূল পরিষদীয় দলের বৈঠক ডাকা সহায়তা করতে ব্যস্ত। এই কারণে তাঁদের পক্ষে এলাকা ছেড়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না।'' কুণাল ঘোষ আরও জানান, অনেকেই আগের দিন থেকেই দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে বৈঠকটি অন্য কোনও দিনে করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সেই অনুরোধের ভিত্তিতেই বৈঠকটি আপাতত সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। রাজনীতিতে কোনও কিছুই আগে থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবু রবিবার সন্ধ্যায় যে ছবি সামনে এল, তাতে তৃণমূলের ভাঙনের ছবিটা স্পষ্ট। তবে এই রাজনৈতিক নাটকের শুরুটা হয়েছিল গতকাল। শনিবার থেকেই বাংলার রাজনীতিতে অশনি সঙ্কেত স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। শনিবার দলীয় আহত কর্মীদের দেখতে প্রথমে বেলেঘাটা এবং পরে সোনারপুরে

হয়েছিল। অর্থাৎ তৃণমূলের নির্বাচিত ৮০ জন বিধায়ককেই ডাকা হয় ওই বৈঠকে। কিন্তু সাকুল্যে ২০ জনের মতো বিধায়করা উপস্থিত হন। তখনই মোটামুটি দিয়ে দুইয়ে চার করা যাচ্ছিল যে, এই বৈঠক বুঝি ভেস্তেই যাবে। হলও তাই। অবশ্য, বৈঠক স্থগিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, ''অনেক বিধায়ক দলীয় নেতৃত্বকে জানিয়েছেন যে তাঁরা দলের সঙ্গেই আছেন, তবে বর্তমানে নিজ নিজ এলাকায় বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।'' তাঁর কথায়, ''কেউ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল ও কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন, আবার কেউ মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হওয়া দলীয় কর্মীদের আইনি ও সাংগঠনিক যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বেলেঘাটার কর্মসূচি তুলনামূলকভাবে নীরবেই হয। সেখানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তবে সোনারপুর সফরে ছবিটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তৃণমূলের কোনও পরিচিত নেতা বা মন্ত্রীকে তাঁর সঙ্গে দেখা যায়নি। এক সময় তৃণমূলের যে কোনও কর্মসূচিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে দলের একাধিক নেতা-মন্ত্রীকে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকতে দেখা যেত। কিন্তু শনিবার সোনারপুরে সেই ছবি অনুপস্থিত ছিল। এমনকি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের কোনও গুরুত্বপূর্ণ নেতাকেও সেখানে দেখা যায়নি। দলীয় সূত্রের দাবি, সোনারপুর সফরে অভিষেকের সঙ্গে থাকার জন্য ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস থেকে একাধিক বিয়যক ও সাংসদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। অভিষেক নিজেও কয়েকজন বিধায়ক ও সাংসদকে ফোন করেন বলে সূত্রের দাবি। কিন্তু অধিকাংশই বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে সফরে যোগ দেওয়া এড়িয়ে যান। কেউ ফোন বন্ধ রাখেন, আবার কারও মোবাইল নম্বরে কল ডাইভার্ট করা ছিল বলেও জানা গিয়েছে। শুধু তাই নয়, সোনারপুরে অভিষেক হেনস্থার ঘটনার পর দলীয় কার্যালয় থেকে বেশ কয়েকজন বিধায়ককে ফেসবুকে ঘটনার নিন্দা জানিয়ে পোস্ট করার অনুরোধ করা হয়। তবে কুণাল ঘোষ ছাড়া অধিকাংশ বিধায়ক প্রকাশ্যে এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে আগ্রহ দেখাননি বলে সূত্রের দাবি। বৈঠক ভেস্তে গেলেও কর্মীদের চাঙ্গা করতে বড় আন্দোলনের রূপরেখা ঘোষণা করেছে তৃণমূল। মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সাফ জানিয়েছেন, আগামী ১ জুন (সোমবার) রাজ্যের প্রত্যেকটি পুর অঞ্চল এবং পঞ্চায়েত এলাকায় তীব্র প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করবে তৃণমূল কংগ্রেস। কুণাল ঘোষ বলেন, সোনারপুরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর নজিরবিহীন আক্রমণ হয়েছে। শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে। এছাড়া নির্বাচন পরবর্তী সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল কর্মীদের ওপর লাগাতার হামলা চালানো হচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদে ১ জুন রাজ্যের প্রতিটা কোণায় প্রতিবাদে নামবেন কর্মীরা।শুধু বুথ বা অঞ্চল স্তরে আন্দোলনই নয়, বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে এবার সরাসরি রাস্তায় নামছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, আগামী ২ জুন কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে এক ধর্না কর্মসূচি করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো। দলের তরফে জানানো হয়েছে, এই ধর্নায় একদিকে যেমন তৃণমূলের ওপর রাজনৈতিক হিংসার প্রতিবাদ জানানো হবে, তেমনই খোদ কলকাতার রাজপথে হকার উচ্ছেদ-সহ একাধিক জনস্বার্থবাহী ইস্যুকে সামনে রেখে সরব হবেন মমতা।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বাড়ি ছাড়ার নোটিস ধরাল সরকার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, পটনা, ৩১ মেঃ ঘরছাড়া করা হচ্ছে লালু-রাবড়িকে! বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী-কে সরকারের তরফে ফাঁকা করতে বলা হয়েছে সরকারি বাংলো। কিন্তু তিনি নারাজ। বললেন, প্রয়োজন হলে শক্তি ব্যবহার করা হোক, তবু তিনি বাংলো ছাড়বেন না। কেন এই বাড়ি নিয়ে এত বিতর্ক? পটনার ১০ সার্কুলার রোডে অবস্থিত এই বাংলোতেই দীর্ঘ দুই দশক ধরে বসবাস করছেন

আরজেডি নেত্রী তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী ও লালু প্রসাদ যাদব। তবে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরই বিহারের বিল্ডিং কন্সট্রাকশন বিভাগ এই বাংলো বরাদ্দ করে প্রাণীসম্পদ ও মৎস মন্ত্রী নন্দ কিশোর রামের জন্য। বাংলো ফাঁকা করার নির্দেশ দেওয়া হয় রাবড়ি দেবীকে। তার বদলে ৩৯ হারডিঞ্জে রোডে একটি বাংলো বরাদ্দ করা হয় গত বছরের নভেম্বর মাসেই। কিন্তু নোটিসের তোয়াক্কাই করেননি রাবড়ি দেবী। বাংলো ছাড়েননি তিনি। সম্প্রতি আবার নোটিস দেওয়া হয়। ১৫ দিনের মধ্যে বাংলো ফাঁকা করতে বলা হয়। তবে এবারও রাবড়ি দেবী স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে তিনি স্বেচ্ছায় বাংলো ছেড়ে যাবেন না। তিনি বলেন, ''ওরা যদি চায়, তাহলে শক্তি প্রয়োগ করে আমায় বাড়ি থেকে বের করুক, আমি বাড়ি ছাড়ব না।'' প্রসঙ্গত, এই ১০ সার্কুলার রোডের বাড়ি মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের ঠিক পাশে। আরজেডির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক এই বাংলোতেই হয়। অনেকে মনে করেন যে রাবড়ি দেবী অন্ধ বিশ্বাসে এই বাড়ি ছাড়তে চান না। বিজেপি শাসিত এনডিএ সরকার বিগত দুই মাস ধরে আরজেডি নেত্রীকে বাংলো ফাঁকা করতে বলছে। আরজেডি কর্মী-সমর্থকদের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃতভাবে যাদব পরিবারকে টার্গেট করা হচ্ছে।

অভিষেককে 'যুবরাজ' সম্বোধন করে বড় মন্তব্য বিকাশের, লিখলেন কল্যাণকে নিয়েও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ মেঃ তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মারধর। কাদা ছোড়াছুড়ি। জামা ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ। এরপর রবিবার আবার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মারধরের অভিযোগ। পরপর দু'দিন মার খেলেন তৃণমূল সাংসদরা। এবার এই নিয়ে মুখ খুললেন সিপিএম নেতা তথা বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। কী বললেন তিনি? সম্প্রতি, প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সি ও তাঁর স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তীর সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি মামলা লড়েন বিকাশবাবু। সেই নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। দলেরই একাংশ কর্মীরা তাঁর উপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। তারই মধ্যেই ঘৃতাহুতি পড়ে যখন বিকাশ মন্তব্য করে বসেন, ''মমতার যখন কেউ থাকবে না, তাঁর পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য আমি থাকব।'' এই সকল চর্চার মধ্যেই এবার তিনি অভিষেক ও কল্যাণের উপর নিগ্রহের ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করেছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'যুবরাজ' সম্বোধন করে তিনি বলেন, ''এভাবে শারীরিক আক্রমণ সুস্থ ও স্বাভাবিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হতে পারে না।'' তাঁর দাবি, বিজেপি ও তৃণমূল দুই দলই কমিউনিস্টদের আটকাতে চাইছে। সেই কারণেই চক্রান্ত করে এই সব চলছে। বিকাশ লিখেছেন, 'বিজেপি ও তৃণমূল দুটি দলই অন্ধ কমিউনিস্ট বিরোধী আচরণ করে গুন্ডামি কে লালন করার পরিণতির কুচিত্র প্রকাশ পাচ্ছে।' প্রসঙ্গত, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর কাটছাট করা হয় অভিষেকের নিরাপত্তায়। গতকাল সোনারপুরে মারধর খাওয়ার পর পুনরায় জেদ ক্যাটাগরির নিরাপত্তা তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। গতকাল সুজন চক্রবর্তী প্রশ্ন তুলেছিলেন, এই ঘটনা ঘুরপথে তৃণমূলকে দম দেওয়ার বা অভিষেকের চ ক্যাটেগরি ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয় নয় তো? অর্থাৎ বিজেপি ও তৃণমূল দু'য়ে মিলে এই কাজ করছে বলেই ঘুরিয়ে মন্তব্য সিপিএম নেতাদের।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার প্রতিবাদে বড়জোড়ায় তৃণমূলের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি,বাঁকুড়া, ৩১ মে ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার প্রতিবাদে রবিবার বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। মিছিলের নেতৃত্ব দেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি কালিদাস মুখার্জি এবং সদ্য প্রাক্তন বিধায়ক অলক মুখার্জি। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সুখেন বিদ-সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।বড়জোড়ার প্রাক্তন বিধায়কের কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু হয়ে বড়জোড়া বাজার পরিক্রমা করে চৌমাথা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।প্রতিবাদ সভায় কালিদাস মুখার্জি অভিযোগ করেন, মিছিল যাতে না করা যায় তার জন্য কর্মীদের ভয় দেখানো হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি বলেন, সব বাধা উপেক্ষা করেই কর্মীরা আজ রাস্তায় নেমেছেন। বিজেপি গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে সরকার চালাতে চাইছে। বিরোধী দলের একজন নেতা ও সাংসদকে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, তা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা।প্রাক্তন বিধায়ক অলক মুখার্জি বলেন, সোনারপুরে নিহত এক দলীয় কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় পরিকল্পিতভাবে তাঁর উপর হামলা চালানো হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তৃণমূল কর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। তবে ভয় দেখিয়ে তৃণমূলকে দমিয়ে রাখা যাবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। অন্যদিকে, এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেন, তৃণমূলের নেতারা আন্দোলন করুন। বিরোধী হিসেবে আপনাদের ভূমিকা পালন করুন। আপনাদের আন্দোলন সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিতে সাহায্য করবে।রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে তরজা আরও তীব্র হয়েছে। বড়জোড়ার এই কর্মসূচিও সেই রাজনৈতিক সংঘাতেরই প্রতিফলন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

হকার উচ্ছেদ ও 'বুলডোজার রাজনীতি'র বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেস

কলকাতা, ৩১ মে ঃ তথাকথিত 'বুলডোজার রাজনীতি' এবং গরিব মানুষের জীবিকার উপর আঘাতের বিরুদ্ধে রাজ্যের সমস্ত বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানালেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। রবিবার এক বিবৃতিতে তিনি জানান, সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে খেটে খাওয়া মানুষের রুটি-রুজি রক্ষার লড়াইকে সামনে আনতে হবে।শুভঙ্করের অভিযোগ, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যে ' বুলডোজার রাজনীতি' চলছে। পুনর্বাসন ছাড়াই হকার উচ্ছেদ এবং বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নামে সাধারণ মানুষের জীবিকা বিপন্ন করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক হকার উচ্ছেদের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, পুনর্বাসন ছাড়া এই ধরনের পদক্ষেপ অমানবিক এবং হাজার হাজার পরিবারের জীবনে তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে। হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের দাবিতে বৃহত্তর গণআন্দোলনের ডাক দিয়েছেন শুভঙ্কর। তাঁর কথায়, দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আজ সময়ের দাবি।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

মন কি বাতে খেলাধুলো, ঐতিহ্য, পরিবেশ ও জন অংশগ্রহণের প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার ' মন কি বাত' অনুষ্ঠানের ১৩৪-তম পর্বে দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে তরুণদের সাফল্য, প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার, গ্রীষ্মকালীন ফল ও ঐতিহ্যবাহী পানীয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি যুবসমাজের আগ্রহ, সেনা কল্যাণে নাগরিকদের অবদান, নদী পরিচ্ছন্নতা এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ-সহ একাধিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। একইসঙ্গে তিনি জাতি গঠন, সাংস্কৃতিক গর্ব এবং সম্মিলিত উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন।অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে আয়োজিত ন্যাশনাল সিনিয়র অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন প্রতিযোগিতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তিনি জানান, কিছুদিন আগে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে জাতীয় সিনিয়র অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে ৪টি ভিন্ন ইভেন্টে ৪টি জাতীয় রেকর্ড ভেঙেছে। গুরিন্দরবীর সিং, বিশাল টি কে, তেজস্বিনী শঙ্কর, দেব মীনা এবং কুলদীপ কুমার বিভিন্ন বিভাগে নতুন রেকর্ড করেছেন। আমি তাঁদের আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। তিনি আরও বলেন, মাত্র ২ দিনের মধ্যে ১০০ মিটার দৌড়ের জাতীয় রেকর্ড তিনবার ভেঙেছে। যে ২ জন অ্যাথলেট এই অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তাঁরা হলেন গুরিন্দরবীর সিং এবং অনিমেশ কুজুর। আমি ভাবলাম যে এবার 'মন কি বাত'-এ এই ২ জন অ্যাথলেটের সঙ্গে কথা বলা যাক।'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে কথোপকথনে ক্রীড়াবিদ অনিমেশ কুজুর বলেন, গত বছর আমি ন্যাশনাল এশিয়ান মেডেল এবং ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি গেমস মেডেল জিতেছি এবং আমি ২০২১ সালে অ্যাথলেটিক্স শুরু করি, যখন আমি স্কুল থেকে পাশ করি। যখন কোভিড শেষ হচ্ছিল, আমার ফুটবল বন্ধুরা আমাকে রাজ্য পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে বলেছিল এবং আমি তা করেছিলাম। আমি জাতীয় স্তরের নির্বাচনের বিষয়ে অবগত ছিলাম না। আমি জাতীয় স্তরে নির্বাচিত হই এবং এখন আমি আন্তর্জাতিকভাবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করি। ক্রীড়াবিদ গুরিন্দরবীর সিং বলেন, আমি ভারতীয় নৌবাহিনীর একজন অফিসার। আমি ট্র্যাকে ও ইউনিফর্মে দেশের সেবা করার চেষ্টা করছি। আমার বাবা আমাকে নিজের খেলাধুলো এবং জাতীয় পদক জেতার গল্প বলতেন। তখন আমিও খেলাধুলো করতে চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে নিয়ে যেতে শুরু করেন এবং তাঁর খেলাধুলোর সময় যা যা শিখেছিলেন, তার সবকিছু শেখাতে শুরু করেন। আমি উৎসাইন বোল্টের বিশ্ব রেকর্ড ভাঙতে দেখেছি। আমি আমার মাকে বলেছিলাম যে, এমন একটা সময় আসবে যখন তুমি আমাকে টিভিতে দেখবে। আমি মিলখা সিং এবং আমার বাবার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম।।সাম্প্রতিক নেদারল্যান্ডস সফরের প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেখানে এক অনুষ্ঠানে চোল যুগের ২১টি বড় এবং ৩টি ছোট তাম্রফলক ভারতের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, কিছুদিন আগে আমি ইউরোপের নেদারল্যান্ডস সফরের সুযোগ পেয়েছিলাম, যেখানে আমি বেশ কয়েকটি বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছি। সেখানকার একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে চোল আমলের প্রাচীন তাম্রফলকগুলো ভারত সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। আমি এই ফলকগুলো সম্পর্কে দেশ-বিদেশ থেকে ক্রমাগত বার্তা পাচ্ছি। বিশ্বজুড়ে তামিল সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিশেষ উন্মাদনা বিরাজ করছে।তিনি আরও বলেন, এখানে ২১টি বড় এবং ৩টি ছোট তাম্রফলক রয়েছে। এগুলো প্রধানত রাজা প্রথম রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে সম্পর্কিত। এতে আনাইমঙ্গলম গ্রামটি বৌদ্ধ বিহারকে দান করার কথা উল্লেখ আছে। এগুলোতে চোল রাজবংশের কৃতিত্বের বর্ণনাও রয়েছে। এগুলো রাজবংশের শক্তিশালী সামুদ্রিক শক্তির পরিচয় দেয়। আমরা সকলেই চোল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত। আমাদের সরকার এই ধরনের অমূল্য ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য ক্রমাগত কাজ করে চলেছে।গ্রীষ্মকাল প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিখ্যাত আমের প্রজাতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমানে দেশের বেশিরভাগ অংশই তীব্র গরমে কাবু। এই ঋতুতে নিজের যত্ন নেওয়া খুব জরুরি - জল পান করতে থাকুন, রোদে বের হওয়ার সময় সতর্ক থাকুন। সরকারের বিভিন্ন দফতর থেকে জারি করা নির্দেশিকাগুলি ভুলবেন না।তিনি আরও বলেন, ঐতিহ্যবাহী পানীয়গুলির সঙ্গে আপনারাও পরিচিত। উত্তর ভারতে আম পান্না পাওয়া যায়। পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় বড় গ্লাসে লস্যি পাওয়া যায়, রাজস্থান ও গুজরাটে ঘোল প্রতিটি খাবারের অংশ হয়ে ওঠে এবং বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পূর্ব উত্তর প্রদেশে সাতু শরবতের কোনও তুলনা হয় না, কারণ এটি পেট ভরায় এবং শক্তিও জোগায়। কোঙ্কন ও গোয়ায় কোকুম শরবত, সোল কড়ি খাওয়া হয়, দক্ষিণ ভারতে পানাকাম, নীর মোড় ও শম্বরম পাওয়া যায় এবং ওড়িশায় বেলা পান্না। এগুলি 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর চেতনাকেও প্রতিফলিত করে। গ্রীষ্মকালে আপনারাও এই ধরনের ঐতিহ্যবাহী পানীয় উপভোগ করবেন।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, গ্রীষ্মের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ঘরে ঘরে আরেকটি আলোচনা শুরু হয় - সেটি হলো আম নিয়ে... মহারাষ্ট্র এবং কোঙ্কনে আছে হাপু, আলফোনসো, গুজরাটের কেশর হলো আম্রস আমের প্রাণ। উত্তর প্রদেশে আছে দশেরি আর আমার কাশীতে আছে ল্যাংড়া। আমের যাত্রা এখন গ্রাম থেকে বিশ্ব বাজারেও পৌঁছে যাচ্ছে। আমি আম চাষের সঙ্গে যুক্ত আমার কৃষক বন্ধুদের প্রশংসা করতে চাই। দেশের কৃষি অর্থনীতির জন্য আপনারা সাধারণ কৃষক নন, বরং একজন বিশেষ কৃষক। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি তরুণদের আগ্রহের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি ভারতীয়দের বরাবরই বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে, মন কি বাত অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে তিনি বলেন, আমি যুবকদের অবশ্যই একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান ক্লাবে যোগ দিতে উসাহিত করব এবং এই ছুটির সময়, অবশ্যই একটি প্ল্যানেটেরিয়ামেও ঘুরে আসতে বলব।'মন কি বাত'-এর ১৩৪-তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি ভারতীয়দের বরাবরই এক বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। আমাদের দেশে আজও শতবর্ষ পুরোনো মানমন্দির রয়েছে। আজকের যুবসমাজ এ বিষয়ে দারুণ উৎসাহ দেখাচ্ছে, আমি সম্প্রতি ব্যাঙ্গালোর অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি সম্পর্কে জানতে পেরেছি, তারা পর্যবেক্ষণের আয়োজন করে। এই সংস্থাটি গ্রামীণ এলাকায় জ্যোতির্বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য একটি মিশনও শুরু করেছে। 'খাগোল মন্ডল' নামে একটি দল জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর একটি অভিনব ৩০-ঘণ্টার কোর্স শুরু করেছে। অ্যাস্ট্রো-কেরলম নামে একটি সংস্থাও রাতের পর্যবেক্ষণ শিবির এবং কর্মশালার আয়োজন করে। এখানে তরুণ বন্ধুরা টেলিস্কোপ তৈরি করতে এবং নক্ষত্রের মানচিত্র ব্যবহার করতে শেখে। আমি আইজ্যাক-এর কথাও উল্লেখ করতে চাই - এটি একটি ছাত্র-নেতৃত্বাধীন দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক যা সারা দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে সংযুক্ত করে। আমি যুবকদের অবশ্যই একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান ক্লাবে যোগ দিতে উৎসাহিত করব এবং এই ছুটির সময়, অবশ্যই একটি প্ল্যানেটেরিয়ামেও ঘুরে আসতে বলব।সেনা কল্যাণে তামিলনাড়ুর শিক্ষিকা গিরিজা অম্মার উদ্যোগেরও প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, গিরিজা অম্মা তাঁর স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করে প্রতিদিন এক টাকা করে সংগ্রহ করে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা সেনা কল্যাণ তহবিলে প্রদান করেছেন।পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলার যুবক আকাশ গুপ্তর উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, আকাশ ও তাঁর বন্ধুরা মনোরমা নদী থেকে প্রতিদিন ৫০-৬০ কেজি প্লাস্টিক ও আবর্জনা সরিয়ে নদী পরিষ্কারের কাজে নেমেছিলেন। এছাড়া গোয়ার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বালকৃষ্ণ আড়য়ার জলসংকট নিরসনের উদ্যোগ এবং ' নমামি গঙ্গে' প্রকল্পের আওতায় গঙ্গার ডলফিন উদ্ধারের ঘটনাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, ১৩ ঘণ্টার নিরলস প্রচেষ্টার পর একটি গঙ্গার ডলফিনকে উদ্ধার করে নিরাপদে রাপ্তি নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এসআইআর সাংবিধানিক ও আইনি আজ্ঞা পূরণেও অত্যন্ত সফলঃজ্ঞানেশ কুমার

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩১ মে ঃ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) সাংবিধানিক ও আইনি আজ্ঞা পূরণেও অত্যন্ত সফল, জোর দিয়ে বললেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।গত শানিবার নতুন দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবীদের দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা ১৮ বছর বয়সী ভারতের সকল নাগরিককে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অন্তর্ভুক্ত করছে এবং যারা অযোগ্য-যেমন মৃত, ভুয়ো, অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত এবং বিদেশী ভোটার-তাদের পদ্ধতিগতভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) শুধুমাত্র ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের যাচাই-বাছাইয়েই উত্তীর্ণ হয়নি, বরং এটি সাংবিধানিক ও আইনি আজ্ঞা পূরণেও অত্যন্ত সফল হয়েছে।জ্ঞানেশ কুমার বলেন, আমি আপনাদের এটাও জানাতে চাই, এই বিশেষ নিবিড় সংশোধন সমস্ত জাতীয় ও রাজ্য রাজনৈতিক দলের জেলা ও রাজ্য সভাপতিদের পাশাপাশি ১৫ লক্ষেরও বেশি বুথ-স্তরের এজেন্টের কড়া তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এই প্রক্রিয়াটি ১১ লক্ষেরও বেশি বুথ-স্তরের কর্মকর্তা, সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন কর্মকর্তা দ্বারা সম্পাদিত হয়। তাঁরা সকলেই রাজ্য সরকারের কর্মচারী এবং ভারতের নির্বাচন কমিশনে ডেপুটেশনে থেকে একসঙ্গে কাজ করছেন সমগ্র বিশ্বের অন্যতম-এবং আমি আবারও বলছি, অন্যতম-সঠিক ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার জন্য।

অসমে ৯৬.৪ শতাংশ বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ সম্পন্ন ঃমুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত

গুয়াহাটি, ৩১ মে ঃ অসমে ৯৬.৪ শতাংশ বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিদ্যু ক্ষেত্রকে শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলেই এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে।নিজের অফিশিয়াল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, গত এক দশকে অসমের বিদ্যুৎ পরিকাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এক সময় শহরাঞ্চলেও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু বর্তমানে রাজ্য প্রায় সম্পূর্ণ বিদ্যুতায়নের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার উন্নতি, গ্রিড নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ, শেষ মাইল পর্যন্ত সংযোগ নিশ্চিত করা এবং গৃহস্থালি বিদ্যুতের শুল্ক হ্রাস, এ সবই রাজ্যে বিদ্যুৎ সংযোগের পরিধি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।তিনি বলেন, এই অর্জন বিদ্যুৎ পরিষেবার নাগাল বাড়ানো এবং সামগ্রিক বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সরকারের ধারাবাহিক উদ্যোগের প্রতিফলন। এর ফলে অসমের অসংখ্য পরিবার উপকৃত হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা জানান, রাজ্যের প্রত্যেক বাসিন্দার জন্য নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে তাঁর সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সেই লক্ষ্যেই কাজ অব্যাহত থাকবে।

বাংলার জন্য লজ্জার বিষয়, তৃণমূলের দুই সাংসদের ওপর হামলা প্রসঙ্গে মন্তব্য অধীরের

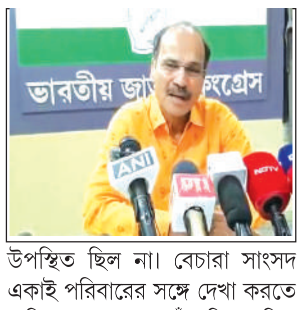

নিজস্ব প্রতিনিধি,মুর্শিদাবাদ, ৩১ মে ঃতৃণমূল কংগ্রেসের দুই সাংসদের ওপর হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। শনিবার সোনারপুরে আক্রান্ত হন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, আর রবিবার হুগলিতে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে। এ প্রসঙ্গে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রবিবার কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, যখনই কোনও সাংসদ কোনও জায়গায় যান, বিশেষ করে পুলিশকে আগে থেকে যথাযথভাবে জানানোর পর, তখন তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা প্রশাসনের কর্তব্য ও দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু, এখানে আমরা এক সত্যিকারের অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। সেখানে কোনও পুলিশ বাহিনী উপস্থিত ছিল না। বেচারা সাংসদ একাই পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন, আর তাঁর দিকে ডিম ছোড়া হচ্ছিল। এটা বাংলার জন্য লজ্জার বিষয়। কোনও সাংসদ, বিধায়ক বা রাজনৈতিক কর্মী, তিনি যে দলেরই হোন না কেন, তাঁদের কখনও আক্রমণের শিকার হওয়া উচিত নয়। বিজেপি যদি তৃণমূলের মতো একই কাজ করতে থাকে, তাহলে এই 'পরিবর্তন'-এর মানে কী?

চন্দননগর পুরসভায় তৃণমূলের গণপদত্যাগ, ভেঙে গেল পুর বোর্ড

রূপম রায়, চন্দননগর(হুগলি)ঃবিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর চন্দননগর পুরসভায় বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটল। গত বৃহস্পতিবার তৃণমূলের পাঁচ জন পুরসদস্য পদত্যাগ করার পর শুক্রবার রাতে মেয়র রাম চক্রবর্তী-সহ দলের বাকি ২৬ জন কাউন্সিলরও ই-মেলের মাধ্যমে পুর কমিশনারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। এর ফলে ৩৩ আসন বিশিষ্ট চন্দননগর পুরসভার তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড কার্যত ভেঙে গেল।ন্বর্তমানে পুরসভায় শুধুমাত্র সিপিএমের দুই কাউন্সিলর পদে বহাল রয়েছেন। তৃণমূলের গণপদত্যাগের জেরে পুর প্রশাসনের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করে মেয়র রাম চক্রবর্তী বলেন, মানুষ আমাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। তবুও আমরা পুরপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছিলাম। কিন্তু নতুন সরকার সেটি চাইছে না। কোনও কাজ করা যাচ্ছে না। চালু প্রকল্পগুলির কাজও অর্থের অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অডিটের আগে কোনও অর্থ ছাড়া যাবে না বলে নির্দেশ এসেছে। এই পরিস্থিতিতে পুরসভার চেয়ারে বসে থেকে কী করব? তাই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।অন্যদিকে, মহকুমা প্রশাসনের এক কর্তা জানান, কাউন্সিলরদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।চন্দননগর পুরসভায় তৃণমূলের এই গণপদত্যাগের ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। এখন সরকারের সিদ্ধান্তের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহল।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে সচেতনতার বার্তা দিতে পদযাত্রা

কলকাতা, ৩১ মে ঃ বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে সচেতনতার বার্তা। তামাক আসক্তির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে রবিবার সৌমেন'স ওয়ার্কআউটের উদ্যোগে র‍্যালি সম্পন্ন হল কলকাতায়। জাগো ইন্ডিয়া জাগো ফিটনেস ক্যাম্পেনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মসূচির সূচনা হয় এসপ্ল্যানেডের রানি রাসমণি মোড় থেকে। র‍্যালি শেষ হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রাঙ্গণে। অংশগ্রহণ করেন শতাধিক মানুষ।র‍্যালিতে প্ল্যাকার্ড, ব্যানারের মাধ্যমে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরা হয়।সংস্থার কর্ণধার সৌমেন দাস এই প্রসঙ্গে বলেন, ১৬ বছরের এই উদ্যোগ এখন সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। তরুণ প্রজন্মকে তামাকমুক্ত ও সুস্থ জীবনের পথে এগিয়ে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য।

মমতার বাড়িতে তৃণমূল বিধায়কদের বৈঠক বাতিল

কলকাতা, ৩১ মেঃরবিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে কালীঘাটের বৈঠকে ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে এলেন মাত্র ২০ জন। বাধ্য হয়েই রবিবারের বৈঠক বাতিল করে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ জানান, গত শনিবার সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর এবং রবিবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার পর থেকে বিভিন্ন এলাকার বিধায়করা প্রতিবাদে নেমেছেন। তাঁদের অনেককে পুলিশ আটক করে থানায় বসিয়ে রাখে। তাই অনেকে ফোন করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, আজকের বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হোক। এলাকায় না থাকলে কর্মীদের উপর হামলা হচ্ছে, কটা দিন সময় দেওয়া হোক। সেই অনুরোধ মেনে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হল এদিনের দলীয় বৈঠক। তবে সোম ও মঙ্গলবার দু'দিন ধরে প্রতিবাদে নামছে তৃণমূল। সেই ঘোষণাও করেছেন কুণাল ঘোষ।উল্লেখ্য, সংসদীয় বা পরিষদীয় নিয়ম অনুযায়ী, যেকোনও আনুষ্ঠানিক সভা বা বৈঠক সম্পন্ন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম উপস্থিতির প্রয়োজন হয়, যাকে পরিভাষায় বলা হয় 'কোমার' এ দিন উপস্থিত বিধায়কের সংখ্যা এতটাই কম ছিল যে সভার ন্যূনতম কোরাম পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

উত্তরপূর্বীয় পথবিক্রেতাদের মধ্যে ' পি এম স্বনিধি' প্রকল্পের ৪৩০ কোটির বেশি টাকা বিলি হয়েছে, আগরতলায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহরলাল

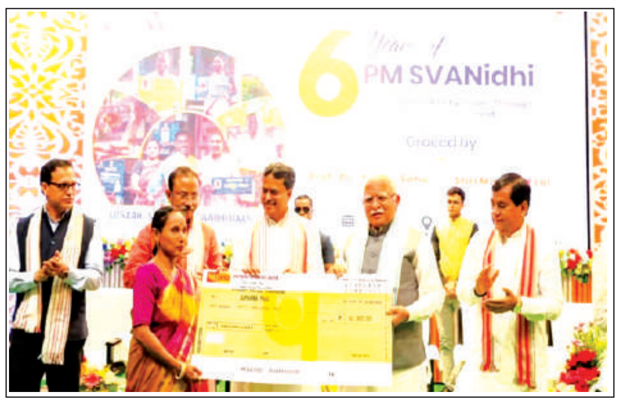

আগরতলা, ৩১ মে ঃ ' প্রধানমন্ত্রী স্ট্রিট ভেন্ডারস আত্মনির্ভর নিধি' (পিএম স্বনিধি) প্রকল্পের অধীনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির পথবিক্রেতাদের মধ্যে ২.৫৯ লক্ষের বেশি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এই অর্থের মোট পরিমাণ ৪৩০ কোটি টাকার বেশি, জানান কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার।আজ রবিবার আগরতলায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা প্রমুখদের উপস্থিতিতে ' পিএম স্বনিধি' প্রকল্পের ছয় বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে. এই তথ্য জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের গুরুত্বপূর্ণ এই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির লক্ষ্য, স্বল্পসুদে জামানতবিহীন ঋণ, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি এবং সামাজিক সুরক্ষার মাধ্যমে পথবিক্রেতাদের ক্ষমতায়ন করা।অনুষ্ঠানে অসম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরার উপভোক্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার। এদিন ত্রিপুরার পথবিক্রেতাদের মধ্যে ক্রেডিট কার্ড এবং ঋণ মঞ্জুরিপত্র বিতরণ করা হয়েছে।প্রকল্পটির সাফল্য তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাট্টার বলেন, ২০২০ সালের জুন মাসে চালু হওয়ার পর থেকে ' পিএম স্বনিধি' লক্ষ লক্ষ পথবিক্রেতার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। আনুষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা প্রদান করে তাঁদের জীবিকা শক্তিশালী ও সম্প্রসারণে সহায়তা করেছে এই প্রকল্প।তিনি জানান, গত ছয় বছরে সারা দেশে ৭৫.৫ লক্ষের বেশি পথবিক্রেতা এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। এখন পর্যন্ত ১.১২ কোটির বেশি জামানতবিহীন ঋণ অনুমোদিত হওয়ার পাশাপাশি ১৭,৮০০ কোটির বেশি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।ত্রিপুরা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ৯ হাজার ৩০০-এর বেশি ঋণ অনুমোদিত হয়েছে। উপভোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ১৫ কোটি টাকা।মনোহরলাল খাট্টার বলেন, ২০২০ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শহুরে দরিদ্র পথবিক্রেতাদের ক্ষমতায়ন ও তাঁদের জীবিকা শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে 'পিএম স্বনিধি' প্রকল্প চালু করেছিলেন। এই উদ্যোগ শুধু আর্থিক সহায়তাই নয়, পথবিক্রেতাদের মর্যাদা, আত্মবিশ্বাস, আর্থিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক স্বীকৃতিও বৃদ্ধি করে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ উপভোক্তা প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, যা দেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

রাশিফল

মেষঃএই সপ্তাহটি মেষ রাশির লোকেদের জন্য একটি সতর্ক অথচ প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে।
বৃষঃবৃষ রাশির লোকেদের জন্য ভালো ফল নিয়ে আসতে পারে এবং জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থিতিশীল প্রগতি পরিলক্ষিত হতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
মিথুনঃ আজকের দিনটা মিথুন রাশির জন্য খুবই পজিটিভ আর এনার্জেটিক। আজ আপনার ক্রিয়েটিভিটি চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকবে, যার জন্য আপনি আপনার ভাবনা আর অনুভূতি খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। শুভদিন হবেআজ
কর্কট রাশি ঃযদি সম্ভব হয় তাহলে দীর্ঘ ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন কারণ আপনি খুবই দুর্বল এবং এটি আপনাকে আরো দুর্বল করে তুলতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
সিংহঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য বিশেষ সুযোগ নিয়ে এসেছে। আজ আপনার আত্মবিশ্বাস সবচেয়ে বেশি থাকবে, যার ফলে আপনি আপনার আইডিয়া আর প্ল্যানগুলো আরও ভালভাবে উপস্থাপন করতে পারবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে। প্রেম আসতে পারে আজকে।
কন্যাঃ কন্যা রাশির জন্য আজকের দিনটা আত্মবিশ্লেষণ আর উন্নতির জন্য উপযুক্ত। আপনি আপনার ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সফল হবে। সন্তান হতে পারে আজ। আর্থিক সংকট হতে পারে।
তুলাঃআঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। উপরন্তু ভালো ভঙ্গিমা যে শুধু একজনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় তাই নয়, বরং স্বাস্থ্য এবং বিশ্বাস উন্নত করতেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংসারে শান্তি
বৃশ্চিকঃ বিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন-যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে। যারা ট্যাক্স ফাঁকি দেয় তারা আজ বড় সমস্যায় পড়তে পারে। শুভদিন
ধনুঃ ধনুদের জন্য আজকের দিনটা চ্যালেঞ্জে ভরা হতে পারে। আজকে কিছু মানসিক চাপ আর বিভ্রান্তি আসতে পারে, যা আপনার মানসিক ভারসাম্যে প্রভাব ফেলবে।
মকরঃ মকর রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি মাঝারি মানের হতে পারে এবং এতে মিশ্র ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে হজম সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে তাই একটি সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।
কুম্ভঃআজ কুম্ভ জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটা একটু চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার চারপাশের পরিবেশ আজ একটু টেনশনে থাকবেন। আপনি অনুভব করতে পারেন, আপনার সম্পর্কগুলোতে কিছু সমস্যা আছে। এই সময়টা একটু চিন্তার হতে পারে, বিশেষ করে পার্সোনাল সম্পর্কগুলোতে। বিবাহের যোগ হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে। সংসারে শান্তি।
মীনঃলোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফলাফল নিয়ে আসতে পারে। আপনাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারণ শারীরিক অস্বস্তি বা ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা থেকে খানিক দুশ্চিন্তার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিকভাবে, সতর্ক পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক-অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার করুন, কারণ ভবিষ্যতে তা আর্থিক সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে আজকে।আপনার চারপাশের পরিবেশ আজ একটু টেনশনে থাকবেন।। শুভ দিন হবে

আবহাওয়া

ঝড়-বৃষ্টির সৌজন্যে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা খানিকটা কমেছে। রবিবাসরীয় সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৬ ডিগ্রি বেশি। আগামী ২৪ ঘণ্টাও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু, সোমবারের পর বদলাতে পারে আবহাওয়া।দক্ষিণবঙ্গে সোমবারের পর থেকে ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমতে শুরু করবে। গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে যে তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছিল, তা সোমবার থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করবে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবারের মধ্যে তাপমাত্রা ফের আগের অবস্থানে ফিরে যেতে পারে। বা৷বে অস্বস্তিও।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০ শত করা এবং সর্বনিম্ন ৬২ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া সূত্র থেকে জানা যায় আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫৫ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৮মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে।

সুপ্রিম কোর্টের চাপে নবান্ন নড়েচড়ে বসতেই অবসরপ্রাপ্তদের অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু ডিএর টাকা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩১মে ঃ দীর্ঘদিনের জটিলতা, আন্দোলন আর আদালতের টানাপোড়েনের পর অবশেষে বকেয়া মহার্ঘভাতা মেটাতে বড় পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর নবান্ন এবার ধাপে ধাপে সমস্ত বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীদের ২০০৮ সাল থেকে ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া ডিএ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। শুক্রবার থেকেই সেই টাকা সংশ্লিষ্ট অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছতে শুরু করেছে বলে খবর নবান্ন সূত্রে। রাজ্যের অর্থদপ্তরের একাংশের দাবি, ইতিমধ্যেই ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের বকেয়া ডিএ-র অর্থ বহু অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার আরও পুরনো বকেয়া মেটানোর কাজও শুরু হয়ে গেল। ফলে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় থাকা বহু প্রাক্তন সরকারি কর্মচারীর মুখে স্বস্তির হাসি ফুটেছে। তবে আপাতত এই সুবিধা পাচ্ছেন না বর্তমানে কর্মরত সরকারি কর্মীরা। শুক্রবার থেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকলেও চাকরিরত কর্মীদের ক্ষেত্রে এখনও কোনও অর্থ বরাদ্দ বা প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে নতুন জল্পনা তৈরি হয়েছে। সোমবার ডিএ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে নবান্নে বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠককে ঘিরে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে প্রশাসনিক মহলে। আন্দোলনকারীদের একাংশের আশা, ওই বৈঠক থেকেই বর্তমান কর্মরত সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা আসতে পারে। যদিও নবান্ন এখনও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ট্রেজারির মাধ্যমে যাঁরা পেনশন পান, তাঁদের তথ্য সংগ্রহে বিশেষ সমস্যা হয়নি। কারণ নিয়মিত পেনশন প্রদানের ফলে সংশ্লিষ্ট ট্রেজারিগুলির কাছে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সমস্ত নথি ও হিসাব আগে থেকেই মজুত ছিল। ফলে কোন কর্মী কত টাকা পাবেন, কত বছরের বকেয়া রয়েছে, তার নির্ভুল হিসাব দ্রুত তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। সেই কারণেই জেলার বহু অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর অ্যাকাউন্টে ইতিমধ্যেই টাকা পৌঁছতে শুরু করেছে। তবে কলকাতা পুরসভা এলাকার অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এখনও কিছুটা জটিল। নবান্ন সূত্রের খবর, এই এলাকার বহু অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর পেনশন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে দেওয়া হয় এবং সেই তথ্য এজি বেঙ্গলের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে পৌঁছানোর কথা। কিন্তু তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কিছু প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হওয়ায় পুরো প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে কলকাতা পুরসভা এলাকার বহু অবসরপ্রাপ্ত কর্মী আপাতত অপেক্ষাতেই রয়েছেন। অন্যদিকে সরকার পরিচালিত বিভিন্ন সংস্থা ও বোর্ডের কর্মীদের ক্ষেত্রেও এখনও তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি দ্রুতগতিতে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বকেয়ার পরিমাণ নির্ধারণের কাজ করছে বলে জানা গিয়েছে। কারা কত টাকা পাবেন, কত সময়ের বকেয়া রয়েছে, সবকিছুর খুঁটিনাটি হিসাব তৈরি করার পরই অর্থ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ডিএ ইস্যুতে দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের কর্মচারী মহলে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। আন্দোলন, অবস্থান, আদালতের দ্বারস্থ হওয়া;সব মিলিয়ে এই প্রশ্ন রাজ্যের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে বড় চাপ তৈরি করেছিল। সেই আবহেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর নবান্নের এই পদক্ষেপকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহলের একাংশ। এখন নজর সোমবারের বৈঠকের দিকে। কারণ সেই বৈঠকেই পরিষ্কার হতে পারে, বর্তমান সরকারি কর্মচারীদের বহু প্রতীক্ষিত বকেয়া ডিএ কবে থেকে মেটানো শুরু হবে।

শহরে বেআইনি বহুতলের জাল

বেলেঘাটা-তিলজলা সহ একাধিক এলাকা 'রেড জোন' ঘোষণা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩১মে ঃ কলকাতার বুকে যেন গোপনে গড়ে উঠেছিল এক সমান্তরাল নির্মাণ সাম্রাজ্য। নিয়ম, নকশা, আইনের তোয়াক্কা না করেই বছরের পর বছর ধরে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে মাথা তুলেছে একের পর এক বেআইনি বহুতল। এবার সেই অন্ধকার জগতের পর্দা সরাতে নেমেছে কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ। তদন্তে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। শহরজুড়ে প্রায় ৩ হাজার বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করেছে পুরসভা। তার মধ্যে প্রায় হাজারখানেক নির্মাণ এমন অবস্থায় রয়েছে, যেগুলির বেআইনি অংশ যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে ফেলা হতে পারে বলে ইঙ্গিত প্রশাসনের। পুরসভা সূত্রে খবর, বেআইনি নির্মাণের সবচেয়ে ভয়াবহ চিত্র ধরা পড়েছে ইএম বাইপাস লাগোয়া বিস্তীর্ণ এলাকায়। বেলেঘাটা, ট্যাংরা, তিলজলা, তপসিয়া, কসবা, বড়বাজার, গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরুজ, কাশীপুর, চিৎপুর;এই সমস্ত এলাকাতেই ছড়িয়ে রয়েছে বেআইনি নির্মাণের জাল। এর মধ্যে কয়েকটি এলাকাকে ইতিমধ্যেই 'রেড জোন' হিসেবে চিহ্নিত করেছে পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ। প্রশাসনের একাংশের আশঙ্কা, এই সব এলাকায় কঠোর অভিযান শুরু হলে এমন বহু নাম সামনে আসতে পারে, যা রাজনৈতিক অন্দরে বড় অস্বস্তি তৈরি করবে। তদন্তে উঠে এসেছে আরও বিস্ফোরক তথ্য। স্থানীয় প্রোমোটার, নির্মাণকারী সংস্থা এবং সিন্ডিকেট চক্রের যোগসাজশেই শহরে বেআইনি নির্মাণের রমরমা চলেছে বলে অভিযোগ। পুর আধিকারিকদের দাবি, পুরসভা থেকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতার বিল্ডিং তৈরির অনুমোদন নেওয়া হলেও বাস্তবে তার চেয়ে অনেক বেশি তলা নির্মাণ করা হয়েছে। যেমন কোথাও 'জি প্লাস ফোর'-এর অনুমোদন নিয়ে তৈরি হয়েছে 'জি প্লাস ফাইভ' বা তারও বেশি উচ্চতার বহুতল। আর এই অতিরিক্ত নির্মাণই হয়ে উঠেছে বিপুল লাভের উৎস। কারণ, যত বেশি তলা, তত বেশি ফ্ল্যাট, তত বেশি বিক্রি। পাশাপাশি বেড়ে যায় নির্মাণ সামগ্রীর চাহিদাও। সেই অতিরিক্ত সিমেন্ট, বালি, পাথর, লোহা সরবরাহের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সিন্ডিকেট চক্র। অভিযোগ, বেআইনি নির্মাণ থেকে ওঠা মোটা টাকার ভাগবাটোয়ারা হয়েছে একাধিক স্তরে। পুরসভার এক আধিকারিকের কথায়, তকেবল নির্মাণ নয়, এর পিছনে তৈরি হয়েছিল সম্পূর্ণ একটি অর্থনৈতিক চক্র।দ সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, তদন্তে নাকি কয়েকজন প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার নামও উঠে এসেছে। যদিও প্রশাসনের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কারও নাম প্রকাশ করা হয়নি। তবে পুরসভার অন্দরেই এখন চাপা গুঞ্জন, বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযান যত এগোবে, ততই প্রকাশ্যে আসবে রাজনৈতিক যোগসূত্রের একের পর এক স্তর। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বর্তমানে ক্ষমতায় বিজেপি সরকার। যদিও কলকাতা পুরসভা এখনও তৃণমূলের নিয়ন্ত্রণে, তবুও রাজ্য প্রশাসনের কড়া বার্তার পর বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করতে শহরজুড়ে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। গত একমাসে তিলজলা, বেলেঘাটা এবং কসবায় ইতিমধ্যেই একাধিক বেআইনি নির্মাণে বুলডোজার চালিয়েছে প্রশাসন। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, যেসব বহুতল দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় মাথা তুলেছিল, এখন সেগুলিই প্রশাসনের নিশানায়। পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের একাংশ মনে করছে, এই অভিযান কেবল শুরু। শহরের 'রেড জোন' তালিকায় থাকা বহু নির্মাণের উপর আগামী দিনে নামতে পারে বুলডোজারের কোপ। আর সেই অভিযান শুরু হলে কলকাতার রিয়েল এস্টেট জগতের অন্দরমহলের বহু অজানা কাহিনি সামনে চলে আসতে পারে। এখন প্রশ্ন একটাই;শহরের কোন বেআইনি বহুতলের সামনে এবার থামবে বুলডোজার?

'চোর চোর ইমেজেই ডুবেছে দল', ইস্তফার পর আইপ্যাককে নিশানা হুগলির প্রবীণ তৃণমূল নেতার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩১মে ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে ক্ষোভ, অসন্তোষ আর আত্মসমালোচনার সুর ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। দলের হারের কারণ খুঁজতে গিয়ে এবার সরাসরি ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাক এবং দলের একাংশের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন চন্দননগরের প্রাক্তন মেয়র রাম চক্রবর্তী। শুধু তাই নয়, কিছু নেতার দম্ভ ও ঔদ্ধত্যই মানুষের বিরক্তির অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছিল বলেও কড়া মন্তব্য করেছেন হুগলির এই প্রবীণ তৃণমূল নেতা। গত শুক্রবার আচমকাই চন্দননগরের মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন রাম চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে ইস্তফা দেন আরও ২৬ জন তৃণমূল কাউন্সিলার। যার ফলে কার্যত ভেঙে পড়ে চন্দননগর পুরবোর্ড। আর সেই রাজনৈতিক ভূমিকম্পের রেশ কাটতে না কাটতেই দলের অন্দরের ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রাক্তন মেয়র। তাঁর বক্তব্য, মানুষের ক্ষোভ, সংগঠনের ভিতরের অসন্তোষ এবং প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে স্থানীয় স্তরে বহু সতর্কবার্তা থাকলেও তা গুরুত্ব দেয়নি দলীয় নেতৃত্ব। আর তার বড় দায় রয়েছে আইপ্যাকের উপর অন্ধ নির্ভরতার। রাম চক্রবর্তীর কথায়, তএই আইপ্যাকের কাজটা ঠিক কী, সেটা এখনও বুঝতে পারিনি। একই প্রশ্ন বারবার করে তথ্য সংগ্রহ করেছে। কিন্তু সেই তথ্য দিয়ে তারা কী করেছে, কেউ জানে না। আমরা এলাকায় ঘুরে বুঝেছি, প্রার্থী নিয়ে মানুষের তীব্র ক্ষোভ রয়েছে। কিন্তু আইপ্যাক কেন সেই রিপোর্ট নেতৃত্বকে জানায়নি? কেন মানুষের ক্ষোভ কমানোর চেষ্টা হয়নি?দ তাঁর দাবি, সংগঠনের বাস্তব পরিস্থিতির বদলে কেবল পরিসংখ্যান ও কৌশলের উপর নির্ভর করাই দলের সবচেয়ে বড় ভুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তুলনামূলক খারাপ ফলের পর তৃণমূল ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাককে দায়িত্ব দিয়েছিল। দলীয় সূত্রে জানা যায়, এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুরুতে সংগঠনকে আধুনিক রণকৌশল দেওয়া, বুথভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ এবং সমাজমাধ্যমে দলের ভাবমূর্তি উন্নত করার দায়িত্বও ছিল আইপ্যাকের উপর। কিন্তু রাম চক্রবর্তীর অভিযোগ, সেই কাজেও ব্যর্থ হয়েছে সংস্থাটি। তাঁর কথায়, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূলের ভাবমূর্তি ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মানুষ প্রকাশ্যে 'চোর চোর' বলতে শুরু করেছিল। সেই প্রভাব যে ভোটবাক্সে পড়বে, তা তো স্বাভাবিক।' চন্দননগরের প্রাক্তন মেয়রের এই বিস্ফোরক মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি করেছে। কারণ এর আগেও তৃণমূলের একাধিক নেতা-নেত্রী প্রকাশ্যে আইপ্যাক ও দলের নতুন কার্যপদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'দলে অবজারভার ব্যবস্থা তুলে দিয়ে আইপ্যাক আনা হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্তেই দলের সর্বনাশ হয়েছে।' বেসুরো সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদারও আইপ্যাককে ঘিরে উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, 'অস্বচ্ছ ও অগণতান্ত্রিক প্রভাব যদি সংগঠনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তা দলের আদর্শের পক্ষে বিপজ্জনক।' সবচেয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন জোড়াসাঁকোর প্রাক্তন বিধায়ক বিবেক গুপ্ত। তাঁর দাবি, দলের অভ্যন্তরীণ তথ্য বিজেপির হাতে পৌঁছে যেত কি না, সে প্রশ্নও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর কথায়, 'আইপ্যাক চিটিংবাজ, গদ্দার। দলের মিটিংয়ের তথ্য বিজেপির কাছে যেত না, তার গ্যারান্টি কে দেবে?' রাম চক্রবর্তী অবশ্য শুধু আইপ্যাকেই থেমে থাকেননি। চন্দননগরের প্রাক্তন বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন তিনি। অভিযোগ, ভোটের পর এলাকায় না এসে মানুষ ও কর্মীদের থেকে দূরে থেকেছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'উনি যেভাবে এলাকা পরিচালনা করতেন, তা মানুষ ভালোভাবে নেয়নি।' তৃণমূলের এই ধারাবাহিক অন্তর্দ্বন্দ্ব এখন রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে চাপ তৈরি করেছে। হারের পর যে ক্ষোভ সংগঠনের অন্দরে ধিকিধিকি জ্বলছিল, তা এবার প্রকাশ্যে বিস্ফোরিত হতে শুরু করেছে। আর সেই আগুন কত দূর ছড়াবে, এখন সেটাই বড় প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলের।

কামারহাটিতে মদনের বাড়িতে পুলিশের হানা, গ্রেপ্তারি জল্পনায় তোলপাড় রাজনীতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩১মে ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর একের পর এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে তদন্ত, গ্রেপ্তারি এবং তল্লাশি অভিযানে উত্তপ্ত বাংলার রাজনৈতিক মহল। সেই আবহেই এবার তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের কামারহাটির বাড়িতে পুলিশের হানাকে ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র জল্পনা। রবিবার দুপুরে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে বিধায়কের কামারহাটির বাড়ি 'উদয় ভিলা'-য় পৌঁছন বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকরা। ডেপুটি কমিশনার (দক্ষিণ) দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে চলে তল্লাশি অভিযান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন দুপুর প্রায় ১টা নাগাদ বাহিনী নিয়ে 'উদয় ভিলা'-য় পৌঁছন তদন্তকারী আধিকারিকরা। তবে বাড়িটি তখন তালাবন্ধ ছিল। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর পুলিশ ভিতরে ঢুকতে সক্ষম হয়। যদিও ঠিক কী কারণে এই তল্লাশি, সে বিষয়ে প্রশাসনের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে প্রাথমিকভাবে উঠে আসছে জমি দখল এবং বেআইনি কার্যকলাপ সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগের কথা। অভিযোগ, কামারহাটির যে জমির উপর 'উদয় ভিলা' তৈরি হয়েছে, সেই জমি আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থার অধীনস্থ। স্থানীয় সূত্রে দাবি, ওই এলাকায় মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক কাজ পরিচালিত হত। কিন্তু ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ধীরে ধীরে সেই জায়গা দখল হয়ে যায় বলে অভিযোগ। পরে সেখানে গড়ে ওঠে 'উদয় ভিলা'। শুধু তাই নয়, ওই জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে একাধিক বেআইনি কাজকর্ম চলত বলেও অভিযোগ উঠেছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই তল্লাশি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ সম্প্রতি রাজ্যে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্তের গতি অনেকটাই বেড়েছে। ভোট-পরবর্তী হিংসা, দুর্নীতি, প্রশাসনিক অনিয়ম;বিভিন্ন অভিযোগে ইতিমধ্যেই একাধিক তৃণমূল নেতা ও জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে। এর মধ্যেই তৃণমূল বিধায়কদের সই-কাণ্ড নিয়েও শুরু হয়েছে পুলিশের তদন্ত। সেই মামলায় ইতিমধ্যেই কুণাল ঘোষ ও নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিআইডি আধিকারিকরা গিয়েছেন। আগামী সোমবার এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভবানী ভবনে তলব করা হয়েছে। ফলে সেই আবহে মদন মিত্রের বাড়িতে পুলিশের প্রবেশকে ঘিরে নতুন রাজনৈতিক চাপ তৈরি হয়েছে। যদিও তল্লাশির সময় মদন মিত্র নিজে কামারহাটির বাড়িতে ছিলেন না। বিধায়কের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে রয়েছেন। এদিন বিকেলে কালীঘাটে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা বিধায়কদের বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। সেই কারণেই তিনি কামারহাটিতে ছিলেন না বলে দাবি ঘনিষ্ঠদের। তবে 'উদয় ভিলা' ঘিরে ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাঝেমধ্যেই ওই বাড়িতে থাকতেন মদন মিত্র। সেখানে তাঁর দলীয় কার্যালয়ও রয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও বাড়িটির প্রকৃত মালিকানা তাঁর নামে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্তকারীরা সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখছেন বলে খবর। এদিনের তল্লাশি অভিযানে 'উদয় ভিলা' থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। সেই নথিতে জমির মালিকানা, ব্যবহার এবং আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকতে পারে বলে অনুমান তদন্তকারী মহলের। ফলে আগামী দিনে এই তদন্ত আরও বড় আকার নিতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তৃণমূলের একাধিক প্রভাবশালী নেতার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক সক্রিয়তা যেভাবে বাড়ছে, তাতে মদন মিত্রের বাড়িতে পুলিশের এই হানা নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়িয়ে দিল। এখন নজর তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। কারণ 'উদয় ভিলা' ঘিরে যে প্রশ্নগুলি উঠতে শুরু করেছে, তার উত্তর মিললে রাজ্যের রাজনীতিতে আরও বড় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেনস্তার ঘটনায় গ্রেফতার ৫

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, সোনারপুর, ৩১মে ঃ তৃণমূলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেনস্থার ঘটনায় গ্রেফতার ৫ জনকে রবিবার পেশ করা হয় বারুইপুর মহকুমা আদালতে। বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার ২৬ দিন পরে, শনিবার দলীয় কর্মসূচিতে সোনারপুরে গিয়ে আক্রান্ত হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদকে মারধর ও হেনস্থার ঘটনায় শনিবার রাতেই অভিযুক্ত সন্দেহে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করে সোনারপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, সিসিটিভি ফুটেজ এবং ঘটনাস্থলের ভিডিয়ো খতিয়ে দেখে রাতভর তল্লাশি চালানো হয়। তার পরেই কয়েকজনকে আটক ও পরে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে হামলা, মারধর, বেআইনি ভাবে জমায়েত, পথ আটকানো, গালিগালাজের অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতেরা হলেন আকাশ গায়েন, কাজল দাস, দেবাশিস, নির্মল্য সেনগুপ্ত এবং তপন মাইতি। সবাই রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ৯ ওয়ার্ডের বাসিন্দা আর প্রাক্তন বিধায়ক লাভলী মৈত্রের ঘনিষ্ঠ। প্রসঙ্গত, শনিবার ভোট পরবর্তী হিংসায় নিহত এক দলীয় কর্মী সঞ্জু কর্মকারের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য সোনারপুরে গিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সেখানে পৌঁছনোর আগে থেকেই নজরে এসেছিল ক্ষুব্ধ বেশ কিছু মহিলাদের জমায়েত। এরপরে এক তৃণমূল কর্মীর বাইকে চেপে অভিষেক সেখানে পৌঁছতেই তাঁকে ঘিরে ফেলেন বেশ কয়েকজন বলে অভিযোগ। আছড়ে পড়ে জনরোষ। তাঁর উদ্দেশে ডিম, ঢিল, এমনকী জুতোও ছুড়ে মারা হয়। নিরাপত্তা রক্ষী ও জনা কয়েক তৃণমূল কর্মী সমর্থক অভিষেককে রক্ষার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন অভিযোগ, পুলিশের থেকে পাওয়া হেলমেট পরিয়ে তৃণমূল সাংসদকে সেখান থেকে বের করার চেষ্টা করা হলে ও কয়েকজনকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে মারধর করতে দেখা যায়। হেলমেট খুলে মাথায় আঘাতেরও চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পরে তৃণমূল নেতৃত্ব অভিযোগ করেন, হামলাটি পূর্ব পরিকল্পিত এবং বিজেপি সমর্থিত। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, তাঁকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়া হয়েছে এবং একটি ইট তাঁর চোখের কাছে লাগে। যার প্রমাণ পরে ভিডিয়ো ফুটেজেও মেলে। তৃণমূল সাংসদ অভিযোগ করেন, 'ওরা আমাকে মারতেই চেয়েছিল।' একই সঙ্গে তিনি জানান, গোটা ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজ রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হবে। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে রেখে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

কল্যাণ ব্যানার্জীকে 'চোর' স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে, চণ্ডীতলা হুগলি, ৩১মে ঃ রবিবার সকালে হুগলির চণ্ডীতলায় এই ঘটনা ঘটে। চণ্ডীতলা থানায় ডেপুটেশন দেওয়ার কথা ছিল তৃণমূলের। তৃণমূলের ডেপুটেশন ঘিরে উত্তেজনা। জনরোষে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তার আগেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় থানার সামনে। অশান্তি এড়াতে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। সাংসদ অভিযোগ করেন, তাঁকে মারধর করা হয়েছে। রাস্তায় শুয়েও পড়েন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ দিনই কল্যাণের বাড়িতে তাঁকে দেখতে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২১-এ ভোট পরবর্তী হিংসা, তোলাবাজি, দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্য জুড়ে একের পর এক তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার হচ্ছেন। প্রাক্তন বিধায়ক থেকে কাউন্সিলার, বাদ যাচ্ছেন না কেউই। যদিও তৃণমূলের দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছে তারা। এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদেই শনিবার ডানকুনি থানায় 'স্মারকলিপি জমা দেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। চণ্ডীতলা থানায় 'স্মারকলিপি জমা দেওয়ার কথা ছিল একই ইস্যুতে। চণ্ডীতলা মোড় থেকে থানার দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন কল্যাণ। অভিযোগ, একদল লোক তাঁকে দেখে 'চোর' স্লোগান দেন। তাঁকে কালো পতাকা দেখানো হয়। অভিযোগ, দূর থেকে ঢিলও ছোড়া হয়। মাটিতে শুয়ে পড়েন কল্যাণ। এর পরেই কল্যাণ-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতারা রাস্তায় বসে পড়েন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এসডিপিও। তাঁর সঙ্গেও কথা কাটাকাটি হয় সাংসদের। অভিযোগ থাকলে থানায় গিয়ে অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয় সাংসদকে। এক্স হ্যান্ডলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'বিজেপি গণতন্ত্রকে হত্যা করছে। বিজেপির সমর্থকরা লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা করে, আজ মুখ্য সচেতক (লোকসভা) কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ঘটনার শিকার।' কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার অবশ্য কল্যাণের এই ঘটনাকে 'নাটক' বলে কটাক্ষ করছেন। তাঁর কথায়, 'জনতাই কল্যাণের কল্যাণ করে দেবে।'

খড়গপুরে হবে বিমানবন্দর, আশার কথা শোনালেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩১মে ঃ কলাইকুন্ডা সামরিক বিমানঘাটিতে হবে বিমানবন্দর। আশার কথা শোনালেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। এর ফলে বাংলা, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন বলেও জানিয়েছেন দিলীপবাবু। খড়গপুর শহরের নিউ সেটেলমেন্ট এলাকায় বালাজি মন্দির কমিটির তরফে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী দিলীপ ঘোষকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানেই মন্দির কমিটির তরফে কলাইকুণ্ডা বিমানবন্দরের বিষয়ে একটি দাবিপত্র তুলে ধরা হয়। মন্দির কমিটির তরফে দীপচন্দ্র সাহা, দামোদর রাও, আর কিশোর প্রমুখ বলেন, 'দিলীপবাবু এই বিষয়ে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। এই বিষয়ে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। এই বিষয়ে খড়্গপুর সদরের নব-নির্বাচিত বিধায়ক তথা মন্ত্রী দিলীপবাবু বলেন, 'এর আগের সরকার জমি-জট কাটাতে উদ্যোগী হয়নি। এখন আমাদের সরকার হয়েছে। আমরা দ্রুত সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হব।'

ত্রাণ সামগ্রী ঘরে মজুত রাখার অভিযোগে গ্রেফতার পঞ্চায়েত প্রধান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৩১মে ঃ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী দীর্ঘ দিন ধরে ঘরে মজুত রাখার অভিযোগে এবার গ্রেফতার জয়নগরের এক পঞ্চায়েত প্রধান। ১৫ বছরের তৃনমূল কংগ্রেসের ক্ষমতার বদলের পরে বিজেপি ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। আর নতুন সরকার আসার পর থেকে ধড়পাকড়ে উঠে আসছে একাধিক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। আর শনিবার জয়নগর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গ্রেফতারের পরেই দক্ষিন বারাসতের বাড়ি থেকে গ্রেফতার হয় জয়নগর এক নং ব্লকের জয়নগর থানার রাজাপুর করাবেগ পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমুল কংগ্রেসের লদীরাণী সরদার। অভিযোগ, সরকারি ত্রাণ সামগ্রী সংরক্ষণ ও বন্টন সংক্রান্ত একাধিক অনিয়মের। পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সেই সূত্র ধরেই তদন্তকারীরা লক্ষীরানী সর্দারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পরে প্রাপ্ত তথ্য ও নথির ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানা গিয়েছে। ধৃতকে সঙ্গে নিয়ে জয়নগর থানার পুলিশ প্রধানের রাজাপুর করাবেগের বাড়ি থেকে মজুত করা সরকারি সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে। ধৃত প্রধানকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে মহামান্য বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। এর আগে জয়নগরে এই একই অভিযোগে একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ফলে ত্রাণ কেলেঙ্কারির জাল আরও বিস্তৃত হচ্ছে বলে মনে করছে তদন্তকারী সংস্থা।

তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে উদ্ধার ৪০ ব্যারেল তেল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, সাগর, ৩১মে ঃ সাগর বিধানসভার নামখানায় এবার তৃণমূলের এক নেতার বাড়ি থেকে ৪০ ব্যারেল তেল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। সেই সঙ্গে কয়েক বস্তা সুপারিও উদ্ধার করা হয়েছে। তার পরেই তৃণমূল নেতা নজরুল ইসলামকে গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মানুষজন এবং বিজেপি কর্মীরা। শনিবার বেশ কিছু ক্ষণ ধরে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিক্ষোভকারীরা নজরুলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন থানায়। তবে তাঁর খোঁজ মেলেনি। শনিবার বিকেলে পুলিশ নজরুলের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। এরপরই তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় ৪০ ব্যারেল ডিজেল উদ্ধার হয়। সেগুলি সেখানে কেন ছিল, তা নিয়ে সদুত্তর পায়নি পুলিশ। তাঁর বাড়ি থেকে বেশ কয়েক বস্তা সুপারি উদ্ধার হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, বাংলাদেশের পণ্যবাহী জাহাজ গুলি থেকে এই ডিজেল চুরি করে আনা হয়। সেগুলি তৃণমূল নেতার বাড়িতে মজুত রাখা হয়েছিল। তবে নজরুলের খোঁজ মেলেনি। তাঁর দাদা আনারুল মোল্লাকে পুলিশ আটক করেছে। নজরুলের বাড়ির ভিতরে শৌচালয় থেকে ফ্রেজারগঞ্জ তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি প্রসেনজিৎ জানাকে আটক করা হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রসেনজিৎ ওই বেআইনি জিনিসপত্র অন্যত্র সরিয়ে ফেলার জন্য নজরুলের বাড়িতে গিয়েছিলেন। পুলিশ চলে আসার কারণে তিনি বেরোতে পারেননি। তাই ভয়ে শৌচালয়ের ভিতরে লুকিয়ে পড়েন। পরে পুলিশ তাঁকে সেখান থেকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। বিক্ষোভকারীরা ফ্রেজারগঞ্জ থানায় তৃণমূল নেতা নজরুলের বিরুদ্ধে একটিলিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে পুলিশের হানা, উদ্ধার সরকারি ত্রিপল-ফুটবল

দুরন্তবার্তা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৩১মে ঃ পূর্বস্থলী, রবিবার পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়-এর বাড়িতে রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে রাজ্য পুলিশের তল্লাশি অভিযানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকাজুড়ে। তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ বিপুল পরিমাণ সরকারি সামগ্রী উদ্ধার করেছে বলে জানা গিয়েছে। পরে প্রাক্তন বিধায়ককে গ্রেফতার করা হলে এলাকায় উত্তেজনা আরও বাড়ে।স্থানীয় বাসিন্দা বিশু দত্ত অভিযোগ করেন যে, প্রাক্তন বিধায়কের বাড়িতে সরকারি ত্রাণ ও অন্যান্য সরকারি সামগ্রী মজুত করে রাখা হয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পূর্বস্থলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার পরই রবিবার ভোর থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় পুলিশ প্রাক্তন বিধায়কের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তপন চট্টোপাধ্যায়কে আটক করা হয়। পরে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয় দফায় তাঁর বাড়িতে বিস্তারিত তল্লাশি চালানো হয়। দীর্ঘ তল্লাশি অভিযানে উদ্ধার হয় মোট ৪৬০টি ফুটবল ও ভলিবল, ২৪টি ত্রিপল, ১২টি স্কুল ড্রেস এবং ৯টি কম্বল। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি সরকারি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করছে তদন্তকারীরা।তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর রবিবার দুপুরে প্রাক্তন বিধায়ককে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় বাড়ির সামনে উপস্থিত একাংশের মানুষ 'চোর চোর' স্লোগান দিতে শুরু করেন। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যদিও পুলিশ পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনে। অন্যদিকে, নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে তপন চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, 'ঈদের সময় এই ত্রিপলগুলি এসেছিল।তারপরেই নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। আমি ভেবেছিলাম বর্ষার আগে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে এগুলি পৌঁছে দেব। তার আগেই এই ঘটনা ঘটল। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।' ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপান উতোরও শুরু হয়েছে। বিজেপি বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, তসম্প্রতি এলাকায় বড় ঝড়ে বহু মানুষের বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদি এত ত্রিপল তাঁর কাছে মজুত থাকত, তাহলে সেগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হল না কেন? আইন তার নিজস্ব পথে চলবে, তদন্তে সত্য সামনে আসবে।দএই ঘটনায় সরকারি সামগ্রী বণ্টন ও সংরক্ষণ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী কীভাবে এবং কোন উদ্দেশ্যে প্রাক্তন বিধায়কের বাড়িতে রাখা ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি, সরকারি সম্পদের অপব্যবহার হয়েছে কি না, তাও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে।প্রাক্তন বিধায়কের গ্রেফতারি এবং বাড়ি থেকে সরকারি সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্বস্থলী জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ভোররাতে বিধ্বংসী আগুন হাওড়ার লিলুয়ায়, গৃহস্থ বাড়ি আগুনে ভস্মীভূত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৩১মে ঃ ভোররাতে বিধ্বংসী আগুন হাওড়ার লিলুয়ায়, দাসপাড়া অটোস্ট্যান্ডের সামনে গৃহস্থ বাড়ি আগুনে ভস্মীভূত। হতাহতের খবর নেই। রবিবার ভোররাত ৪-৩০ মিনিট নাগাদ হাওড়ার লিলুয়া থানা এলাকার দাসপাড়া অটোস্ট্যান্ডের সামনে একটি বাড়িতে ওই বিধ্বংসী আগুন লাগে। ঘটনায় ভস্মীভূত হয়ে যায় বাড়ির মধ্যে থাকা একটি মুদির দোকান, আসবাবপত্র ও টালির চালের বাকি অংশ। আতঙ্কে বাইরে বেরিয়ে আসেন বাড়ির বাসিন্দারা। এলাকার মানুষজনও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পুলিশেও খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দমকলে খবর দেয়। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। প্রায় ঘন্টা দুয়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকলের অনুমান, ইলেকট্রিক শট-সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা অচিন্ত্য রায় বলেন, 'আমরা সবাই ঘুমিয়ে ছিলাম। সেই সময় ওই আগুন লাগে। আমার স্ত্রী আগুন লাগার খবর জানায়। আমরা চেষ্টা করেছিলাম আগুন নেভানোর।কিন্তু আগুন নিয়ন্ত্রণে না আসায় দমকলকে খবর দিই। একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ পাই। গ্যাস সিলিন্ডার হতে পারে। অনুমান শর্ট-সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে সকলেই বাইরে বেরিয়ে আসেন। হতাহতের কোন খবর নেই।' এদিকে, আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির বাসিন্দা প্রশান্ত দাস বলেন, 'রাতে আমি বাথরুমে যাওয়ার সময় দেখি আমাদের বাড়ি ধোঁয়ায় ভর্তি। আতঙ্কে স্ত্রীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলি। এরপর ঘরে রাখা জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করি। এর পাশাপাশি রান্নাঘরে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার বের করে আনি। আগুন লেগেছিল দোকান ঘরে। দোকান ঘরের পাশেই আমার ঘর।' অন্যদিকে, দমকলের আধিকারিক বলেন, 'কিভাবে আগুন লেগেছে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। ছোট ঝুপড়ি ঘর। একইসঙ্গে ছোট জায়গায় থাকাখাওয়া সবকিছুই করতেন এখানকার বাসিন্দারা। একটি ছোট ও দুটি বড় সিলিন্ডার ঘর থেকে বের করা হয়েছে। এখানে গ্যাস সিলিন্ডার ছাড়া বিস্ফোরণ হবার কিছু ছিলনা। ভোর সাড়ে চারটার সময় অগ্নিকান্ডের খবর আমরা পাই। দমকলের ২টো ইঞ্জিন এসে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে হতাহতের খবর নেই।'

ডায়মন্ডহারবার পৌরসভা তৃনমূলের হাত থেকে প্রশাসকের হাতে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ডায়মন্ডহারবার, ৩১মে ঃ ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা তৃনমূলের হাত থেকে চলে গেল প্রশাসকের হাতে। রাজ্যে পালাবদলের পর ফের একটি তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড প্রশাসকের অধীনে চলে গেল। ডুবল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়মন্ড হারবার মডেল। ডায়মন্ড হারবার পুরসভার তৃণমূলের ৯ জন কাউন্সিলারের পদত্যাগপত্র রাজ্য সরকারের আরবান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স (ইউডি অ্যান্ড এমএ) দপ্তরে পাঠান পুরচেয়ারম্যান প্রণব দাস। এরপর শনিবার ওই দপ্তর ডায়মন্ড হারবার পুরবোর্ডকে ভেঙে দিয়ে প্রশাসক বসানোর নির্দেশ দেয়।আর সেই নির্দেশ অনুসারে রবিবার থেকে এই পুরবোর্ড প্রশাসকের অধীনে চলে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ডায়মন্ড হারবারের মহকুমাশাসক অয়ন দত্তগুপ্ত প্রশাসক হিসেবে পুরসভার দায়িত্ব নিয়েছেন। গত ২৫ মে সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার পুরসভার পুর চেয়ারম্যানের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন ১৬টি ওয়ার্ডের এই পুরসভার ৮ জন তৃণমূল কাউন্সিলর। আরও এক তৃণমূল কাউন্সিলর ইমেলে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দেন। জানা গিয়েছে, তৃণমূল পরিচালিত এই পুরসভায় দীর্ঘদিন ধরেই ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে এই কাউন্সিলাররা পদত্যাগ করেন। পাশাপাশি দুর্নীতির প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁদের উপর পুলিশের অত্যাচার ও হয়রানি করার অভিযোগ ওঠে। পদত্যাগ করা এই কাউন্সিলাররা হলেন ১ নম্বর ওয়ার্ডের দিব্যেন্দু হালদার, ২ নম্বর ওয়ার্ডের মঞ্জু মণ্ডল, ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তমাল হালদার, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মৃদুল হালদার, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের স্বপন দাস, ১১ নম্বরের অলক হালদার, ১৩ নম্বরের অমিত সাহা,১৬ নম্বর ওয়ার্ডের দেবকী হালদার ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পূজা সাহা। প্রশাসন সূত্রে জানা গেল, ওই ৯ জন কাউন্সিলরের পদত্যাগপত্র পুরচেয়ারম্যান প্রণব দাস রাজ্য সরকারের আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স (ইউডি অ্যান্ড এমএ) দপ্তরে পাঠান। শনিবারই ওই দপ্তর ডায়মন্ড হারবার পুরবোর্ডকে ভেঙে দিয়ে প্রশাসক বসানোর নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ অনুসারে রবিবার থেকে ডায়মন্ডহারবার পুরবোর্ড প্রশাসকের অধীনে চলে যায়। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি ডায়মন্ড হারবার পুরসভায় নির্বাচন হয়েছিল। সেই হিসেবে ২০২৭-এ ডায়মন্ড হারবার পুরসভায় নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। এখনও ডায়মন্ড হারবারের পুরনির্বাচনের আটমাস বাকি রয়েছে। তার আগেই রাজ্যে পালাবদলের পর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড ভেঙে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়ে গেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৮০ সংখ্যা, সোমবার , ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

ছবিতে উপাচার্য আশুতোষ

ভবানীপুরগামী ট্রামের কামরা থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন পণ্ডিত রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ,ওই বাঘ,ওই বাঘ! পাশে দীনেশচন্দ্র সেন। ওই বাঘের সাথে দেখা করতেই তারা চলেছেন,মানে বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে, কারণ বাঘের যে এখনও ময়দান ভ্রমণ শেষ হয় নি। তবে যে বাঘের কথা বলছি তিনি সত্যিকারের বাঘ নন বটে তবে তার চেয়ে ভয়ঙ্কর তেজোদীপ্ত একটি মানুষ। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, ছিলেন হাইকোর্টের জজ, কিছুদিনের জন্য প্রধান বিচারপতি। স্যার মাইকেল স্যাডলারও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ করে বলেছেন আশুতোষের মত প্রভাবশালী ব্যক্তি একটা সাম্রাজ্য শাসন করবার জন্য যোগ্য মানুষ। সত্যিই এমন মানুষ যে বাংলার বাঘ হবেন আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু ঠিক কিভাবে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ‘বাংলার বাঘ’ হয়েছিলেন,নেপথ্যে কী ইতিহাস! দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন... ফরাসী পুরুষবর ক্লামাঁসোর সঙ্গে আশুতোষের আকৃতি ও প্রকৃতি গত অনেক সাদৃশ্য ছিল। বলা যায় দুজনেই পোশাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে উদাসীন,সভায় দুর্দমনীয় বক্তা।একবার ফরাসী ব্যাঘ্র পুরুষ ক্লামাঁসোর সাথে আশুতোষের সাদৃশ্য আবিষ্কার করে একটি সংবাদ পত্রিকা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে ‘বাঙ্গালার ব্যাঘ্র ‘ নামে চিহ্নিত করলেন। দীনেশচন্দ্র সেন আরও লিখেছেন ‘ ইহার মধ্যে কোথা হইতে এক চিত্রকর আসিয়া আশুতোষের এমন এক ছবি অঙ্কন করিলেন যাহাতে তাঁহার স্ফীত নাসা তীব্র দুটি জ্বলন্ত চক্ষুর দৃষ্টি এবং পরিচ্ছদহীন অনাড়ম্বর বিশাল বক্ষের আরণ্য মহিমা... দ্যবধি ‘বাঙ্গালার ব্যাঘ্র ‘নামটি চাউর হইয়া গেল’। এই যে ‘কোথা হইতে এক চিত্রকর’- হলেন বিশ্ববিখ্যাত পোর্ট্রেট পেন্টার অতুল বসু।তাঁর আঁকা আশুতোষের বিখ্যাত প্রতিকৃতির পিছনেও অসাধারণ একটা ইতিহাস। অতুল তখন মোটেও বিশ্বখ্যাত নয়, রবীন্দ্রনাথের জামাতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁকে পরামর্শ দিলেন মহাতেজস্বী মানুষটার একটা পোর্ট্রেট আঁকার জন্য। শুনে অতুল বসুর গা হিম,ওই জলন্ত আগ্নেয়গিরির সামনে ছবি আঁকতে হবে! অতুলের শত না স্বত্বেও শরৎচন্দ্র ক্রমাগত তাঁকে উৎসাহিত করেন। অবশেষে একদিন দ্বিধাকাতর মনকে রাজি করালেন অতুল। হাজির হলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সেটাও ১৯২১ সালের ডিসেম্বরের এক সকাল। অজ্ঞাত পরিচয়ের যুবক আঁকার সরঞ্জাম সহ সামনে আসতে দেখে গম্ভীর মুখে আশুতোষের আরও গম্ভীর প্রশ্ন কী চাই। ভীত শঙ্কিত যুবকের কাঁপা কাঁপা উত্তর -আমি অতুল, আপনার একটা ছবি আঁকতে এসেছি। আশুতোষ স্তম্ভিত,যাঁকে তিনি দেখছেন তাঁর মনের ভেতরে দুর্যোগের রাত, কেন যে এলেন ভাবলেই মহা আশঙ্কার বজ্রের গুরু গুরু। ফিরে তাঁকে যেতেই হবে। এমন সময় পুনরায় আশুতোষের রুদ্রকণ্ঠ -আমার ছবি আঁকতে হলে তোমার গতকাল সেনেটে যাওয়া উচিৎ ছিল আজ আর হাতে সময় নেই। স্নান টান সেরে বের হতে হবে। হঠাৎ আবার এক অপ্রত্যাশিত আহ্বান -ওহে শোনো,তেল মাখার সময় আমার ছবি আঁকতে পারবে? যদি পারো তবে এসো। যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন আশুতোষ, শিল্পী সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। একটু পরে জলচৌকিতে বসে তেল মাখা শুরু করলেন স্যার আশুতোষ,অতুল ছবি আঁকা। নিজের ছবি কেমন হচ্ছে, কৌতূহলে উৎসাহিত ভঙ্গিতে আশুতোষ এসে দাঁড়ালেন নিজের প্রতিকৃতির সামনে। ছবি দেখে খুশি হলেন তিনি।

রাজার শরীর চর্চা

ভোরবেলায় মুগুর ভাঁজতেন। তারপর লড়তেন কুস্তি। তারপরে ল্যাঙোট পরে পালোয়ান দিয়ে তেলমালিশ। একবারে খেতে পারতেন গোটা পাঁঠা। প্রতিদিন খেতেন বারো সের দুধ। তারপরেও খেতে পারতেন পঞ্চাশটা আম কিংবা এক কাঁদি নারকেল। হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতা ও মৌলবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন যখন, তখন তাঁকে দেওয়া হয়েছিল খুনের হুমকি। ইসলামে গোঁড়ামির সমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখে ইসলামী মৌলবাদীদেরও চক্ষুশূল হয়েছিলেন। কলকাতার কিছু লোক প্রায়ই তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়ত ঊ নিরুপায় হয়ে বেশিরভাগ সময় গাড়ির জানালা বন্ধ করে রাখতেন। কেউ বা বাড়ির ভেতরে গরুর হাড় ফেলে দিত। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে গান রচনা করে শহর কলকাতার রাস্তায় সেই গান গাইবার ব্যবস্থা অবধি তাঁরা করল। এখানেই শেষ নয়। তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা পর্যন্ত করেছিল বিরোধীপক্ষের লোকেরা। শুভানুধ্যায়ীরা বলতেন, ‘একটু সাবধানে থাকবেন।’ হেসে বলতেন, ‘‘কলকাতার লোক আমাকে মারবে? তারা কী খায়?’’ ‘আত্মীয় সভা’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখান থেকে হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। নিন্দুকেরা গুজব রটাল আত্মীয় সভায় লুকিয়ে লুকিয়ে গো মাংস খাওয়া হয়। অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু একথা শুনে তাঁকে ত্যাগ করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নির্বিকার। সেই সময় বেদ শূদ্র সম্প্রদায়ের শোনার অধিকার ছিল না। তা উচ্চারণ করলে নাকি জিহ্বা কেটে দেওয়ার রীতি ছিল। তিনি বেদ-কে অনুবাদ করে সাধারণ মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে দিলেন ঊ হিন্দু সমাজে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হল। শুরু হল তাঁর প্রকাশ্য বিরোধিতা। কিন্তু তিনি নির্বিকার। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন আধুনিক এক ভারতের। দেশের মানুষকে অতীতমুখী, মধ্যযুগীয় মানসিকতার গণ্ডি থেকে বের করে এনে এক নতুন যুগের জীবন দর্শনের আলো দেখানোই ছিল তাঁর জীবনদর্শন। তিনি ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ। একই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মের গোঁড়ামির মুখেই ঝামা ঘষার আর এক নাম রামমোহন রায়। ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতিবাদ করতে গিয়ে যিনি নিজের বাপকেও ছেড়ে কথা বলেননি। জীবনে প্রতিমুহূর্তে সহ্য করেছেন লাঞ্ছনা , বিরোধীপক্ষের হেনস্থা। রাজা রামমোহন ছিলেন বটবৃক্ষের মত অটুট।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন, মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা’ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলে জয় আসবে তার উপায় তিনি নির্দ্ধারণ করে দেন। সৎ ধর্ম শক্তিদায়িনী। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা

আধুনিক ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম করা ছাড়া আর কোনও সহজ পথ নেই দেশকে উন্নত করার। নিজেকে উন্নত করলেই দেশকে উন্নত করা সম্ভব বলে মনে করতেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বলতেন, কাজ করে যেতে হবে। কাজের মতো জীবনকে উন্নত করার ওষুধ আর নেই। যিনি নিষ্ঠা ভরে কাজ করতে পারেন তিনি সফল কর্মী। সবাইকে কর্মী হতে হবে। পরিশ্রমী কর্মী হওয়ার খুবই দরকার। জীব জগৎকে উন্নত করতে গেলে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম ছাড়া জীবনে উন্নতি করার কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। সবাইকে দেশের সেবা করতে এগিয়ে আসতে হবে। ভারতমাতার জয়গান গাইতে হবে। ভারতমাতার দুঃখতে মোচন করতে হবে। জীবনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক করে তোলার একটি মাত্র পথই হল কাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। সেটা করতে পারলে জীবনে উন্নতি করা অতি সহজেই সম্ভব। জীবন কোনও সময়ে স্বপ্ন ময় হত পারে না। জীবন অত্যন্ত কঠিন এবং বাস্তব।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বীর সাভারকার

রবীন্দ্রকুমার শীল

ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবীরা একত্র হয়ে সেখানে সমিতি গঠন করে। শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মা, এস. আর. রানা, মিসেস ভি. আর. কামা এবং ভি. ডি. সাভারকর সবাই মিলে একটি বিপ্লবী কাজকর্ম শুরু করে ইউরোপে। কাথিয়াওয়ারের কৃষ্ণ ভার্মা প্রতিষ্ঠা করলেন একটি সমিতি‘ইণ্ডিয়ান হোম রুল সোসাইটি’। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন। এই সমিতি থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো

নাম ‘ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট’ সেখানে ভারতীয়দের সমস্যা এবং অভিযোগ নিয়ে বিস্তারিত নিবন্ধ প্রকাশিত হতো। ১৯০৫-০৬ সালে তিনি একটি ফেলোশিপ দেওয়া ব্যবস্থা করলেন এবং এই ফেলোশিপকে সমর্থন দিলেন প্যারিসের অবস্থানকারী ভারতীয় এস. আর. রানা যা সেই সময়ে ইউরোপের ছাত্রদের কাছে আকর্ষনীয় হিসাবে গণ্য হয়েছিল। কৃষ্ণ ভার্মা ‘ইণ্ডিয়া হাউস’ (১ জুলাই ১৯০৫) ভারতীয় ছাত্রদের বসবাস স্থান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরে দেখতে পাওয়া গেল এখানকার ছাত্ররা বিপ্লবী কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এই ভবনে প্রতি রবিবার সভা হতো সেখানে বিপ্লবী আন্দোলন বিষয়ক আলোচনা হতো। এখানে এসে উপস্থিত হলেন শিবাজি ফেলোশিপ প্রাপক ভি ডি সাভারকর ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে। তারপরে ব্রিটিশ সরকার কৃষ্ণ ভার্মাকে আইনী শাস্তির ভয় দেখালে তিনি বিলাত ত্যাগ করে প্যারিসে চলে যান ১৯০৭ সালে। তার ফলে ভিডি সাভারকর ‘ইণ্ডিয়া হাডস’র দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারপরে একটি শাখা প্রতিষ্ঠান তৈরি হল নাম ‘অভিনব ভারত সোসাইটি’। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠল। ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের বেশ কিছু সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ভারতীয়রা বিলাতে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন অমরাওটির ডি এস খারপারডে, লালা লাজপত রায়, হরদয়াল এবং পাঞ্জাবের রামভুজ দত্ত এবং কলকাতার বিসি পাল। তাঁরা সেখানে উপস্থিত হলে ‘ইণ্ডিয়া হাউস’ সংগ্রামী স্থান হিসাবে চিহ্নিত হতে থাকলো। ১৯০৮ সালের ৮ নভেম্বর একটি আলোচনা বসল ইণ্ডিয়া হাউসে। আলোচনার বিষয় বস্তু হল ‘আমরা কি সত্যিই নিরস্ত্র?’। সেখানে সাভারকর বক্তব্য রেখেছিলেন।, ‘‘In spite of the Arms Act there was plenty of war like material in India. He instanced the Native States and Native troops which, he said, would be sufficient to overpower and drive the British out of India. What was wanted was active work in the Native States and among the native troops, and it would be the duty of every Indian leaving the shores for India to work in that direction. The advance of bomb had terrified the British public “ we must teach our people to hate the foreign oppresssor and success is sure.(Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-73)’’। সাভারকর রচিত বই ‘ইণ্ডিয়ান ওয়ার অব ইণ্ডিপেন্ডেন্স অব ১৮৫৭’ সেই সময়ে লেখকের আসল নাম গোপন করে (লেখক ঃ একজন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট) ১৯০৯ সালে বহু বই ভারতে পাঠানো হয়েছিল ভারতীয়দের পাঠ করানোর জন্য। ৯ মে, ১৯০৯ সালে বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউস-এতে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ দিবস পালন করা হয়েছিল এবং ১০ মে, ১৯০৯ সালে সাভারকর একটি বক্তৃতা দেন সেখানে তিনি পরিস্কার করে বলে দিলেন যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে। ১৮৫৭ সালে ভারতে যেমন সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ঠিক সেই রকম আবার নতুন একটি সামরিক বিদ্রোহ করার খুবই প্রয়োজন ভারতকে স্বাধীনতা করতে গেলে। বিলাতের ইণ্ডিয়ান হাউস’ ক্রমশ ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামীদের সদর দফতরে পরিণত হতে শুরু করলো। তারপরে সাভারকর বহু বাছাই করা সদস্যদের নিয়ে টোটেনহ্যাম কোর্ট রোড চত্বরে রিভালবার প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন । ১ জুলাই ১৯০৯ সালে ইম্পিরিয়াল ইন্সটিটিউট ভারতীয় অফিসে ‘এইড-দ্য-ক্যাম্প’তে ইউলিয়াম কার্জন উইলি হত্যার অভিযোগে মদন লাল ধিংরাকে ব্রিটিশ সরকার অভিযুক্ত করে। সেই সময়ে ইংরেজ শাসকদের এই রকম নোংরা আচরণের প্রতিবাদে সাভারকর একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করে জনগণের মধ্যে বিতরণ করেন ‘‘I attempted to shed English blood internationally and of purpose, as an humble protest against the inhuman transportations and hang ing of Indian youth.

“ In this attempt I consulted none but my own consience; conspired with none by my own duty. “ I believe that a nation unwillingly held down by foreign bayo nate is in a perpitual state of war. Since open battle is rendered impossible. I attacked by surprise - since cannon could not be had I drew forth and fired a revolver.

“..The only lesson required in India is to learn how to die and the only way to teach it is by dying alone...”

“ It is my favourite prayer, may I reborn of the same mother and may I redie in the same sacred cause, till my mission is done and she stands free for the good of humanity and to the glory of God.” (Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-73-74)”

ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন ইংল্যাণ্ডের মাটিতে শুরু হওয়ার ফলে তার প্রভাব ভারতের ওপরে বেশি করে এসে পড়তে শুরু করে দিল। ইউরোপের অন্যান্য দেশের ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের রেখা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিলাতে ভারতের যে বিপ্লবী আন্দেলনকে সমর্থন করে সেখানকার ভারতীয় উৎসাহিত হয়ে যে সব সভাসমিতি গড়তে শুরু করেছিল তা নিয়ে চিন্তিত ছিল ব্রিটিশ প্রশাসন। কারণ ভারত ছিল ইংল্যাণ্ডের একটি সেরা উপনিবেশ স্থল এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক স্থান। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের যোগ খুবই নিবিড় ছিল। যার ফলে ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করে যে সব সভাসমিতি হতে শুরু করে দিয়েছিল তার প্রভাব সরাসরি ভারতের ওপরে এসে পড়ে। বিপ্লবী সাভারকর আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেন। একজন মুম্বইবাসীর (বোম্বাই) হাত দিয়ে ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য কুড়িটি পিস্তল পাঠালেন। এই মুম্বইবাসীর নাম ছিল চতুর্ভূজ আমিন। তারা অস্ত্রগুলি কিনে ছিল এস.আর রানার মাধ্যমে প্যারিস থেকে। চতুর্ভূজ আমিন ইণ্ডিয়া হাউসের এখন পাচক ছিলেন। তিনি একটি বাক্সে কায়দা করে পিস্তলগুলি লুকিয়ে রেখে ভারতে জি.কে পটনকর এর নামে পাঠান। পটনকর ছিলেন নাসিক এর বিপ্লবী দলের সদস্য। ২১ ডিসেম্বর ১৯০৯ সালে নাসিকের বিপ্লবী দলের একজন সদস্য মারাঠা ব্রাহ্মণ অনন্ত লক্ষ্মন কানহার সেই পিস্তল দিয়ে নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা করলেন বিজয়ানন্দ থিয়েটারে একটি বিদায়ী অনুষ্ঠানে। তার ফলে কানহার এবং তাঁর দুই সঙ্গী কারভে এবং দেশপাণ্ডে ফাঁসির দড়ির সমানে উপস্থিত হলেন। এটিও ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য শহিদ। বিলাতে ১৯১০ সালে ২১ ডিসেম্বর সাভারককে গ্রেফতার করা হল পলাতক অপরাধী আইনে। সেই সময় সাভারকরের দুই শিষ্য ভিভিএস আয়ার এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংল্যাণ্ডে খুবই গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। তাঁরা আর লণ্ডনে থাকতে পারলেন না। তাঁদের তখন লণ্ডনে বিপ্লবী আন্দোলন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে ছিল। ব্রিটিশ পুলিশ তাঁদের ওপরে নজর রাখা থেকে শুরু করে

বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবসে ধূমপান নিষিদ্ধকরণ সিদ্ধান্তে মণিপাল

বুদ্ধদেব মিশ্র

বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবসে ধূমপান মুক্ত ভবিষ্যতের বার্তা দিতে এক মঞ্চে উপস্থিত হন মণিপাল হসপিটালস ইস্ট, চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ ও তারকারা। দেশে তামাক সেবনের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে যখন উদ্বেগ বাড়ছে, তখন বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে মণিপাল হসপিটালস ইস্ট একটি বিশেষ সচেতনতামূলক উদ্যোগ ও প্রিন্সিপালস কনক্লেভ- এর আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, ছাত্রছাত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা একত্রিত হয়ে ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব এবং তামাক মুক্ত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনকে উৎসাহিত করা, প্রতিরোধ মূলক সচেতনতা বাড়ানো এবং আগামী প্রজন্মকে সুস্থভাবে গড়ে তুলতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবার ও সমাজের যৌথ দায়িত্বের বিষয়টি

তুলে ধরা। আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে অল্প বয়স থেকেই সচেতনতা, কাউন্সেলিং এবং নিয়মিত প্রচারের গুরুত্বও তুলে ধরা হয়, যাতে তরুণ প্রজন্ম সঠিক ও স্বাস্থ্যকর সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

অনুষ্ঠানে চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদন জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারী চিকিৎসকদের মধ্যে ছিলেন ডা কুণাল সরকার, ডিরেক্টর ও সিনিয়র কনসালট্যান্ট কার্ডিওভাসকুলার অ্যান্ড থোরাসিক সার্জারি, মণিপাল হসপিটালস মুকুন্দপুর ক্লাস্টার ডা. দিলীপ কুমার ডিরেক্টর ও সিনিয়র কনসালট্যান্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি মণিপাল হসপিটাল ইএম বাইপাস; ডা. সৌরভ দত্ত, ডিরেক্টর, মণিপাল অনকোলজি সার্ভিসেস ও সিনিয়র কনসালট্যান্ট হেড অ্যান্ড নেক অনকোলজি সার্জারি; ডাক্তার দেবরাজ যশ, ডিরেক্টর- পালমোনোলজি; ডা. হর্ষ ধর, এইচওডি ও সিনিয়র কনসালট্যান্ট হেড অ্যান্ড নেক সার্জারি; ডা. কিস্তুক চ্যাটার্জি কনসালট্যান্ট হেড অ্যান্ড নেক সার্জারি; ডা সুদীপ দাস, এইচওডি ও সিনিয়র কনসালট্যান্ট মেডিক্যাল অনকোলজি; ডা. দেবাঞ্জলি দত্ত, কনসালট্যান্ট রেডিওলজি এবং অরুণিমা দত্ত, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, মণিপাল হসপিটাল ইএম বাইপাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দীপক ভেনুগোপাল, রিজিওনাল সিওও, সাউথ অ্যান্ড ইস্ট রিজিয়ন, মণিপাল হসপিটালস এবং ডা. অয়নাভ দেবগুপ্ত, রিজিওনাল ডিরেক্টর ইস্ট রিজিয়ন, মণিপাল হসপিটালস।

অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিশিষ্ট গায়ক অনুপম রায় এবং অভিনেতা দেবপ্রিয় মুখার্জি। শিক্ষাজগতের প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিতছিলেন ডা. জয়দীপ সারঙ্গী, প্রিন্সিপাল নিউ আলিপুর কলেজ; ডা. ইন্দ্রিলা গুহ, প্রিন্সিপাল বাসন্তী দেবী কলেজ; প্রফেসর বাসব চৌধুরী, প্রিন্সিপাল -হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি; এবং ডা. সুবীর সেন, প্রিন্সিপাল ভবানীপুর গ্লোবাল ক্যাম্পাস স্কুল অব বিজনেস ম্যানেজমেন্ট। লোরেটো কলেজ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্র ছাত্রীরাও আলোচনায় অংশ নেন এবং তামাক বিরোধী সচেতনতার প্রসারে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। কনক্লেভে ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের উপস্থাপনা ছিল। অনকোলজি, কার্ডিওলজি এবং পালমোনোলজি বিভাগের চিকিৎসকরা তামাক সেবনের কারণে বাড়তে থাকা স্বাস্থ্য ঝুঁকিনিয়ে আলোচনা করেন এবং দ্রুত সচেতনতা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ওপর জোর দেন।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

মানবিক রাজনীতির নতুন অধ্যায়ের সূচনা

অনিকেত নস্কর

মানবিকতার রাজনীতি ঃ নেতৃত্ব, নৈতিকতা আর ক্ষমতার নতুন পাঠ। রাজনীতি সবসময়ই কেবল ক্ষমতার হিসাব-নিকাশ নয়, বরং মানবিকতার এক জটিল পরীক্ষাগার। জনমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, সামাজিক দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত নৈতিকতার সংমিশ্রণে যে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে, সেটিই ইতিহাসে টিকে থাকে দীর্ঘদিন। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আলোচনায় যে ধরনের বয়ান ঘুরে বেড়াচ্ছে;যেখানে কোনো এক শীর্ষ নেতার মানবিক আচরণ, জনসংযোগ এবং প্রশাসনিক সংবেদনশীলতাকে কেন্দ্র করে তনতুন ধরনের নেতৃত্ব হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে;তা আসলে বৃহত্তর রাজনৈতিক সংস্কৃতির এক পরিবর্তিত চেহারার ইঙ্গিত দেয়।

এই প্রসঙ্গে নাম যেহেতু আলোচনায় এসেছে, তাই বিষয়টিকে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক না করে বরং ধারণা-কেন্দ্রিকভাবে দেখা জরুরি। কারণ ভারতীয় রাজ নীতিতে একজন নেতা কখনোই কেবল একজন ব্যক্তি নন, তিনি একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রতীক, যার মাধ্যমে দল, মতাদর্শ এবং প্রশাসনিক দর্শন প্রকাশ পায়। সেই অর্থে মানবিক নেতৃত্ব বিষয়টি কোনো একক ব্যক্তির গুণ নয়, বরং একটি রাজনৈতিক প্রবণতার প্রতিফলন।

আজকের ভারতীয় রাজনীতিতে মানবিকতার ধারণা আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একসময় রাজনীতি মানে ছিল মূলত উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা এবং ক্ষমতার প্রতিযোগিতা। কিন্তু এখন জনমানুষ আরও বেশি করে চায় সহানুভূতি, সংবেদনশীলতা এবং প্রতিক্রিয়াশীল প্রশাসন। একজন নাগরিক শুধু সড়ক, বিদ্যুৎ বা চাকরি চান না; তিনি চান প্রশাসনের কাছ থেকে একটি মানবিক স্পর্শ, যেখানে তার দুঃখ-দুর্দশা শুধুমাত্র ফাইলের নম্বর হয়ে না থেকে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা হিসেবে গুরুত্ব পায়।

এই পরিবর্তিত প্রত্যাশার প্রেক্ষিতে

যেকোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আচরণই দ্রুত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। কোনো জনসংযোগমূলক পদক্ষেপ, কোনো সহানুভূতিশীল সিদ্ধান্ত বা কোনো ত্রাণমূলক উদ্যোগ;সবই আজ মিডিয়া এবং সামাজিক মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্লেষিত হয়। ফলে রাজনীতি আর শুধুমাত্র নীতির জায়গা নয়, বরং অনুভূতিরও জায়গা হয়ে উঠেছে।

এই আবহে নেতৃত্বের মানবিকতা নিয়ে যে আলোচনা তৈরি হয়, তা আসলে জনগণের একটি গভীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। মানুষ চায় এমন নেতৃত্ব, যারা কেবল নির্দেশ দেয় না, বরং বোঝে; যারা কেবল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেয় না, বরং মানুষের পাশে দাঁড়ায়। এই জায়গাতেই রাজনৈতিক চরিত্রের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়।

তবে মানবিকতার এই রাজনৈতিক ব্যাখ্যা সবসময় সরল নয়। কারণ রাজনীতি একই সঙ্গে বাস্তববাদী এবং প্রতীকী। একজন নেতার মানবিক আচরণ যেমন সত্যিকারের সহানুভূতির ফল হতে পারে, তেমনই তা রাজনৈতিক যোগা যোগের অংশও হতে পারে। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য সবসময় সহজে নির্ধারণ করা যায় না। ফলে জনমানুষের ব্যাখ্যা, মিডিয়ার উপস্থাপনা এবং রাজনৈতিক বিরোধ;সব মিলিয়ে একটি জটিল চিত্র তৈরি হয়।

ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে মানবিকতার উদাহরণ বহুবার দেখা গেছে। দুর্যোগের সময় ত্রাণ বিতরণ, হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করা, সাধারণ মানুষের সমস্যায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ;এই সবই রাজনৈতিক নেতৃত্বের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই আচরণগুলো আরও বেশি দৃশ্যমান এবং দ্রুত প্রচারিত হচ্ছে, যার ফলে তাদের প্রভাবও বহুগুণে বেড়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে নেতৃত্বের সত্যিকারের মানবিকতা কী;এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মানবিকতা কি কেবল দৃশ্যমান সহানুভূতি, নাকি তা একটি ধারাবাহিক প্রশাসনিক নীতি? একজন নেতা যদি জনসমক্ষে সংবেদনশীল আচরণ করেন, কিন্তু নীতিগতভাবে কঠোর সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে তাকে কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে? আবার যদি কেউ নীরবে জনকল্যাণমূলক কাজ করেন কিন্তু প্রচারে না আনেন, তাহলে তার ভূমিকা কি কম গুরুত্বপূর্ণ?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সহজ নয়, কারণ রাজনীতি কেবল নৈতিকতার উপর দাঁড়িয়ে থাকে না, এটি বাস্তবতার সঙ্গেও যুক্ত। একটি রাজ্য পরিচালনা মানে শুধু আবেগ নয়, বরং কঠিন সিদ্ধান্ত, সীমিত সম্পদ এবং জটিল সামাজিক ভারসাম্যের মধ্যে কাজ করা। যখন কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে আমানবিক নেতা হিসেবে তুলে ধরা হয়, তখন তার পেছনে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক বার্তাও থাকে। এটি জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে নেতৃত্ব কেবল শক্তি প্রদর্শনের বিষয় নয়, বরং সহানুভূতিরও বিষয়। এই বার্তা যত শক্তিশালী হয়, ততই রাজনীতির ভাষা বদলে যায়। তবে এখানে একটি সূক্ষ্ম ঝুঁকি থাকে। যদি মানবিকতাকে কেবল প্রচারমূলক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা দীর্ঘমেয়াদী জনগণের আস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। কারণ মানুষ খুব দ্রুত বুঝতে পারে, সহানুভূতি কতটা বাস্তব এবং কতটা প্রতীকী। এই পার্থক্যই রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তি তৈরি করে। অন্যদিকে, বাস্তব মানবিকতা কখনোই শুধু ক্যামেরার সামনে সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে প্রতিফলিত হয়; যেমন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়ানো, বা সংকটের সময়ে কার্যকর হস্তক্ষেপ। এই ধরনের মানবিকতা কম দৃশ্যমান হলেও তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়। ভারতের মতো বিশাল গণতন্ত্রে নেতৃত্বের এই মানবিক দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখানে সামাজিক বৈচিত্র্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং আঞ্চলিক ভিন্নতা অত্যন্ত গভীর। একজন সাধারণ নাগরিকের কাছে রাষ্ট্রের মুখ অনেক সময় একজন নেতার আচরণের মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়।

শহিদ মহাবীর সিং

শঙ্করলাল কর্মকার

‘কত লেখা আছে অশ্রুজলে’। স্বাধীনতার জন্য কত বীর বিপ্লবী হাসতে হাসতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তার সব কাহিনি আজও আমাদের অজানা। আমরা স্মরণ করবো এমনই এক অগ্নিপুত্রকে তিনি হলেন বীর বিপ্লবী মহাবীর সিং। ১৯০৪ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর, উত্তরপ্রদেশের ইটাহ জেলায় জন্ম নেন মহাবীর সিং। পিতা কানুয়ার দেবী সিং ও মাতার রক্তে ছিল দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস,

আর সেই আগুনের শিখা খুব ছোটবেলাতেই জ্বলে ওঠে বালক মহাবীর সিংয়ের অন্তরে।

অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র অবস্থাতেই তিনি ব্রিটিশবিরোধী স্লোগান তুলে বলেন, মহাত্মা গান্ধীর জয় হোক, ইংরেজ ভারত ছাড়ো! এ অপরাধে তাকে পুলিশের নির্মম লাঠিপেটা সহ্য করতে হয়। কিন্তু এই আঘাতই যেন তাঁকে আরও অটল, আরও দৃঢ় করে তোলে।

কানপুরের এক কলেজে পড়তে গিয়ে তাঁর মেলবন্ধন হয় শিব বর্মার সাথে। দুজনেই হয়ে ওঠেন বিপ্লবী সাথী। পিতা দেবী সিং যখন শুনলেন তাঁর পুত্র দেশের সেবায় জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত, তখন তিনি আশীর্বাদ দিয়ে বলেছিলেন, বাবা, যদি পথ বেছে নিয়েছো তবে আর পিছিয়ে যাবে না। পিতার আশীর্বাদে মহাবীর সিং আরও উজ্জীবিত হলেন, পড়াশোনা ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে পার্টির কাজে যোগ দিলেন।

পার্টির নির্দেশে তিনি লাহোরে পৌঁছালেন। মোটরসাইকেল চালানো শিখলেন, সংগঠনের নানা কাজে পারদর্শী হলেন। লালা লাজপত রায় হত্যার প্রতিশোধে যখন ভগৎ সিং, রাজগুরু, আজাদ সাণ্ডার্সকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন, তখনও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন মহাবীর সিং। এরপর দিল্লি এসেম্বলিতে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত যখন বোমা নিক্ষেপ করে গ্রেপ্তার হলেন, তখন প্রায় সব সদস্য ধরা পড়লেন। মহাবীর সিংও গ্রেপ্তার হন। তারপরে লাহোর জেলে তাদের ওপর চলতে থাকে অমানবিক অত্যাচার। সেখানেই শুরু হয় এক ঐতিহাসিক অনশন। মহাবীর সিংয়ের অঙ্গীকার ছিল; আমাদের লড়াই যেন কোনও কারণেই থেমে না যায়, শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে।অনশনে দিন গড়াতে থাকল। দশ-বারো দিন পর তাঁর দেহ ভেঙে পড়তে শুরু করল। তখন ইংরেজরা ষড়যন্ত্র করল; জোর করে দুধ খাওয়ানোর। ডাক্তার ও সিপাহীরা মিলে মুখে রাবারের নল গুঁজে দেয়।

‘৭ লক্ষ ভোটে জেতা নেতার পাশে থাকা কর্মীরা কোথায় গেল?’

অভিষেকের উপর হামলার ঘটনায় প্রশ্ন অধীরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ৩১ মেঃ সোনারপুরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর হামলার ঘটনায় প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী। ওপর এই ধরণের শারীরিক আক্রমণের তীব্র সমালোচনা করে অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, ‘‘একজন সাংসদকে মারধর করার মধ্যে কোনও বাহাদুরি নেই।’’তবে হামলার নিন্দা করলেও এই ঘটনার

রাজ্যে লাগাতার চলতে থাকা রাজনৈতিক হিংসার নিন্দা করার পাশাপাশি এই ঘটনায় শাসকদলের অন্দরের সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলতে ছাড়েননি তিনি। ‘‘আমরা বাংলার মানুষ, এখানে রাজনৈতিক সন্ত্রাস দেখতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। তবে আমরা চাই বাংলায় এবার একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হোক।’’ একই সঙ্গে একজন জনপ্রতিনিধির আবহে তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন এই কংগ্রেস নেতা। দলের শীর্ষ নেতার বিপদে কর্মীদের নিষ্ক্রিয়তা বা অনুপস্থিতি নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে অধীরবাবু প্রশ্ন তোলেন, যে নেতা ৭ লক্ষ ভোটের রেকর্ড ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন, বিপদের দিনে তাঁর নিজের এলাকায় দলের কোনও নেতা বা কর্মী তাঁকে বাঁচাতে কেন এগিয়ে এলেন না?

শনিবার সোনারপুরে ভোটপরবর্তী হিংসায় নিহত এক তৃণমূলকর্মীর বাড়িতে গিয়েছিলেন অভিষেক। এলাকায় পৌঁছোতেই জনরোষের কবলে পড়েন তিনি। তাঁকে লক্ষ্য করে জুতো এবং ডিম ছোড়া হয়। পাথরও ছোড়েন কেউ কেউ। সঙ্গে চলে ‘চোর চোর’ স্লোগান। আঘাত থেকে বাঁচতে অভিষেক মাথায় হেলমেট পরে নিয়েছিলেন। তার পরেও ধস্তাধস্তিতে তাঁর জামা ছিঁড়ে যায়। নিহত তৃণমূলকর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে দীর্ঘ ক্ষণ সেখানেই বসেছিলেন অভিষেক। বিকেলে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দাবি, হামলা বিজেপির পরিকল্পিত। আগে থেকেই অভিষেকের সফরের কথা জেনে তাঁরা তৈরি ছিলেন। আইনি লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিষেক। ঘটনার সময়কার ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তা বিশ্লেষণ করে এখনও অবধি ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার পেছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা জানার চেষ্টা করছে প্রশাসন।

তা বলে এবার ফুটবল চুরি? প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের বাড়ি থেকে বেরচ্ছে গুচ্ছ-গুচ্ছ বল

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ৩১ মেঃ তৃণমূল ক্ষমতা থেকে যাওয়ার পর জায়গায়-জায়গায় পার্টি অফিস থেকে সরকারি ত্রাণ-ত্রিপল বেরচ্ছে। কোনও রাজনৈতিক দল নয়, সাধারণ এলাকাবাসী গিয়েই সেই ত্রাণের ত্রিপল ও যাবতীয় জিনিস উদ্ধার করে নিয়ে আসছেন। তখন থেকেই প্রশ্ন উঠছিল, তৃণমূল ক্ষমতায় থাকাকালীন বিরোধী দল বারেবারে অভিযোগ করত তৎকালীন শাসকদলের নেতারা ত্রাণের জিনিস চুরি করে। আর

এবার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল ফুটবল। ত্রাণ-মাছ চুরির পর এবার ফুটবল চুরি? উঠছে প্রশ্ন রবিবার সকাল থেকেই পূর্বস্থলী উত্তরের তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে সকাল থেকে তল্লাশি চালাচ্ছে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। আর পুলিশ সূত্রেই খবর, তল্লাশি চালাতে গিয়ে কার্যত চোখ কপালে ওঠার জোগাড় হয় পুলিশ কর্মীদের। ত্রাণের জন্য বিলি করা প্রচুর ত্রিপল তো উদ্ধার হয়েছে। সঙ্গে উদ্ধার ফুটবল। প্রাথমিকভাবে অনুমান, বিলি না করে এই ত্রিপল এবং ফুটবল রেখে দিয়েছিলেন তপন। গোটা বিষয়টি এখন খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শুধু তাঁর বাড়ি নয়, এমনকী, প্রাক্তন বিধায়কের বিভিন্ন গোডাউনেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এত পরিমাণ সামগ্রী তাঁর বাড়িতে মজুত হল কেন? কীভাবেই হল? তাঁর বাড়ি ঘিরে রেখেছে পুলিশ। প্রাথমিকাভাবে তপন চট্টোপাধ্যায় গ্রেফতার হতে পারেন বলেই সূত্রের দাবি। অপরদিকে, আর্থিক দুর্নীতির মামলায় তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ব বর্ধমান জেলা সাধারণ সম্পাদক তথা কাটোয়ার ডাকাবুকো নেতা দিগন্ত পালকে গ্রেফতার করল কাটোয়া থানার পুলিশ। শনিবার রাতে কাটোয়া স্টেশন বাজার এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate
e-Tender Notice
e-N.I.T No- WBIW/EE/NDID/e-NIT-02 of 2026-27

Executive Engineer, North Dinajpur Irrigation Division, Raiganj Uttar Dinajpur invites e-Tender (online) for One (01) No. of Work vide e-N.I.T No-WBIW/EE/NDID/e-NIT-02 of 2026-27, circulated vide Memo no. 411 dated-27.05.2026. Document Download start date & Bid submission start date is 01/06/2026 at 11:00 hours. Bid submission end date is 08/06/2026 at 17:00 hours. (For details please visit website www.wbtenders.gov.in & www.wbiwd.gov.in and at North Dinajpur Irrigation Division Office during office hours). Sd/- Executive Engineer, North Dinajpur Irrigation Division

ICA- T8971(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 04/EE/KCMD/W&S/KMDA of 2026-2027

Online Tender is invited by The Executive Engineer, K.C.M.D, W&S Sector, KMDA, Baghajatin STP Complex, Kolkata-700094, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual contractors, for the work, **Sl. No., Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion, (1)** Emergent leak repairing/replacement of 300 mm dia MS pipe near Rania School Road at ward no. 35 under Rajpur Sonarpur Munipality., Rs.2,41,445/-, Rs.4,830/-, 05 days, **(2)** Emergent leak repairing/replacement of 300 mm dia. DI clear water rising main near Shani Mandir adjacent to ward No.34 & 35 under Rajpur Sonarpur Municipality., Rs.2,14,097/-, Rs.4,282/-, 05 days, **End date & time of Online Bid submission:** 10.06.2026 at 15:00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-54)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA-T8963(1)/2026

প্রথমে আটক, এবার গ্রেফতার অসিত মজুমদার, কী অভিযোগ প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধে?

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া, ৩১ মেঃ রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে অ্যাকশন শুরু করে দিয়েছে পুলিশ। একের পর এক তৃণমূল নেতা, কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার চুঁচুড়ার পিপুল পাতিতে কর্মসূচি ছিল অসিত মজুমদারের। নিত্যনৈমিত্তিক জিনিসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে দলের নেতা-কর্মীদের

এবার প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদারকে গ্রেফতার করল পুলিশ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অসিত মজুমদার-সহ মোট ১০ তৃণমূল নিয়ে বিক্ষোভে বসেন বিধায়ক। তবে অভিষেকের উপর হামলা হতেই পরে বিক্ষোভের ইস্যু বদলে যায়। তারপরই অভিষেকের উপর হামলার প্রতিবাদে মাঝ রাস্তায় অসিতের নেতৃত্বে বসে পড়েন তৃণমূল কর্মীরা। অসিত নিজেও রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। সেইসময় পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। পুলিশকে ধাক্কাও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় প্রথমে অসিত মজুমদারকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে গ্রেফতার করে চুঁচুড়া থানার পুলিশ। এছাড়া গ্রেফতার করা হয়েছে চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমিত্র ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান পার্থ সাহা, কাউন্সিলর রঞ্জন রাহা, নির্মল চক্রবর্তী, সমীর সরকার সহ মোট দশজন তৃণমূল কর্মী। অসিত মজুমদারের দাবি, গতকাল প্রতিবাদ করার পরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সাত জোড়া ট্রেন পুনর্বহাল

দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ের বিলাসপুর ডিভিসনে প্রি-নন ইন্টারলকিং/নন ইন্টারলকিং/পোস্ট-নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য **ট্রেন বাতিল** সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে, উক্ত নন ইন্টারলকিং কর্মসূচিটি বাতিল করা হয়েছে। তাই নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি, যেগুলি পূর্বে বাতিল করা হয়েছিল সেগুলি পুনর্বহাল করা হবে ও যথারীতি সময়সূচি অনুযায়ী চলবেঃ **(১) ১৩২৮৭** দুর্গ - আরা সাউথ বিহার এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০৬.২০২৬ থেকে ১৬.০৬.২০২৬)। **(২) ১৩২৮৮** আরা - দুর্গ সাউথ বিহার এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৬.২০২৬ থেকে ১৪.০৬.২০২৬)। **(৩) ২২৫১২** কামাখ্যা - লোকমান্য তিলক টার্মিনাস কর্মভূমি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৬.২০২৬)। **(৪) ২২৫১১** লোকমান্য তিলক টার্মিনাস - কামাখ্যা কর্মভূমি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৬.০৬.২০২৬)। **(৫) ১৭৩২১** ভাস্কো ডা গামা - জসিডি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০৬.২০২৬)। **(৬) ১৭৩২২** জসিডি - ভাস্কো ডা গামা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০৬.২০২৬)। **(৭) ১৭০০৫** হায়দ্রাবাদ - রক্সৌল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৬.২০২৬)। **(৮) ১৭০০৬** রক্সৌল-হায়দ্রাবাদ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৪.০৬.২০২৬)। **(৯) ১৭০০৭** চর্লপল্লী - দ্বারভাঙ্গা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৬.২০২৬ ও ১৩.০৬.২০২৬)। **(১০) ১৭০০৮** দ্বারভাঙ্গা - চর্লপল্লী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০৬.২০২৬ ও ১৬.০৬.২০২৬)। **(১১) ২২৮৪৩** বিলাসপুর- বক্সার এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০৬.২০২৬)। **(১২) ২২৮৪৪** বক্সার - বিলাসপুর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৬.২০২৬)। **(১৩) ১৩৪২৫** মালদা টাউন- সুরাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৬.২০২৬)। **(১৪) ১৩৪২৬** সুরাট - মালদা টাউন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০৬.২০২৬)। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

দন্ত ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৫১২২৬ডব্লুবি১৯৮২পিএলসি০৩৫৪৬৭
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ১, ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং. জি-২,
কলকাতা-৭০০০৬৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, যোগাযোগ নং.ঃ ৯০৭৩৯৮০৮৩১
ই-মেলঃ dantavyapar@hotmail.com ওয়েবসাইটঃ www.dantavyapar.com

৩১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির সারাংশ

(অন্যত্র উল্লেখ না থাকলে, সমস্ত অঙ্ক হাজার টাকায় প্রদর্শিত)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			বছর সমাপ্তি	
		৩১.০৩.২০২৬	৩১.১২.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৫
		(নিরীক্ষিত)	(অ-নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১.	অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	২৮২১.৯৪	২৮২২.২৫	১৯৯১১.৯৭	১১৪৩০.০৯	৩২৯৯৫.৩৯
২.	উক্ত সময়ের নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (কর পূর্বে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমসমূহ বাদ দেওয়ার)	১১২৮.৩১	১৪০১.৫১	১৭১০৫.২২	৫০৪১.৪৫	২২৭০২.৯৯
৩.	উক্ত সময়ের নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (কর পরবর্তী, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমসমূহ বাদ দেওয়ার)	১১২৮.৩১	১৪০১.৫১	১৭১০৫.২২	৫০৪১.৪৫	২২৭০২.৯৯
৪.	কর-পরবর্তী সময়ের নিট মুনাফা (বা ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমসমূহ বাদ দেওয়ার পর)	৫৫৩.৯০	১০৪৮.৭৮	১২৫৭৩.৪৩	৩৫৫৫.০৮	১৬৭৬২.৩৫
৫.	উক্ত সময়ের মোট সামগ্রিক আয়/(ক্ষতি) যা উক্ত সময়ের মুনাফা/(ক্ষতি) (কর-পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর-পরবর্তী) নিয়ে গঠিত	(১৫৮৫.২৩)	১০৪৮.৭৮	৭১১০৭.১৪	১৪১৫.৯৫	৭৫২৯৬.০৬
৬.	ইকুটি শেয়ার ক্যাপিটাল	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০
৭.	অন্যান্য ইকুইটি (পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ব্যতীত)	-	-	-		-
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমসমূহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী) (বার্ষিকীকৃত নয়)ঃ মৌলিক ও মিশ্রিত(টাকা)	০.১২	০.২২	২.৬৫	০.৭৫	৩.৫৩

মন্তব্যঃ
১ ৩১.০৩.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সময়ের উপরিউক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলসমূহ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৩০.০৫.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২ উপরিউক্ত অংশটি আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ মাত্র যা এসইবিআই (এলওডিআর) প্রবিধান, ২০১৫-এর প্রবিধান ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট hftps://dantavyapar.com/-এ উপলব্ধ রয়েছে।
৩ নিরীক্ষা প্রতিবেদনসহ আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট https://dantavyapar.com/services/-এ প্রকাশ করা হয়েছে এবং তা সেখান থেকে দেখা যাবে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে
দন্ত ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
একতা আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডিআইএন নংঃ ০১৩৬৯৭১৭

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩০শ মে, ২০২৬

ইউনিটি স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

UNITY Small Finance Bank
৫ম তল, টাওয়ার ১, সিউডস গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেকশন-৪০, সিউডস, সিউডস দানাভি রেল স্টেশনের উপরে, নভি মুম্বই-৪০০৭০৬

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ বলবকরণ আইন, ২০০২-এর আওতায় এবং নিরাপত্তা স্বার্থ (বলবকরণ) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৮(৬)-এর বিধানের সাথে পঠিত হয়ে, স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ৩০ দিনের ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, নিচে তালিকাভুক্ত স্থাবর সম্পত্তিগুলো (‘‘সুরক্ষিত সম্পদ’’)- যা সুরক্ষিত পাওনাদার-এর নিকট বন্ধকদায়বদ্ধ রাখা হয়েছিল এবং যার দখল ‘ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড’-এর (অতঃপর ইউএসএফবিএল বা সুরক্ষিত পাওনাদার হিসেবে অভিহিত) একজন অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে-তা নিচে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে ‘‘যে অবস্থায় যেখানে আছে’’, ‘‘যেমন আছে তেমন’’ এবং ‘‘যা কিছু আছে’’ ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে। এই বিক্রয়ের উদ্দেশ্য হলো, নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর নিকট থেকে ইউএসএফবিএল-এর পাওনা হিসেবে নিচে বর্ণিত মূল বকেয়া অর্থ, এবং উক্ত অর্থ আদায় হওয়া পর্যন্ত সময়ের অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ পুনরুদ্ধার করা।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ)-এর নাম এলএএন	সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্যঃ বায়না অর্থ, জমা এবং ক্রমবর্ধমান মূল্য	ই-নিলামের সময় এবং তারিখ	ইএমডি জমার তারিখ
১.	এলএএন নং - **USFB511GCTL000002084** **১. এসডি এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) জয়দীপ দাসের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করেছেন** **২. সুপার রিট্রেডস (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **৩. সুপ্রিম টায়ার (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **৪. জয়দীপ দাস** **৫. মহুয়া দাস** **৬. সৌমেন দত্ত** **৭. দিপালী দত্ত** **৮. সুদর্শন দাস** **৯. শর্মিলা দাস** **১ থেকে ৯ নম্বরের জন্য যোগ করুনঃ** পিসি-এর অধীনে চন্দ্র জুয়েলারি অ্যাপেক্স প্রাইভেট লিমিটেড, লক্ষ্মী নারায়ণ ভেন্যু, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৩ এছাড়াও ফ্ল্যাট নং-ইউডি০৬০ ৫০১ ষষ্ঠীর ৫ম তলায়, উদয়ন দ্য কন্ডোভিল, অজয়ের কাছে নগর, এম বাইপাস, প্রাঙ্গণ - ১০৫০/১, মৌজা-রাজাপুর, নং- ২৩, আরএস প্লট নং- ১০২৮, পোস্ট- সন্তোষপুর, থানা-পূর্বা যাদবপুর (সার্ভে পার্ক), জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭৫। **এছাড়াও এখানেঃ** ১৭০ অপকার গার্ডেন, জিটি রোড, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল ৪, বারাবনি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৪. **এছাড়াও এখানেঃ** জিটি রোড পূর্বশগ্রাম, পশিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৩. **এছাড়াও এখানেঃ** গ্রাউন্ড, সেনরালেগ রোড, ৬১৩, বিবেকানন্দ সরণি, পশ্চিম বর্ধমান, কল্যাণপুরের কাছে হাউজিং এস্টেট, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৫। **এছাড়াও এখানেঃ** ভিল-বাবুরাম টলি, রাঁচি, বুন্দু, ঝাড়খণ্ড ৮৩৫২০৪	উদিতা টাওয়ারস-এর ‘‘ষষ্ঠী’’ ভবনের পঞ্চম তলায় অবস্থিত আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট-যার নম্বর ইউডি০৬০৫০১-এর সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি ও অংশবিশেষ যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা বা নির্মিত আয়তন ১২১০ (এক হাজার দুই শত দশ) বর্গফুট (কম-বেশি) যা উদয়ন-দ্য কনডোভিল অফ উদিতা টাওয়ার-এর সীমানার মধ্যে অবস্থিত এবং মানচিত্রে যা লাল রঙে চিহ্নিত এর সাথে যুক্ত আছে পি-৬০৫ নম্বরযুক্ত ১ (এক)টি উন্মুক্ত কার পার্কিং স্থান ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার। ফ্ল্যাট ৫০১, ৫ম তলা, ষষ্ঠী ভবন, উদয়ন-দ্য কনডোভিল অফ উদিতা টাওয়ার, সার্ভে পার্ক। মোট ২৫.৭৫ (পঁচিশ দশমিক সাত পাঁচ) একর (কম-বেশি) জমির ওপর এটি নির্মিত যা ১০২৮ নম্বর প্লটের একটি অংশের অন্তর্ভুক্ত। মৌজা-রাজাপুর, জে.এল. নং ২৩, থানা-পূর্ব যাদবপুর (বর্তমানে সার্ভে পার্ক), সাব-রেজিস্ট্রি অফিস-শিয়ালদহ, জেলা-২৪ পরগনা (দক্ষিণ)। এটি কলকাতা পৌরনিগমের ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত এবং এর পৌর প্রাঙ্গণ নম্বর ১০৫০/১, সার্ভে পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০৭৫। এর চারপাশের সীমানা বা চৌহদ্দি নিম্নরূপঃ সীমানাঃ **পূর্ব**- সিএমডিএ-এর জনপথ এবং ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাই-পাস দ্বারা **পশ্চিম**- আংশিকভাবে খালনালা এবং আংশিকভাবে ব্যক্তিগত জমি দ্বারা **উত্তর**- সার্ভে পার্ক হাউজিং স্কিম দ্বারা **দক্ষিণ**- ব্যক্তিগত রাস্তা এবং ১০২৮ নম্বর প্লটের অবশিষ্ট অংশ দ্বারা।	টাকা ১,১২,২৮,৮০০/- টাকা ১১,২২,৮৮০/- এবং টাকা ২৫,০০০/-	০৭.০৭.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা	০৬.০৭.২০২৬

বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলি নিচে উল্লেখ করা হলো এছাড়া এই বিস্তারিত তথ্য আমাদের অথবা সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। আগ্রহী দরদাতাগণ নিচে উল্লিখিত সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তাদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেনঃ শ্রী মুকেশ চৌধুরী-মোবাইল নম্বর- ৯৩৪৩৯৭৬৬১৮, ই-মেইলঃ mukesh.choudhary@unitybank.co.in এবং জনাব শুভজিৎ নস্কর-মোবাইল নম্বরঃ ৯৮৮৩৫৪৩৮৫৪, ই-মেইলঃ subhajit.naskar@unitybank.co.in।

স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ
তারিখঃ ০১.০৬.২০২৬

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিটি স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

JANGIPUR MUNICIPALITY

P.O. – Raghunathganj, Dist-Murshidabad

e-TENDER NOTICE

NIeT No: MAD/ULB/JM/15th FC/NIeT4/25-26 (1st Call), e-Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, from the eligible contractors for 13 Nos Various development works carried out at different locations within Jangipur Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_1025498_1 to 13** and SUPPLY AND DELIVERY AT SITE of 2 (TWO) TYPES OF HAND CART UNDER JANGIPUR MUNICIPALITY, **Tender ID: 2026_MAD_1025973_1, Publish Date: 01/06/2026 at 10:00 IST, Bid Submission Start date (Online): 01/06/2026 at at 12:00 IST** and **Bid Submission Closing date (Online): 16/06/2026 at 18:00 IST.** The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Jangipur Municipality

SCINTILLA COMMERCIAL & CREDIT LTD.

CIN:L65191WB1990PLC048276
Regd.Off:"Mercantile Building",Block-E, 2nd Floor, 9/12, Lalbazar Street,Kolkata-700001
Corp. Off: "Jajodia Tower", 3, Bentinck Street, Room No. D-8, 4th Floor, Kolkata - 700001
E-MAIL: info@scintilla.co.in, **WEBSITE:**www.scintilla.co.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(₹. in Lakhs)

no	Particulars	Quarter Ended 31.03.26	Year Ended 31.12.25	Quarter Ended 31.03.25	Year Ended 31.03.26	Year Ended 31.03.25
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	" Total Income from Operations	10.44	12.17	15.54	64.97	61.91
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	6.50	(42.72)	10.93	(16.95)	0.75
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	6.50	(42.72)	10.93	(16.95)	0.75
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	7.24	(44.20)	11.01	(18.81)	3.45
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	8.93	(44.20)	11.01	(7.53)	1.93
6	Equity Share Capital	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	0.07	(0.44)	0.11	(0.19)	0.03

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended Audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.scintilla.co.in.
2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th May, 2026.

Place : Kolkata
Date : 30.05.2026

For and on behalf of the Board
For Scintilla Commercial & Credit Limited
Sd/-
(Jitendra Kumar Goyal)
Managing Director
DIN: 00468744

VIRAT LEASING LIMITED

Regd. Off: 1,Crooked Lane, 3rd Floor, Room No.324, Kolkata-700001
Corp. Off.: "Jajodia Tower", 3, Bentinck Street,Room No.D-8,4th Floor, Kolkata-700001, W.B. **CIN:L65910WB1984PLC098684**
EMAIL:info@vll.co.in WEBSITE:www.vll.co.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.26	31.12.25	31.03.25	31.03.26	31.03.25
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	12.82	20.37	21.39	86.54	92.89
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	8.93	(108.46)	11.86	(72.50)	(29.70)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.93	(108.46)	11.86	(72.50)	(29.70)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	11.46	(103.75)	11.74	(72.94)	(30.17)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(2.18)	(103.75)	5.08	(21.25)	(25.53)
6	Equity Share Capital	1298.05	1298.05	1298.05	1298.05	1298.05
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	0.09	(0.80)	0.09	(0.56)	(0.23)

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended Audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com and also on the websites of the company at www.vll.co.in.
2 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th May, 2026.

Place : Kolkata
Dated : 30.05.22026

For Virat Leasing Limited
Sd/-
Jitendra Kumar Goyal
Director
DIN: 00468744

HOWRAH GASES LIMITED

CIN :L24111WB1985PLC038480
Regd. Office: 1,Crooked Lane, Ground Floor,Room No.G-2, Kolkata 700069,West Bengal,
Mobile No.+91 9830024305
Email : howrahgasesltd@gmail.com; Website :www.howrahgases.com

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH ,2026

(Rs. In Lakhs)

SL No	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31-March 2026	31-Dec 2025	31-March 2025	31-March 2026	31-March 2025
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations (net)	410.73	315.99	361.19	1,018.21	976.20
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax,Exceptional and/or Extraordinary items)	(157.03)	44.36	(21.43)	(117.60)	(1.67)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(157.03)	44.36	(41.43)	(117.60)	(21.67)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(160.98)	44.36	(41.58)	(121.55)	(21.82)
5	Total Comprehensive income for the period/ (Loss) {comprising Profit/ (Loss) for the period(after tax) and other comprehensive income (after tax)}	(239.85)	44.36	462.02	(200.42)	481.78
6	Equity Share Capital	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
7	Other Equity(excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	6248.16	6448.59
8	Earnings Per Share (before and after extraordinary items) (not annualised) : Basic & Diluted(Rs.)	(7.50)	1.39	14.44	(6.26)	15.06

Notes:
1) The above Audited financial results were reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of directors at their respective meetings held on 30th May, 2026.
2) The Above is an extract of the detailed format of AnnualFinancial results has been filled with the Stock Excahange under Regulation 33 of SEBI(LODR) Regulations, 2015.
3) The Financial results along with Limited Review Report, have been posted on the Company website at http://howrahgases.com / H_Financial.aspx and can be accessed by scanning the QR Code.

Place : Kolkata
Date : 30th May,2026

On behalf of the Board of Directors
For,**HOWRAH GASES LIMITED**
Sd/-**Suresh Kumar Agrawal**
Managing Director
DIN No. 00587623

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/Br.-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EEC/VII/56/1/26-27/R
Name of the Work: **Maintenance of drainage system at Kamardanga Road, Pottery Road, Hazrabagan Lane and its surroundings in Ward No. 56**; Estimated Amount (including GST and CESS): **Rs. 1,99,969.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **60 days**.

(2) NIT No.: KMC/EEC/VII/58/2/26-27/R
Name of the Work: **Maintenance of drainage system at Tarini Manna Bagan, 19 G. K. Road, 13 Paymental Garden Lane and its surrounding area in Ward No. 58**; Estimated Amount (including GST and CESS): **Rs. 2,49,557.00**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion : **180 days**.

(3) NIT No.: KMC/EEC/VII/64/1/26-27/R
Name of the Work: **Maintenance of drainage system at 70D Tiljala Road, 4/1A, Kasia Bagan Lane, 21, Shamsulhuda Road etc. and its surrounding area in Ward No. 64**; Estimated Amount (including GST and CESS): **Rs. 1,99,430.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **120 days**.

(4) NIT No.: KMC/EEC/VII/65/1/26-27/R
Name of the Work: **Repairing of boundary wall of KMC Health Unit at 9B, Tiljala Shibtala Lane in Ward No. 65**; Estimated Amount(including GST and CESS): **Rs. 3,59,191.98**; Earnest Money: **Rs. 7,200.00**; Period of Completion : **45 days**.

(5) NIT No.: KMC/EEC/VII/66/1/26-27/R
Name of the Work: **Construction of PIT and Catch PIT at different places in KMC Ward No. 66**; Estimated Amount (including GST and CESS): **Rs. 3,99,134.21**; Earnest Money: **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **60 days**.

(6) NIT No.: KMC/EEC/VII/66/2/26-27/R
Name of the Work: **Maintenance of drainage system at Sridhar Roy Road, Topsia 1st and 2nd Lane, P. G. Road and surroundings in Ward No. 66**; Estimated Amount (including GST and CESS): **Rs. 2,48,748.50**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion : **75 days**.

(7) NIT No.: KMC/EEC/VII/66/69/25-26/R
Name of the Work: **Improvement of Road at different places under KMC in Ward No. 66**; Estimated Amount (including GST and CESS): **Rs. 4,97,643.50**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **60 days**.

(8) NIT No.: KMC/EEC/VII/67/4/26-27/D
Name of the Work: **Laying work of paver blocks from 108A, K. N. Sen Road to 129/2, Swinhoe Lane and 93F Swinhoe Lane in Ward No. 67**; Estimated Amount (including GST and CESS): **Rs. 4,97,784.57**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 days**. Last date and time of submission of bid: **10.06.2026** up to **10:30 a.m.[For Sl. No. 1 to 8]**; Tender will be opened on : **12.06.2026 at 10:30 a.m. [For Sl. No. 1 to 8]**; The bid forms and other details are available on and from **29.05.2026 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app [For Sl. No. 1 to 8]**.

The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/ROADS/2025-2026/691 (2nd Call)
Name of the Work: **Repairing of Roads at J. M. Avenue (in patches), Rabindra Sarani (in patches), Shyambazar Street (in patches) and surrounding areas under Br.- I**; Estimated Amount(including GST and CESS): **Rs. 4,95,459.51**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **60 days**. Last date and time of submission of bid: **15.06.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **05.06.2026 (12 noon)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

60/26-27

স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড

সিআইএন-এল৬৫৯৯৩ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি০৩৪২৫২
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৪, ফেয়ারলি প্লেস, এইচএমপি হাউজ, ১ম তল, রুম নং-১১০, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ ৭৫৯৫৯ ১৯১৮০, ইমেলঃ sec@somanys.com, ওয়েবসাইটঃ www.spotlightvanijya.com

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী [এসইবিআই (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা ও প্রকাশ সংক্রান্ত বিধিমালা), ২০১৫-এর বিধি ৩৩ অনুযায়ী]

৩১-০৩-২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির পূর্ণাঙ্গ রূপটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। নিচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করার মাধ্যমে এটি দেখা যাবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩১শে মে ২০২৬

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে ও জন্য
স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড
স্বা/-
সুনীল কুমার সোমানি
(ডিরেক্টর)
ডিআইএনঃ ১০৫৯৪১৪৯

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

মহাশূন্যে মানব প্রজননের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ!

মানব সভ্যতার ভবিষ্য কি শুধুই পৃথিবীর গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি একদিন মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করবে মহাকাশে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরেই নানা ধরনের গবেষণা চালিয়ে আসছেন। চাঁদ ও মঙ্গল গ্রহে মানব বসতি গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে যখন বিশ্বের বড় বড় মহাকাশ সংস্থাগুলি এগিয়ে চলেছে, তখন আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে এসেছে- মহাশূন্যে কি মানব প্রজনন সম্ভব?এই জটিল এবং ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এক অভিনব গবেষণার সূচনা করেছে চিন। মহাশূন্যে মানব প্রজননের প্রাথমিক ধাপগুলির উপর মাইক্রোগ্র্যাভিটি এবং মহাজাগতিক বিকিরণের প্রভাব বোঝার লক্ষ্যে বিশ্বের প্রথম মহাকাশভিত্তিক কৃত্রিম মানব ভ্রূণ গবেষণা শুরু করেছে দেশটি। ইতিমধ্যেই এই গবেষণার জন্য প্রয়োজেনীয় কৃত্রিম ভ্রূণ মডেল এবং স্টেম সেল-ভিত্তিক জৈব কাঠামো পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে চিনের তিয়াংগং স্পেস স্টেশনে।জানা গেছে, তিয়াংঝৌ কার্গো মহাকাশযানের মাধ্যমে চলতি মাসের শুরুতেই গবেষণার সরঞ্জাম এবং নমুনাগুলি মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছে গেছে। বর্তমানে সেখানে এই বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। গবেষণাটি পরিচালনা করছেন চাইনিজ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেসের ইনস্টিটিউট অফ জুওলজির একদল বিজ্ঞানী। তবে এই গবেষণাকে ঘিরে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে, তা হল-এখানে কোনও বাস্তব মানব ভ্রূণ ব্যবহার করা হচ্ছে না। গবেষকরা যে কাঠামোগুলি নিয়ে কাজ করছেন, সেগুলিকে বলা হচ্ছে ' এমব্রায়ো মডেল' বা কৃত্রিম ভ্রূণ মডেল। এগুলি মানব স্টেম সেল থেকে তৈরি করা হয়েছে এবং প্রকৃত ভ্রূণের নির্দিষ্ট বিকাশ পর্যায়কে অনুকরণ করে। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য অনুযায়ী, এই কৃত্রিম ভ্রূণ মডেল কখনও পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ বা পরবর্তীতে ভ্রূণ থেকে ভ্রূণ-পরবর্তী ফিটাসে

পরিণত হতে পারে না। অর্থাৎ, এগুলির মধ্যে জীবন সৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। ফলে গবেষণাটি নৈতিক বিতর্কের অনেকাংশই এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, নিষিক্তকরণের প্রায় ১৪ থেকে ২১ দিন পর মানব ভ্রূণের যে জৈবিক অবস্থা তৈরি হয়, এই মডেলগুলি সেই অবস্থার কাছাকাছি বৈশিষ্ট্য বহন করে। এগুলি কোষ বিভাজনের মাধ্যমে কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং ভ্রূণের প্রাথমিক বিকাশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে সক্ষম। তবে এগুলির বিকাশ একটি নির্দিষ্ট সীমার পর আর এগোয় না। গবেষকদের প্রধান লক্ষ্য হল মহাশূন্যের পরিবেশে মানব জীবনের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে কী ধরনের জৈবিক পরিবর্তন ঘটে তা বোঝা। পৃথিবীতে মানব ভ্রূণের বিকাশের জন্য মাধ্যাকর্ষণ, পরিবেশগত ভারসাম্য এবং বিকিরণের মাত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু মহাশূন্যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে মাইক্রোগ্র্যাভিটি বা প্রায় শূন্য মাধ্যাকর্ষণ এবং উচ্চমাত্রার কসমিক রেডিয়েশন জীবকোষের উপর কী প্রভাব ফেলে, তা এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন, মহাকাশের এই বিশেষ পরিবেশ কোষ বিভাজন, জিনের কার্যকারিতা, টিস্যু গঠন এবং ভ্রূণের স্বাভাবিক বিকাশকে প্রভাবিত করতে পারে। যদি এমনটা ঘটে, তাহলে ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদি মহাকাশ মিশন বা অন্য গ্রহে মানব বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে। এই গবেষণার প্রকল্প প্রধান ইউ লেকিয়ান জানিয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য কোনওভাবেই মহাশূন্যে মানব শিশু জন্ম দেওয়ার পরীক্ষা চালানো নয়। বরং তাঁরা জানতে চান, মানব জীবনের সূচনা পর্যায় মহাকাশের পরিবেশে কতটা স্থিতিশীল থাকতে পারে। তাঁর কথায়, আমরা আশা করছি মহাশূন্যে মানব ভ্রূণের প্রাথমিক বিকাশের ক্ষেত্রে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে, সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারব। আমরা প্রকৃত মানব ভ্রূণ নিয়ে কাজ করছি না। আমরা একটি জৈবিক মডেল ব্যবহার করছি, যা মানব ভ্রূণের নির্দিষ্ট পর্যায়কে অনুকরণ করে। তিনি আরও বলেন, আমাদের সামনে একটি মৌলিক প্রশ্ন রয়েছে- মানবজাতি কি ভবিষ্যতে মহাশূন্যে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে? যদি মানুষ দীর্ঘ সময়ের জন্য মহাকাশে বা অন্য গ্রহে বসবাস করে, তাহলে সেখানে প্রজনন সম্ভব হবে কি না, তা জানা অত্যন্ত জরুরি। বিশ্বজুড়ে মহাকাশ গবেষণার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সঙ্গে এই প্রশ্ন সরাসরি জড়িত। মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা, ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা এবং চিনসহ বিভিন্ন দেশ আগামী কয়েক দশকের মধ্যে চাঁদ ও মঙ্গলে স্থায়ী গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু শুধু মহাকাশে বসবাস করাই যথেষ্ট নয়। মানব সভ্যতার দীর্ঘমেয়াদি অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে হলে পরবর্তী প্রজন্মের জন্ম এবং বিকাশও সম্ভব হতে হবে। এই কারণেই বিজ্ঞানীদের একাংশ মনে করছেন, মানব প্রজনন সংক্রান্ত মহাকাশ গবেষণা ভবিষ্যতের মহাকাশ উপনিবেশ স্থাপনের অন্যতম ভিত্তি হতে পারে। যদিও এই গবেষণা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তবুও এর ফলাফল ভবিষ্যতে মহাকাশ জীববিজ্ঞান এবং মানব অভিযানের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি দেখা যায় যে মহাশূন্যের পরিবেশ ভ্রূণের বিকাশে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে ভবিষ্যতে মহাকাশে বসবাসের জন্য বিশেষ প্রযুক্তি, কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ ব্যবস্থা বা উন্নত বিকিরণ প্রতিরোধক অবকাঠামোর প্রয়োজন হতে পারে। অন্যদিকে, যদি গবেষণার ফল ইতিবাচক হয়, তাহলে তা মানবজাতির মহাকাশ অভিযাত্রায় এক যুগান্তকারী মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ তখন প্রথমবারের মতো প্রমাণিত হবে যে পৃথিবীর বাইরে মানব জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার সম্ভাবনা বাস্তব। সব মিলিয়ে, কৃত্রিম মানব ভ্রূণ মডেল নিয়ে চিনের এই নতুন গবেষণা শুধু বৈজ্ঞানিক কৌতূহল মেটানোর প্রচেষ্টা নয়, বরং মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান। মহাশূন্যে মানুষের জীবন, বসতি এবং প্রজননের সম্ভাবনা নিয়ে যে প্রশ্ন বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছে, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই শুরু হয়েছে এই যুগান্তকারী অভিযান।

মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে একসঙ্গে 'দ্বীপান্তরিত' হলেন ১৭ জন

মিঠুন হালদার মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে একসঙ্গে 'দ্বীপান্তরিত' হলেন ১৭ জন। অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করে থাকার অভিযোগে গত কয়েকদিনে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে পুলিশের হাতে আটক হওয়া ১৭ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে শনিবার রাতে বিএসএফের হাতে তুলে দিয়েছেন মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার আধিকারিকেরা। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই বিএসএফ এবং বিজিবি-র মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে ১৭ জন বাংলাদেশি নাগরিককে সেদেশে ভারত সরকারের তরফ থেকে 'ডিপোর্ট' করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নির্দেশ দেন অবৈধভাবে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদের পুলিশের আর গ্রেপ্তার করার দরকার নেই। তার পরিবর্তে পুলিশ অনুপ্রবেশকারীদেরকে সরাসরি বিএসএফের হাতে তুলে দেবে এবং সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী তাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে।

মুখ্যমন্ত্রীর শুরু করা 'ডিটেক্ট, ডিলিট এবং ডিপোর্ট' নীতি লাগু হতেই মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার পদ্মা ভবনের তৈরি করা হয় একটি হোল্ডিং সেন্টার। সেখানেই এতদিন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদেরকে আটক করে রাখা হচ্ছিলো।

বিজেপির এক নেতা বলেন, আমাদের দলের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রেই বলা হয়েছিল রাজ্যে আমাদের সরকার ক্ষমতায় এলেই এদেশে অবৈধভাবে বসবাসকারী রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশী নাগরিকদের চিহ্নিত করে তাদের নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে ইতিমধ্যেই সেই 'ডিটেক্ট, ডিলিট এবং ডিপোর্ট' নীতির লাগু করা হয়েছে। রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় মুর্শিদাবাদ জেলাতেই সব থেকে বেশি ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। রাজনৈতিক তথ্যভিজ্ঞ মহলের মত, মুর্শিদাবাদ জেলায় যে সমস্ত ভোটারদের নাম ইতিমধ্যেই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে তাদের অনেকেই বাংলাদেশি নাগরিক। তারা অবৈধভাবে কোনওরকম নথি ছাড়াই বহু বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে বাস করছিলেন। নির্বাচন কমিশন এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশি নাগরিক এবং রোহিঙ্গাদের চিহ্নিতকরণের কাজ এক প্রস্থ করেছে। এবার রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাকি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণ করে তাদের নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানোর কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। প্রসঙ্গত, লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প বন্ধ করে বিজেপি সরকার যে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার প্রকল্প শুরু করেছে তার সুবিধা যাতে কোনও ভিনদেশী নাগরিক না পায় তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের তরফ থেকে উপভোক্তাদের কাছ থেকে তাঁদের পরিবার এবং ভারতীয় নাগরিকত্বের একাধিক নথি চাওয়া হয়েছে। প্রশাসনের একাংশের অনুমান, বহু বাংলাদেশি নাগরিক

যারা এতদিন লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে আসছিলেন তাদের পক্ষে 'অন্নপূর্ণার ভান্ডার' প্রকল্পের ফর্ম পূরণ করা সম্ভব হবে না। এর ফলে রাজ্য প্রশাসনের কোষাগারের কয়েক কোটি টাকা সঞ্চয় হবে। মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, লালগোলার পদ্মা ভবনে হোল্ডিং সেঃটার তৈরি হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে ধরা পড়া বাংলাদেশি নাগরিকদেরকে সেখানে এনে রাখা হচ্ছিল। শনিবার রাতেই ১৭ জন বাংলাদেশি পুরুষ নাগরিককে মুর্শিদাবাদ জেলায় বিএসএফের সদর দপ্তর 'রওশনবাগে' বিএসএফ কর্তাদের হাতে হস্তান্তরিত করা হয়েছে। সূত্রের খবর, এরপর বিজিবি-র সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী ওই বাংলাদেশি নাগরিকদেরকে তাদের দেশে 'ডিপোর্ট' করেছে। জেলা প্রশাসনের ওই আধিকারিক জানান, এই মুহূর্তে লালগোলার হোল্ডিং সেঃটারে মোট ৯ জন বাংলাদেশে নাগরিক রয়েছেন। এদের মধ্যে দু'জন বাংলাদেশি নাগরিককে নতুন করে শনিবার লালগোলার মোকিমনগর এলাকা থেকে ধরা হয়েছে। নতুন করে ধৃত ওই দুই বাংলাদেশি নাগরিক বেশ কয়েক বছর আগে অবৈধভাবে ভারতের প্রবেশ করে চেন্নাইতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে চলে যান। রাজ্যে বিজেপি সরকার বাংলাদেশি নাগরিকদের সম্পর্কে কড়া মনোভাব নেওয়া শুরু করতেই ওই দুই বাংলাদেশি নাগরিক নিজের দেশে ফেরার চেষ্টা করছিলেন। শনিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে লালগোলা থানার পুলিশ তাদের আটক করে এবং হোল্ডিং সেন্টারে পাঠিয়ে দেয়। মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক গৌরীশংকর ঘোষ বলেন, ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় কিছু ইসলাম ধর্মাবলম্বীর মানুষ কেবলমাত্র ধর্মের কারণে একটি দেশ চেয়েছিলেন। তাই বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করছেন তাঁরা কেউ ধর্মীয় উপীড়নের শিকার নন। তাঁরা আমাদের দেশ লুট করার উদ্দেশ্যে এসেছেন। তিনি বলেন, এই বেআইনি অনুপ্রবেশের ফলে দেশের নিরাপত্তা এবং কর্মসংস্থানের উপরও বড় প্রভাব পড়েছে। রাজ্য সরকার আটক বাংলাদেশি নাগরিকদেরকে নিজের দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে কোনও অন্যায় করেনি। এই ধরনের কাজ পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশের সরকার করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও 'বৈধভাবে' অবৈধ নাগরিকদেরকে তাঁদের দেশে ফেরত পাঠিয়েছে। অন্যদিকে বিজেপির বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয় মহাজন রাজ্য সরকারের এই কাজের প্রশংসা করে বলেন, বিজেপি তার নীতির সঙ্গে সাজুজ্য রেখেই অনুপ্রবেশকারীদের নিজের দেশে ফেরত পাঠাচ্ছে। ভারত তার অতিথীদেরকে সম্মান জানাতে জানে কিন্তু অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা কখনও ভারতের অতিথি হতে পারে না। তিনি বলেন, গত প্রায় ১৫ বছর একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থে অনুপ্রবেশে মদত দিয়েছে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদেরকে ধরার পর তাদেরকে বছরের পর বছর জেলে রাখা, আদালতে দীর্ঘদিন মামলা চালানো সহ আরও নানা কাজে এতদিন সরকারের প্রচুর টাকা ব্যয় হতো। নতুন রাজ্য সরকার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য যে 'ডিপোর্ট' নিতে চালু করেছে তার ফলে রাজ্য সরকারের কোষাগারে বড় অংকের অর্থ সঞ্চয় হবে।

মোদিকে আনফলো বিতর্কের মাঝেই নতুন চমক মেলোনির, তোলপাড় নেটদুনিয়া

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি- আন্তর্জাতিক কূটনীতির জগতে এই দুই নেতার বন্ধুত্ব এখন কার্যত সোশ্যাল মিডিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় আলোচনার বিষয়। আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ফাঁকে তাঁদের একসঙ্গে সেলফি, হাসিমুখে কথোপকথন কিংবা অনানুষ্ঠানিক মুহূর্তের ছবি বারবার ভাইরাল হয়েছে। নেটিজেনরা তাঁদের জুটির নামও দিয়েছেন- মেলোডি। কিন্তু সেই ' নিয়েই হঠাৎ শুরু হল নতুন বিতর্ক। সামাজিক মাধ্যমে কয়েকদিন ধরে জোর চর্চা, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি নাকি ইনস্টাগ্রামে আর নরেন্দ্র মোদিকে ফলো করছেন না! বিষয়টি সামনে আসতেই নেটদুনিয়ায় শুরু হয়ে যায় তুমুল জল্পনা, মিম এবং নানা রকম কৌতুক। কেউ বলছেন, মেলোডিতে ফাটল ধরেছে, আবার কেউ মজা করে লিখেছেন, মেলোডি চকোলেট পেলেন, কিন্তু মোদিকে আনফলো করলেন! তবে এই বিতর্কের মাঝেই বৃহস্পতিবার সকালে নতুন মোড় নেয় গোটা ঘটনা। দেখা যায়, মেলোনির ইনস্টাগ্রাম ফলোয়িং তালিকায় ফের জ্বলজ্বল করছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নাম। আর তারপর থেকেই নতুন করে শুরু হয়েছে আলোচনা- আদৌ কি আনফলো করেছিলেন মেলোনি? নাকি এটি শুধুই প্রযুক্তিগত বিভ্রাট?বিশ্ব রাজনীতিতে সাধারণত রাষ্ট্রনেতাদের সম্পর্ক কূটনৈতিক বৈঠক, যৌথ বিবৃতি বা সরকারি সফরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি ও জর্জিয়া মেলোনির সম্পর্ক যেন সেই গণ্ডি ছাপিয়ে এক নতুন ধরনের ' মিডিয়া কেমিস্ট্রি'-র উদাহরণ হয়ে উঠেছে। জি-২০ সম্মেলন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বৈঠকের নানা মুহূর্তে দু'জনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। বিশেষ করে একটি সেলফি ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই মেলোডি শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মেলোনি এবং মোদি- এই দুই নাম মিলিয়েই তৈরি হয় নতুন শব্দ, যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়।নেটিজেনদের একাংশ এই সম্পর্ককে ফ্রেন্ডলি ডিপ্লোম্যাসি হিসেবে দেখেছেন। তাঁদের মতে, দুই নেতার ব্যক্তিগত উষ্ণতা ভারত-ইতালি সম্পর্ককেও আরও মজবুত করেছে। আবার সমালোচকদের একাংশের মতে, এটি অনেকটাই সোশ্যাল মিডিয়া-চালিত জনপ্রিয়তা তৈরির কৌশল। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইতালি সফরে গিয়েছিলেন। সেই সফরেই ঘটে এমন একটি ঘটনা, যা মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। মেলোনির হাতে ভারতের জনপ্রিয় মেলোডি চকোলেট তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। নামের মিল নিয়ে দু'জনের হাস্যরসাত্মক কথোপকথনের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসতেই নেটিজেনরা মজা করে বলতে শুরু করেন- আসল মেলোডি এবার মেলোনির হাতে! কেউ লিখেছেন, ভারতীয় কূটনীতির সবচেয়ে মিষ্টি মুহূর্ত। আবার কেউ বলেছেন, চকোলেটের থেকেও বেশি ভাইরাল হয়েছে তাঁদের কেমিস্ট্রি। শুধু তাই নয়, বাজারেও তার প্রভাব পড়তে শুরু করে। দাবি করা হয়, মেলোডি চকোলেটের চাহিদা আচমকাই বেড়ে যায়। এমনকী প্রস্তুতকারক সংস্থা পার্লে-র শেয়ার মূল্যও কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী হয় বলে বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়। যদিও সংস্থার তরফে এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি, তবুও মেলোডি এফেক্ট নিয়ে নেটদুনিয়ায় চর্চা কম হয়নি।০তারপরই আনফলো বিতর্ক! ইতালি সফরের কিছুদিন পরেই হঠাৎ সোশ্যাল মিডিয়ায় নজরে আসে এক অদ্ভুত বিষয়। নেটিজেনদের একাংশ দাবি করতে শুরু করেন, জর্জিয়া মেলোনির ইনস্টাগ্রাম ফলোয়িং তালিকায় আর নেই নরেন্দ্র মোদির নাম। মঙ্গলবার এই দাবি সামনে আসতেই তা মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। কারণ মেলোনি বিশ্বের আরও বহু রাষ্ট্রনেতাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করেন। কিন্তু সেখানে মোদির নাম না থাকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করে- তবে কি মেলোডি-তে মনোমালিন্য তৈরি হয়েছে? সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় একের পর এক মিম। কেউ লিখেছেন, মেলোডি খেলেন, কিন্তু মোদিকে ভুলে গেলেন! আবার কেউ কটাক্ষ করে বলেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও এখন আনফলো রাজনীতি শুরু হয়েছে। অনেকেই আবার বিষয়টিকে নিছক সোশ্যাল মিডিয়া গসিপ হিসেবেই দেখেছেন। তাঁদের মতে, কোনও রাষ্ট্রনেতা কাকে ফলো করছেন বা করছেন না, তা দিয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচার করা যায় না। আদৌ কি আগে ফলো করতেন মেলোনি? বিতর্ক আরও জটিল হয় যখন কিছু নেটিজেন প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন- জর্জিয়া মেলোনি আদৌ কি কখনও নরেন্দ্র মোদিকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করেছিলেন? কারণ বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো তথ্য বা ভুল স্ক্রিনশট দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তাই অনেকেই দাবি করেন, মেলোনির ফলোয়িং তালিকায় মোদির নাম আগে থেকেই ছিল না। অন্যদিকে আরেক পক্ষের বক্তব্য, হয়তো কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে কিছু সময়ের জন্য মোদির নাম তালিকা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। কারণ এর আগেও ইনস্টাগ্রামে এ ধরনের সমস্যা দেখা গিয়েছে। প্রযুক্তিগত ত্রুটি নাকি কূটনৈতিক বার্তা? বৃহস্পতিবার সকালে পরিস্থিতি আবার বদলে যায়। দেখা যায়, মেলোনির ইনস্টাগ্রাম ফলো তালিকায় ফের দেখা যাচ্ছে নরেন্দ্র মোদির অ্যাকাউন্ট। আর তাতেই নতুন করে শুরু হয়েছে জল্পনা। একাংশের মতে, এটি নিছক ইনস্টাগ্রামের প্রযুক্তিগত ত্রুটি। সম্প্রতি একাধিক সেলিব্রিটির অ্যাকাউন্ট নিয়েও সমস্যা দেখা গিয়েছিল। বলিউড অভিনেতা সলমন খান এবং ভারতীয় ক্রিকেটার হার্দিক পাণ্ডিয়ার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টও সাময়িকভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। তাই অনেকের ধারণা, মেলোনির ফলোয়িং তালিকাতেও তেমনই কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যা হয়েছিল। যদিও এই বিষয়ে ইনস্টাগ্রাম বা মেলোনির কার্যালয়ের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা হয়নি। তবে সমালোচকদের একাংশ আবার এটিকে ডিজিটাল কূটনীতি-র অংশ বলেও ব্যাখ্যা করছেন। তাঁদের মতে, বর্তমান বিশ্বে সোশ্যাল মিডিয়া শুধুমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ারও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। মোদি কাউকে ফলো করেন না-এই বিতর্কের মাঝে আরও একটি তথ্য সামনে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে ইনস্টাগ্রামে কাউকে ফলো করেন না। তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ১০ কোটিরও বেশি ফলোয়ার রয়েছে, যা তাঁকে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তুলে ধরে। অন্যদিকে জর্জিয়া মেলোনির ফলোয়ার সংখ্যা প্রায় ৬৪ লক্ষ। ইউরোপীয় রাজনীতিতে তাঁর জনপ্রিয়তা ক্রমশ বা।ছে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতেও তিনি যথেষ্ট সক্রিয়। আনফলো বিতর্ক যাই হোক না কেন, নেটদুনিয়ায় মেলোডি এখনও সমান জনপ্রিয়। অনেকেই বলছেন, এই পুরো ঘটনাই সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরঞ্জিত প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ। বাস্তবে ভারত ও ইতালির সম্পর্ক আগের মতোই স্বাভাবিক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। তবে এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল, বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক কূটনীতি শুধুমাত্র বৈঠকখানা বা সরকারি নথির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এখন রাষ্ট্রনেতাদের একটি ইনস্টাগ্রাম ফলো কিংবা আনফলোও বিশ্বজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে। আর সেই কারণেই মেলোডি এখন শুধু একটি ভাইরাল শব্দ নয়, বরং আধুনিক ডিজিটাল কূটনীতিরও এক নতুন প্রতীক।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ দ্বারা সুরক্ষা ও অপরাধ দমন অভিযান তীব্রতর

মালিগাঁও, ৩১ মেঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ২৫ ও ২৬ মে, ২০২৬ তারিখে সমগ্র জোনে চালানো ধারাবাহিক সফল অভিযানের মাধ্যমে যাত্রী সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ এবং রেলওয়ে চত্বর সুরক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।২৫ মে ২০২৬ তারিখের অপরাধবিরোধী অভিযান ও নজরদারি কার্যক্রম চলাকালীন সময়, আরপিএফ কর্মীরা মদ ও মাদকদ্রব্যের অবৈধ পরিবহন শনাক্তকরণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। আলিপুরদুয়ার, কাটিহার ও ডালখোলা এলাকার অন্তর্গত ট্রেন এবং রেল স্টেশনগুলি থেকে দাবিহীন মদের বোতলের বেশ কয়েকটি কনসাইনমেন্ট উদ্ধার করা হয়েছে। আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে পৃথক-পৃথক অভিযানে, আরপিএফ-এর টিম ১৬ কেজিরও অধিক গাঁজা উদ্ধার করেছে এবং পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জব্দকৃত সামগ্রী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।একই দিনে, আরপিএফ কর্মীরা রেলওয়ে চত্বরে টিকিট সংক্রান্ত অনিয়ম ও চুরির মতো অপরাধসহ বিভিন্ন বেআইনি কাজে জড়িত অপরাধীদেরও আটক করেছে। রাঙাপাড়া ও নিউ বঙাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে একই সাথে উদ্ধার অভিযান চালানো হয়, যেখানে নাবালকদের উদ্ধার করে যথাযথ যত্ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে শিশু কল্যাণ কমিটির কাছে সুরক্ষিতভাবে হস্তান্তর করা হয়।২৬ মে, ২০২৬ তারিখে মানবিক পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, আরপিএফ-এর টিম গুয়াহাটি, শিলচর, নিউ বঙাইগাঁও এবং ডিব্রুগড় রেলওয়ে স্টেশন থেকে বেশ কয়েকজন নাবালককে উদ্ধার করে এবং শিশু কল্যাণ কমিটি ও শিশু সহায়তা সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে তাদের সুরক্ষিত হেফাজত নিশ্চিত করে।আমি২৬ মে, ২০২৬ তারিখে শুরু করা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, আরপিএফ কর্মীরা রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং আধিকারিকদের সমন্বয়ে আমিনগাঁও ইকো পার্ক এলাকায় রেলভূমির ওপর থেকে অননুমোদিত দখলদারিত্ব উদ্দেদের জন্য একটি অভিযান চালান, যাতে পরিচালনগত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।

গরম পড়তেই বাজার জুড়ে শুরু হয়েছে আমের রাজত্ব

৩১ মে ঃ গরম পড়তেই বাজার জুড়ে শুরু হয়েছে আমের রাজত্ব। চারদিকে শুধু হিমসাগর, ল্যাংড়া, গোলাপখাসের মিষ্টি সুবাস। এই সময়ে বাঙালির খাবারের পাতে আম থাকবে না, তা কি হয়? দুপুরের শেষে হোক বা রাতের খাবারের পর, এক টুকরো ঠান্ডা আম যেন গরমের ক্লান্তি মুহূর্তে দূর করে দেয়। কিন্তু একইভাবে কাটা আম খেতে খেতে অনেক সময় একঘেয়েমিও আসে। তখনই চাই একটু নতুনত্ব, একটু অন্যরকম স্বাদ। ঠিক এমন সময় বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারেন রেস্তরাঁ-স্টাইলের জনপ্রিয়য ডেজার্ট ' ভাপা দই'। নাম শুনে কঠিন মনে হলেও, এই মিষ্টি তৈরি করা কিন্তু ভীষণ সহজ। বাড়িতে থাকা অল্প কিছু উপকরণেই তৈরি হয়ে যাবে এমন একটি রাজকীয় ডেজার্ট, যা খেয়ে অতিথিরাও অবাক হয়ে যাবেন। সবচেয়ে বড় কথা, বাইরে দামি রেস্তরাঁয় গিয়ে খাওয়ার প্রয়োজন নেই- নামমাত্র খরচেই ঘরোয়া রান্নাঘরে তৈরি হবে এই অসাধারণ পদ।একবার বানালে ছোট থেকে বড়- সবাই আঙুল চেটে খাবে। ঠান্ডা ঠান্ডা আমের স্বাদ, দইয়ের মোলায়েম টেক্সচার আর জাফরানের হালকা সুবাস- সব মিলিয়ে এই ডেজার্ট গরমের মরশুমে হয়ে উঠতে পারে আপনার পরিবারের নতুন প্রিয়। কেন এত জনপিয় আম ভাপা দই? ভাপা দই এমনিতেই বাঙালির অত্যন্ত পছনেন্দর একটি মিষ্টি। তার সঙ্গে যদি যোগ হয গ্রীষ্মের সেরা ফল আম, তাহলে স্বাদ পৌঁছে যায় অন্য মাত্রায়। আম ভাপা দইয়ের বিশেষত্ব হল এর নরম, ক্রিমি টেক্সচার এবং প্রাকৃতিক মিষ্টি স্বাদ। এতে আলাদা করে বেশি চিনি দেওযারও প্রয়োজন পড়ে না। হিমসাগর বা ল্যাংড়া আমের ঘন পাল্প এই মিষ্টিতে এনে দেয এক অনন্য সুবাস। আর ভাপানোর ফলে তৈরি হয় রেশমের মতো মোলায়েম টেক্সচার, যা মুখে দিলেই গলে যায়। প্রয়োজনীয় উপকরণ-এই রেসিপি বানাতে খুব বেশি কিছু লাগবে না। বেশিরভাগ উপকরণই বাড়িতে সহজে মেলে। মিষ্টি পাকা আম (হিমসাগর বা ল্যাংড়া) - ২টি বড় সাইজের,আমের পাল্প - প্রায় ১ কাপ,জল ঝরানো টক দই - ২ কাপ,কনডেন্সড মিল্ক - ১ কাপ বা ২০০ গ্রাম,পেস্তা কুচি - সামান্য,জাফরান - অল্প,সাজানোর জন্য আমের ছোট টুকরো,প্রথম ধাপঃ পারফেক্ট হাং কার্ড তৈরি,ভাপা দইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল দইয়ের জল সম্পূর্ণ ঝরিয়ে নেওয়া। এজন্য একটি পাতলা সুতির কাপড়ে টক দই ঢেলে ভালোভাবে বেঁধে নিন। এরপর সেটি অন্তত দুই ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখুন। দই থেকে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে গেলে যে ঘন অংশটি থাকবে, সেটিই হল ' কার্ড'। এই ঘন দই ব্যবহার করলে ভাপা দই হবে একেবারে রেস্তরাঁর মতো মসৃণ ও ক্রিমি। অনেকেই এই ধাপটি এড়িয়ে যান, আর তখনই মিষ্টির টেক্সচার ঠিকমতো আসে না। তাই নিখুঁত স্বাদ পেতে এই ধাপটি অবশ্যই মেনে চলুন। দ্বিতীয় ধাপঃ মিশ্রণ তৈরি, এবার একটি মিক্সারের জারে নিয়ে নিন হাং কার্ড, আমের পাল্প এবং কনডেন্সড মিল্ক। সব উপকরণ একসঙ্গে খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করুন। মিশ্রণটি যেন একেবারে মসৃণ হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। কোনও ডেলা থাকলে ভাপা দইয়ের টেক্সচার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। চাইলে এই সময়ে সামান্য এলাচ গুঁড়োও দিতে পারেন, এতে গন্ধ আরও সুন্দর হবে। তৃতীয় ধাপঃ ভাপানোর প্রস্তুতি,এবার একটি স্টিলের টিফিন বক্স বা অ্যালুমিনিযামের বাটিতে অল্প ঘি মেখে নিন। এতে ভাপা দই আটকে যাবে না। এরপর তৈরি করা আমের মিশ্রণটি বাটিতে ঢেলে দিন। উপরে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল বা টাইট ঢাকনা দিযে মুখ ভালোভাবে বন্ধ করে দিন। এই ধাপটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভাপানোর সময় যদি জল ভেতরে ঢুকে যায, তাহলে পুরো মিষ্টির স্বাদ এবং টেক্সচার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। চতুর্থ ধাপঃ ভাপানোর সঠিক পদ্ধতি-একটি বড় কড়াইতে জল গরম করুন। জলের মধ্যে একটি স্ট্যান্ড বসিযে তার উপর বাটিটি রাখুন। এরপর কড়াই ঢেকে মাঝারি আঁচে ২০ থেকে ২৫ মিনিট ভাপান। যদি কড়াই না থাকে, তাহলে প্রেশার কুকারেও এই মিষ্টি বানানো যায। কুকারে সামান্য জল দিয়ে সিটি ছাড়া ২০ মিনিট রান্না করলেই হবে। ২০ মিনিট পর একটি টুথপিক ঢুকিয়ে দেখে নিন। যদি পরিস্কার বেরিয়েয় আসে, তাহলে বুঝবেন ভাপা দই তৈরি। পঞ্চম ধাপঃ ঠান্ডা করে পরিবেশন-ভাপানো হযে গেলে বাটিটি নামিয়ে সম্পূর্ণ ঠান্ডা হতে দিন। তারপর অন্তত তিন ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে দিন। এই সময়ের মধ্যেই ভাপা দই সু ন্দরভাবে সেট হয়ে যাবে। ফ্রিজ থেকে বের করে ছুরি দিয়ে বরফির মতো টুকরো করুন। ওপর থেকে আমের কিউব, পেস্তা কুচি এবং সামান্য জাফরান ছড়িয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন। প্রথম চামচ মুখে দেওয়ার পরই বুঝবেন, কেন এই ডেজার্ট এত জনপ্রিয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস-১. সঠিক আম বেছে নেওয়া জরুরি,সবসময় মিষ্টি ও পাকা আম ব্যবহার করুন। টক আম ব্যবহার করলে দই ফেটে যেতে পারে এবং স্বাদও খারাপ হবে।২. ঢাকনা শক্ত করে বন্ধ করুন- ভাপানোর সময় জল ঢুকে গেলে মিষ্টি নরম হয়ে যাবে। তাই ডাবল ফয়েল ব্যবহার করলেও ভালো।৩. অতিরিক্ত ভাপাবেন না-বেশি সময় ভাপালে দই শক্ত হয়ে যেতে পারে। তাই ২০ মিনিট পর থেকেই পরীক্ষা করুন। ৪. ঠান্ডা করাটা জরুরি- ফ্রিজে পর্যাপ্ত সময় না রাখলে সঠিকভাবে সেট হবে না। তাই ধৈর্য ধরে ঠান্ডা হতে দিন। ৫. সংরক্ষণের উপায়- এয়ারটাইট কনেন্টনারে রেখে দিলে এই মিষ্টি তিন দিন পর্যন্ত ভালো থাকে। তবে বানানোর পরের দিন এর স্বাদ সবচেয়ে বেশি জমে।গরমের সেরা ডেজার্ট হতে পারে এই আম ভাপা দই-এই গরমে যদি বাড়িতে অতিথি আসে, কিংবা সপ্তাহান্তে পরিবারের জন্য বিশেষ কিছু বানাতে চান, তাহলে এই রেসিপি একবার ট্রাই করতেই পারেন। খুব কম উপকরণে, কম সময়ে এবং কম খরচে তৈরি হওয়া এই ডেজার্ট স্বাদে কোনও অংশে রেস্তরাঁর চেয়ে কম নয়।

বনাধিকার গ্রামসভা মোর্চার নয়াগ্রাম ব্লক কমিটির প্রথম সম্মেলন

স্বপ্নীল মজুমদার, নয়াগ্রামঃ বনবাসী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা এবং বনাধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বনাধিকার গ্রামসভা মোর্চা, ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম ব্লক কমিটির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল নয়াগ্রাম ব্লকের কলমাপুখুরিয়া ফরেস্টচকে। সম্মেলনে বিভিন্ন গ্রামসভা ও বনাধিকার আন্দোলনের কর্মীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অমিয়কিস্কু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শশাঙ্ক দেব, দীপক মণ্ডল, বিভূতিভূষণ দোলাই, বনাধিকার গ্রামসভা মোর্চার জেলা সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ হাঁসদা, ব্লক সভাপতি বাপী সরেন, সম্পাদক বাবুলাল প্রামাণিক, মলম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অনিমা সরেন, সদস্য উকিল সরেন, প্রাক্তন উপপ্রধান সুপাই মুর্মু এবং বনাধিকার আন্দোলনের কর্মী ঝর্ণা আচার্য্য। সম্মেলনে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই উপস্থিত হন বিধায়ক অমিয় কিস্কু। তাঁকে উত্তরীয় ও ব্যাজ পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। পরে তিনি মহান আদিবাসী নেতা বীরসা মুন্ডা-র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা দিতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বনাধিকার আইন বাস্তবায়ন, বনজ সম্পদের সুরক্ষা, পরিবেশ রক্ষা এবং বনবাসীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন। পাশাপাশি গ্রামসভাগুলিকে আরও শক্তিশালী করে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

CHANGE OF NAME

I, Reetu Singh, W/o Late Ashutosh Singh, residing at Raghav Residency BL-2, FL-5D, 493/B G.T. Road, Shibpur, Haora (M.Corp), Howrah, West Bengal - 711102, declare that my name is recorded as **"Reetu Singh"** in my Class X marksheet, whereas my actual and correct name is **Ritu Singh.** Both names refer to one and the same person. Henceforth, I shall be known as **Ritu Singh,** as declared before the Notary Public / First Class Judicial Magistrate Court, Alipore, West Bengal, vide Affidavit No. 439.

শুনশান মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলো হঠাৎ কী হয়েছে সেখানে জানেন?

মিঠুন হালদার রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ রুখতে এবং চোরাচালান বন্ধ করার জন্য সীমান্তবর্তী এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের উদ্যোগী হতেই গত কয়েকদিনে মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ অংশ দিয়ে অনুপ্রবেশ এবং চোরাচালান প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে দাবি

সীমান্তবর্তী গ্রামে বসবাসকারী মানুষদের। গত বেশ কয়েক বছর ধরে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ-২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত মিঠিপুর সহ একাধিক সীমান্তবর্তী গ্রামগুলো সন্ধ্যা নামলেই পাচারকারীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠতো। সেখানকার স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, সন্ধ্যা নামলেই বহিরাগত এবং বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা আগ্নেয়াস্ত্র এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে অবাধে ভারত থেকে বাংলাদেশে গরু সহ অন্যান্য অনেক জিনিস পাচার করত। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসতেই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া তৈরীর জন্য বিএসএফের হাতে প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে। এরফলে ইতিমধ্যে সীমান্ত বেড়েছে নজরদারি। এই কারণে পাচার ও অনুপ্রবেশের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে বলে দাবি জলঙ্গী থেকে শুরু করে লালগোলা -ভগবানগোলা হয়ে রঘুনাথগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিনদাদের। পশ্চিমবঙ্গে, ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে প্রায় ২২১৭ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার সীমান্তে ইতিমধ্যেই কাঁটাতারের বেড়া তৈরি করা সম্ভব হযেছে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিএসএফকে নতুন করে আরও ১৪২.৭৯ একর জমির হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলাতেই সর্বোচ্চ ৩৮.৮০৫ একর জমির বিএসএফকে দেওয়া হচ্ছে। এই জমি ব্যবহার করে বিএসএফ বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর কাঁটাতারের বেড়া দেবে এবং বিভিন্ন এলাকায় আউটপোস্ট তৈরি করবে। মুর্শিদাবাদের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রাম ব।জুমলার বাসিন্দা ধনঞ্জয় দাস বলেন, এবছরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই এলাকায় বিএসএফের প্রহরা বেড়েছে। তবে সীমান্ত এলাকায় জমি হস্তান্তরের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই বিএসএফের উপস্থিতি আরও বাড়তে থাকায় চোরাচালানকারী এবং অনুপ্রবেশকারীদের আর আমরা নিজেদের এলাকায় দেখতে পাচ্ছি না। ফখরুল ইসলাম নামে আরও এক বাসিয়া বলেন, গত কয়েক বছর ধরে আমরা দেখে এসেছি লালগোলা, রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত ভারত -বাংলাদেশ সীমান্তর বিভিন্ন গ্রামে সন্ধ্যা নামলেই গরু পাচারকারীরা সক্রিয় হয়ে উঠতো। আর এই কাজে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের প্রত্যক্ষ মদত থাকতো। তিনি আরও বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বিস্তীর্ণ অংশে নদী থাকায় সেখানে বিএসএফের পক্ষে এখনও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। এর সুযোগ নিয়েই বিভিন্ন এলাকার তৃণমূল নেতাদের সাহায্যে চরের জমি ব্যবহার করে গঙ্গা-পদ্মা নদী পার করে অবাধে গরু ছাড়াও অন্য অনেক কিছু পাচার হতো। তবে রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন এলাকার পরিচিত পাচারকারীরা একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে অথবা তাদের আর এলাকায় দেখা যাচ্ছে না। অন্যদিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সুতি, সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা পাচারকারীদের সম্পর্কে আরও গুরুতর অভিযোগ করেছেন। মিঠিপুর গ্রামের এক বাসিংদা নাম না প্রকাশের শর্তে জানিয়েছেন, গত কয়েক বছরে ভারত থেকে বাংলাদেশে অবাধে গরু সহ আরও নানা জিনিস পাচার করে সীমান্তবর্তী এলাকার বেশ কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে গিয়েছেন। সীমান্তবর্তী যে সমস্ত গ্রামগুলোতে একসময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ ছাড়াও অন্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা বাস করতেন সেই গ্রামগুলোর বেশিরভাগ জমি ও বাড়ি এখন মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের কব্জায় চলে গিয়েছে। তারা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছ থেকে এক প্রকার জোর করে জমি বাড়ি সব কিনে নিয়েছেন। এরফলে মুর্শিদাবাদের ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর বেশ কিছু গ্রামে গত কয়েক বছরে সামাজিক এবং জনসংখ্যার ভারসাম্য বড়সড় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এলাকাবাসীদের আরও অভিযোগ বাংলাদেশ থেকেও প্রচুর নাগরিক এসে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের মদতে অবৈধভাবে ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করেছেন এবং তারাও ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে প্রচুর জমি বাড়ি কিনেছেন। এছাড়াও অভিযোগ উঠেছে সীমান্তবর্তী বেশ কিছু গ্রামের দেবত্তর সম্পত্তি এবং সরকারি জমিও ভিনদেশী নাগরিকদের দখলে চলে গিয়েছে।জঙ্গিপুরের বিজেপি বিধায়ক চিত্ত মুখার্জী বলেন ,তৃণমূলের জামানায় বাংলাদেশ থেকে দুষ্কৃতী এবং সে দেশের নাগরিকরা এমনভাবে এই দেশে অনুপ্রবেশ করতো , যেন মনে করতো এটাই তাদের দেশ। গত ১৫ বছরে মমতা ব্যানার্জী হিজাব পরে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে উস্কে পশ্চিমবঙ্গে ভয়ঙ্কর পরিবেশ তৈরী করেছিলেন। তবে বিজেপি সরকার এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর সীমান্ত এলাকার পরিবেশ সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে।

তিনি বলেন ,সামশেরগঞ্জের জাফরাবাদের ঘটনার পর শুভেন্দু অধিকারীর নজর মুর্শিদাবাদ জেলার উপর বিশেষভাবে রয়েছে। অনুপ্রবেশ এবং পাচার রুখতে বিএসএফও খুব ভালো ভূমিকা নিয়েছে। সম্প্রতি আমি সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে দেখেছি প্রচুর জমি ফাঁকা রয়েছে। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে ২-৪ কোটি হিংদু মানুষ রয়েছেন। তাঁরা অনেকেই সেখানে উপী।নের শিকার। কোচবিহার থেকে সু ঃ দরবন পর্যন্ত ফাঁকা পা।ে থাকা জমিতে তাঁদের এনে রাখার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেই প্রস্তাব আমি মুখ্যমন্ত্রী শুভেংদু অধিকারীকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করবো।

অন্যদিকে রবিবার মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী থানার সাগরপাড়া এলাকার ভূতগাড়ির মাঠে বিএসএফ ক্যাম্প তৈরির জন্য কৃষিজমি চিহ্নিত করাকে কেংদ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। বিএসএফের তরফ থেকে ক্যাম্প নির্মাণের উদ্দেশ্যে স্থানীয় কৃষকদের জমিতে লাল পতাকা টাঙিয়ে চিহ্নিত করা হয়। স্থানীয় কৃষকদের দাবি, ওই জমিতেই চাষাবাদ করে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ হয়। জমি অধিগ্রহণ করে বিএসএফ ক্যাম্প তৈরি হলে বহু পরিবার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই কৃষিজমিতে বিএসএফ ক্যাম্প নির্মাণের বিরোধিতায় তারা আংদোলনে সামিল হন। পরে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোচনা হওয়ার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

হুগলির ত্রিবেণীর বাসিন্দা এক ট্রাক চালককে গুলি করা হত্যা মণিপুরে

বনস্পতি দে, হুগলিঃ নিহত ট্রাক চালকের নাম নীতীশ দাস(৬৩)। হুগলির ত্রিবেণীর বাসিন্দা এক ট্রাক চালককে গুলি করা হত্যা। নীতীশের স্ত্রী গীতারানি দাস কয়েক বছর আগেই প্রয়াত হয়েছেন। বাবাকে হারিয়ে অসহায় অবস্থা নীতীশের ছেলেমেয়ের। শোকাচ্ছন্ন গোটা এলাকা। জানা গিয়েছে, ত্রিবেণী ২ নম্বর বাসুদেবপুর উমাপল্লির বাসিন্দা নীতীশ। দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে নীতীশ লরি, ট্রাক চালানোর কাজ করেন। মণিপুর, অসমে মাঝেমধ্যেই যেতে হতো। এ বারও কর্মসূত্রেই ট্রাক চালিয়ে মণিপুরে গিয়েছিলেন তিনি। মণিপুরের উখরুল জেলায় গিয়েছিল ট্রাকটি। টিএম কাসোম নামে একটি গ্রামে যাওয়ার সময়ে আচমকা কয়েকজন দুষ্কৃতী হামলা চালায়। গুলিয়ে ঝাঁঝরা হয়ে যান নীতীশ। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে খবর। উল্লেখ্য, মণিপুর জাতীয় স।কে অবরোধ চলছে। বিএসএফ ও সিআরপিএফের যৌথ বাহিনী ২০২ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে উখরুল জেলার দিকে বিকল্প রুটে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করে। নীতীশ যে গাড়ির চালক, সেই গা।িতেই তাঁর পরিবারের নম্বর ছিল। সেই নম্বর দেখেই অন্যান্য ট্রাক চালকরা যোগাযোগ করে তাঁর মৃত্যুর খবর দেন। নীতীশের ভাই হংস দাস বলেন, ‘ কাছে শুক্রবার রাত তিনটে নাগাদ ফোন এসেছিল। বলা হয়েছে, কিছু জঙ্গি দাদাকে গুলি করে মেরে দিয়েছে। আমরা এই ঘটনার সঠিক তদন্ত চাই।’ নীতীশের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তিনি। পরিবার সূত্রে খবর, নীতীশের ছেলে নগেন দাস প্যানক্রিয়াটাইটিসের রোগী। চিকিৎসার জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। ছেলের চিকিৎসার জন্য প্রাণপাত করে কাজ করতেন নীতীশ। ট্রাক চালিয়ে যা আয় হতো, ছেলের চিকিসার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। ছয় মাস আগে নীতিশ ত্রিবেণীর বাড়িতে এসেছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরবেন বলে জানিয়েছিলেন ছেলেমেয়েকে। প্রতিদিন ফোন করে ছেলেমেয়ে এবং ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতেন। সকালেও মেয়েকে ফোন করেন। এখন কী করে চলবে সংসার, দুশ্চিন্তায় পরিবার।

ত্রাণ দুর্নীতির অভিযোগে উত্তপ্ত নবদ্বীপ, ‘ বড় চক্র সামনে আসবে’ দাবি বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামীর

ছোটন বিশ্বাস,নদীয়াঃ নবদ্বীপের বড়ালঘাটে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক নতুন মাত্রা পেল। একদিকে প্রশাসনিক তদন্তের দাবি জোরালো হচ্ছে, অন্যদিকে এই ঘটনাকে সামনে রেখে তৃণমূল পরিচালিত পৌর প্রশাসনের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করেছে বিজেপি। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর বিজেপি বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী দাবি করেছেন, উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর পরিমাণ এবং সেগুলির সংরক্ষণের ধরন দেখে স্পষ্ট যে এটি কোনও বিচ্ছিন্ন প্রশাসনিক ত্রুটি নয়, বরং বৃহত্তর অনিয়মের ইঙ্গিত বহন করছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন ধরেই বড়ালঘাট এলাকায় সরকারি ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে নানা জল্পনা চলছিল। অভিযোগ, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সামগ্রী নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় বিতরণ না হয়ে দীর্ঘদিন ধরে একটি ক্লাব চত্বরে জমা রাখা হয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ে বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হলে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। এরপর পুলিশি তল্লাশিতে বিপুল পরিমাণ ত্রিপল, কম্বল, শা।ি-সহ বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার হয় বলে জানা যায়।ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরব হয়ে শ্রুতি শেখর গোস্বামী বলেন, ত্রাণ মানুষের প্রয়োজনের সময় কাজে লাগার কথা। কিন্তু সেই সামগ্রী যদি বছরের পর বছর বন্ধ ঘরে পড়ে থাকে, তাহলে তার দায় কার? তাঁর দাবি, উদ্ধার হওয়া বেশ কিছু সামগ্রী এখনও সম্পূর্ণ নতুন অবস্থায় রয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় সেগুলি কখনও ব্যবহার বা বিতরণই করা হয়নি।বিধায়কের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। একইসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন, এত বিপুল পরিমাণ সরকারি সামগ্রী কীভাবে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় জমা রইল এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলেন কি না।অন্যদিকে, শাসকদলের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ঘটনাটি শুধুমাত্র ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, সরকারি সম্পদের ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় শাসনব্যবস্থার জবাবদিহিতার প্রশ্ন। ফলে বিষয়টি আগামী দিনে আরও বড় রাজনৈতিক বিতর্কে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।এদিকে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহল থেকে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর প্রকৃত পরিমাণ, সংরক্ষণের কারণ, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ভূমিকা এবং সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল কি না- সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে প্রশাসন। ব।ালঘাটের এই ঘটনা এখন নবদ্বীপের রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে।

তোলা না দিয়ে পার হওয়া যেত না বনবিভাগের মেমারি বিট অফিসে, অভিযোগ কাঠ ব্যবসায়ীদের

রানা সেনগুপ্তঃ বনদপ্তরে কাটমানি ও তোলাবাজির গুরুতর অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে। অভিযোগের তির বনদপ্তরের মেমারি বিট অফিসার বিজু শর্মার বিরুদ্ধে। বৈধ অনুমতি নিয়েও কাঠ ব্যবসা করতে গেলে দিতে হত মোটা অঙ্কের কাটমানি, এমনই দাবি একাংশ কাঠ ব্যবসায়ীদের। অভিযোগ, সরকারি নিয়ম মেনেই কাঠ কেনা বা রাস্তা দিয়ে কাঠবোঝাই গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময়ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নগদ কিংবা ইউপিআইএর মাধ্যমে টাকা আদায় করা হত। শুধু তাই নয়, ব্যবসা সচল রাখতে অনেক ব্যবসায়ীকেই নিয়মিত মাসোহারা দিতে হত বিজুকে বলেও দাবি উঠেছে।ইতিমধ্যেই কিছু কাঠ ব্যবসায়ী বর্ধমান জেলা বনদপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, মেমারির বিট অফিসার বিজু শর্মা বেআইনিভাবে চাপ সৃষ্টি করে কাঠ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছেন। অভিযোগকারীদের দাবি, প্রতিটি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে দু’আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত মাসোহারা নেওয়া হত। এই চক্রে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীও যুক্ত রয়েছে বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।ব্যবসায়ীদের আরও দাবি, কোনও ব্যবসায়ী কাঠ কিনে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় উঠলেই ৫০০ টাকা থেকে শুরু করে ১ হাজার, ৫ হাজার এমনকি তারও বেশি টাকা দিতে হত। টাকা না দিলে কাঠ বাজেয়াপ্ত করা হত, এমনকি তাদের সঙ্গে থাকা ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিও নিয়ে যাওয়া হত বলে অভিযোগ।

সরকারি অনুমতি প্রাপ্ত কাজের জন্য কাঠ পরিবহণ করলেও মোটা অঙ্কের কাটমানি দিতে হত বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। তাঁদের বক্তব্য, অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত করে অভিযুক্ত অফিসারকে সরানো হোক।এদিকে অভিযোগ সামনে আসার পর নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়েও।

ভদ্রেশ্বর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ফিরোজ খান গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভদ্রেশ্বর হুগলিঃ ভদ্রেশ্বরের তেলিনিপাড়া এলাকায় তৃণমূল নেতা হিসেবে পরিচিত ফিরোজ খান। ভদ্রেশ্বর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ফিরোজ খান গ্রেপ্তার। পুলিশ সূত্রে খবর, পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসারের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২০২২ সালের পুরভোটে তিনি নির্বাচিত হয়ে কাউন্সিলার হন। তাঁকে ভাইস চেয়ারম্যান করে তৃণমূল। দলীয় সূত্রের খবর, প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের আস্থাভাজন ছিলেন ফিরোজ। তেলিনিপাড়ায় অশান্তি পাকানোর অভিযোগ ছিল ফিরোজের বিরুদ্ধে। দিন দুয়েক আগে ভদ্রেশ্বর পুরসভায় গিয়ে ঝামেলা করার অভিযোগ উঠেছে ফিরোজ খানের বিরুদ্ধে। পুরসভার বেশ কিছু নথি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে সূত্রের খবর। বিষয়টি নিয়ে পুরসভার তরফে ভদ্রেশ্বর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। শুক্রবার দুপুরে ফিরোজ খানকে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। তার পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার ফিরোজকে চন্দননগর আদালতে পেশ করা হয়। তৃণমূল নেতা ফিরোজ খানের বিরুদ্ধে আরও যে অভিযোগগুলি রয়েছে, সবগুলি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তোলাবাজি, মারধরের অভিযোগ, কাঠগড়ায় একঝাঁক তৃণমূল নেতা বৃহস্পতিবার ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী-সহ ৮ তৃণমূল কাউন্সিলার পদত্যাগ করেন। ২২টি ওয়ার্ডের ভদ্রেশ্বর পুরসভা ছিল বিরোধীশূন্য। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবি হতেই পরিস্থিতি বদল হতে শুরু করে।

হুগলির বিভিন্ন তৃণমূল পার্টি অফিসে চড়াও হচ্ছেন একদল স্বঘোষিত রাজনৈতিক কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলিঃ দরজার তালা ভেঙে পার্টি অফিসের ভিতর থেকে তাঁরা উদ্ধার করে আনছেন ত্রিপল, বালতি, জামাকাপড়-সহ বিভিন্ন সরকারি সামগ্রী। রাজ্যে সরকার বদলের পর থেকেই তল্লাশির নাম করে তৃণমূল পার্টি অফিসে হানা

দিচ্ছেন কিছু লোক। কোনও জায়গা থেকে আবার পাওয়া যাচ্ছে ভোটার কার্ড, জমির দলিল, আধার কার্ড। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বাড়িতেও চড়াও হচ্ছেন অনেকে। তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক, কেউ তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। ‘ তকমা লাগিয়ে তৃণমূলের নিচুতলার নেতা-কর্মীদের মারধরের ঘটনাও ঘটছে বিভিন্ন জায়গায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, ইউটিউবার কিংবা ক্যামেরাম্যানদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে এই ধরনের হামলা চালানো হচ্ছে। তারপরে সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পরই রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ঘোষণা করেছিলেন, জয়ের আনন্দে বিরোধীদের কোনও পার্টি অফিস দখল কিংবা পার্টি অফিসে হামলা করা যাবে না। সেটা হলে দল তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, তা হলে কে বা কারা বিরোধীদের একের পর এক পার্টি অফিসে হানা দিচ্ছে? হুগলি জেলার একাধিক বিজেপি বিধায়ক এবং দলীয় নেতৃবৃংদ জানিয়েছেন, যাঁরা এ ভাবে আইন হাতে তুলে নিচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। দল এই সব কাজকে একেবারেই সমর্থন করে না। তাঁরা মনে করছেন, যাঁরা ভোটের ফলাফল বেরোনোর পরে বিজেপিতে নাম লিখিয়েছেন তাঁরাই এই ধরনের অশান্তি পাকাচ্ছেন। এতে দলের কোনও অনুমোদন নেই। হুগলির গোঘাটের মান্দারণ গ্রাম পঞ্চায়েতের নলডুবিতে একটি তৃণমূল পার্টি অফিসে চড়াও হন একদল স্বঘোষিত বিজেপি কর্মী। তাঁদের দাবি, সেখান থেকে শতাধিক রেশন কার্ড, জব কার্ড, আধার কার্ড, জমির দলিল, সরকারি বালতি ও বেশ কয়েকটি সাদা থান কাপড় উদ্ধার হয়েছে। হুগলি জেলাতে কিছু স্বঘোষিত বিজেপি কর্মী তৃণমূলের পার্টি অফিসে এ ভাবে হানা দিলেও সে ব্যাপারে অন্ধকারে পড়ে থাকছেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। কে বা কারা এই কাজ করছে, সেটা বিজেপি বিধায়করাও জানতে পারছেন না। শ্যামপুরের বিজেপি বিধায়ক হিরণ্ময় (হিরণ) চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘ ক্ষমতায় আসার পরে যদি আমাদের দলের কেউ অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের কার্যালয় দখল কিংবা কারও কাছ থেকে তোলা আদায় করেন, তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে বলেছি। কারণ, মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছেন অন্যায় ও অবিচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য।’ গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত দিগারের কথায়, ‘ মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য নেতৃত্ব বলে দিয়েছেন, এখন থেকে রাজ্যে আইনের শাসন চলবে। আমি শুনেছি, তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে কী সব উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু কারা এ সব করছে, সেটা আমিও জানি না। আমাদের দলের এমন কোনও নির্দেশ নেই। উল্টে আমরাই তৃণমূলের পার্টি অফিস ফিরিয়ে দিচ্ছি।’ দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ, এ সব করে এলাকা অশান্ত করার কোনও দরকার নেই। বরং অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার নিয়ে যে ক্যাম্প হবে, সেখানে গিয়ে মানুষকে সহযোগিতা করুন। তা হলেই মানুষের আশীর্বাদ পাবেন।’ বিরোধীদের পার্টি অফিসে ঢুকে তল্লাশির নামে হল্লাবাজিকে সমর্থন করেন না সিঙ্গুরের বিধায়ক অরুপ কুমার দাসও। তিনি বলেন, ‘ বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে যাঁরা বিজেপি হয়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ অন্যের পার্টি অফিস দখল কিংবা অশান্তি করছে।আমরা এই ধরনের ঘটনাকে সমর্থন করি না। সিঙ্গুরে সে রকম কিছু ঘটেনি। যদি কেউ দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে পার্টি অফিস দখল কিংবা কোনও অন্যায় কাজ করে, তা হলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেব।’ চাঁপদানির বিধায়ক দিলীপ সিং বলেন, অনেক যন্ত্রণা অত্যাচারের জবাব দিয়ে মানুষ আমাদের ক্ষমতায় এনেছে। বিজেপি সরকার মানে ভরসা ইন, ভয় আউট। তাই আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছি। নব্য বিজেপি কিংবা অতি সক্রিয় বিজেপি অন্যায় করলে সেটা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। বিজেপি একটা আদর্শের নাম।

সরকারি ত্রাণ মজুত রাখার অভিযোগে গ্রেফতার ১

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ঃ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী গোডাউনে মজুত রাখার অভিযোগে গ্রেফতার জয়নগর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস ও তার স্বামী তৃনমূল নেতা তুহিন বিশ্বাস। বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় সরকারি ত্রাণ সামগ্রী মজুত করা আছে দক্ষিন বারাশতের তৃনমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিসের সামনের গোডাউনে।আর এই গোডাউন থেকে প্রচুর পরিমানে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী পুলিশ উদ্ধার করে।আর এই কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস ও তাঁর স্বামী তুহিন বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার পুলিশ। বিজেপির তরফে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই ঋতুপর্ণা বিশ্বাস এবং তাঁর স্বামী তুহিন বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। যথাযথ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন এলাকার বিজেপি নেতা-কর্মীরা।প্রসঙ্গত, রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই একের পর এক তৃণমূল নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ সামনে আসছে।

প্রাক-বর্ষা সুরক্ষা অভিযান ব্যাঘাত মুক্ত করতে জনগণের সহযোগিতা চাইছে পূর্ব রেল

কলকাতা, ৩১ মেঃ ২৯.০৫.২০২৬-এ শিয়ালদহ ডিভিশনের একাধিক শাখায় প্রবল ঝড়-বৃষ্টির কারণে ট্রেন চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার পর, রেললাইনের পাশে বসবাসকারী নাগরিকদের উদ্দেশ্যে একটি জরুরি সচেতনতামূলক বার্তা জারি করেছে পূর্ব রেল। রেললাইনের ওভারহেড তারে ডালপালা জড়িয়ে বড়সড় দুর্ঘটনা এবং হাজার হাজার যাত্রীর ভোগান্তি এড়াতে রেল প্রশাসন স্থানীয় বাসিন্দাদের নিজেদের উদ্যোগে বিপজ্জনক গাছের ডালপালা কেটে ফেলার অথবা রেলের কর্মীদের কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছে। সম্পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে বাসিন্দাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট নির্দেশিকা দেওয়য়া হয়েছে গাছের ডালপালা এমনভাবে ছাঁটতে হবে যাতে কোনো গাছ যদি রেললাইনের দিকে ভেঙেও পড়ে, তবুও লাইনের সাথে তার ডালপালার দূরত্ব যেন অন্তত ৩ মিটার বজায় থাকে। বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে এবং ট্রেন চলাচল নির্বিঘ্ন রাখতে এই বাফার জোন (নিরাপদ দূরত্ব) বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। গতকালের আচমকা ঝড়ে দমদম, কল্যাণী, বারাসত এবং সোনারপুর সহ ১২টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় উপড়ে পড়া গাছ, বড় ডাল এবং ব্যক্তিগত ব্যানার-ফেস্টুন রেললাইন ও ওভারহেড ইক্যুইপমেন্টের ওপর ভেঙে পড়ে। পূর্ব রেলের জরুরি বিপর্যয় মোকাবিলা দল অত্যন্ত প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও লাইনের বাধা সরিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ স্বাভাবিক করতে সক্ষম হলেও, এই ঘটনাটি একটি বড় দুর্বলতাকে সামনে এনেছে বিপজ্জনক গাছগুলির একটি বড় অংশ.

ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L25199WB1990PLC048791

নিবন্ধন কার্যালয়ঃ বঙ্গনগর, ডায়মন্ড হারবার রোড, ফলতা, ফতেহপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩ ৫১৩, ভারত

প্রধান কার্যালয়ঃ ৪১০, বরদান বিল্ডিং, ২৫এ, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬, ইমেইল আইডিঃ krypton@kryptongroup.com

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতাংশ

লক্ষ টাকায়

ক্রম নং	বিবরণ	স্বতন্ত্র				একত্রিত			
		বছর শেষে ৩১.০৫.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৫.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৫.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৫.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৫.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	বছর শেষে ৩১.০৫.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৫.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৫.২০২৬ (নিরীক্ষিত)
১.	পরিচালন থেকে মোট আয় (নিট)	৫,২৪১.২২	৪,৭৪৯.২৯	১,৬৭৮.৭৫	১,৪৫৬.৫২	৫,২৪১.২২	৪,৭৩৩.৬৬	১,৬৭৮.৭৫	১,৩৪১.৯৭
২.	উক্ত সময়ের নিট মুনাফা(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ আইটেমসমূহ ব্যতীত)	৪০৭.৮৭	২৬৫.৫৯	১৬০.১৮	১০৬.৬১	৪০৭.১৫	১৭৩.৭৩	১৫৯.৬১	৩৯.৭২
৩.	কর-পূর্ববর্তী সময়ের নিট মুনাফা(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ আইটেমসমূহ বাদ দেওয়ার পর)	২৬৩.০১	১৩১.১৬	৭৬.৭২	১৪.১৮	২৬২.৩০	৩৯.২৯	৭৬.১৬	(৮২.৭২)
৪.	কর-পরবর্তী সময়ের নিট মুনাফা(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ আইটেমসমূহ বাদ দেওয়ার পর)	২৬৩.০১	১৩১.১৬	৭৬.৭২	১৪.১৮	২৬২.৩০	৩৯.২৯	৭৬.১৬	(৮২.৭২)
৫.	এই সময়ের মোট সামগ্রিক আয় যা গঠিত এই সময়ের মুনাফা(ক্ষতি) (কর-পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর-পরবর্তী) দ্বারা	২৭১.১৫	১০৬.৪৮	৮৪.৮৬	(১০.৫০)	২৭০.৪৪	১৪.৬১	৮৪.৩০	(১০৭.৪০)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১
৭.	পূর্ববর্তী হিসাব বছরের স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত, পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ব্যতীত অন্যান্য সঞ্চিতি								
৮.	শেয়ার প্রতি আয় .(চলমান ও বন্ধকৃত কার্যক্রমের আইটেমসমূহ) (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ২১০- টাকা) মৌলিক ও লঘুকৃত (বার্ষিকীকৃত নয়)	১.৭৯	০.৮৯	০.৫২	০.১০	১.৭৮	০.০৩	০.৫২	(০.০৬)

দ্রষ্টব্যঃ

ক) উপরোক্তটি হলো সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুসারে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিলকৃত ৩১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের একটি উদ্ধৃতাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটগুলিতে (www.bseindia.com) এবং অন্যান্য ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.kryptongroup.com)। নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও এটিতে প্রবেশ করা যাবে।

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৩১ ।০৫ ।২০২৬

বোর্ডের পক্ষে ও তরফে
(জয় সিং বরদিয়া)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN 00467932

'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম তুলে দিন'! আইপিএলের ভারসাম্য ফেরাতে বড় পরিবর্তনের প্রস্তাব শচীনের

মুম্বই, ৩১ মে ঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নিয়ম নিয়ে বিতর্ক। ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ যেমন এই নিয়মকে আধুনিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের নতুন মাত্রা বলে মনে করছেন, তেমনই বহু প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেটার মনে করছেন এটি খেলাটির স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। এবার সেই বিতর্কে নিজের মতামত জানালেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচীন তেণ্ডুলকর। শুধু ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম বাতিলের পক্ষেই সওয়াল করেননি, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে আরও প্রতিযোগিতামূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবও দিয়েছেন 'মাস্টার ব্লাস্টার'। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শচীন স্পষ্ট ভাষায় জানান, তাঁর মতে আইপিএলে চালু হওয়া ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম ক্রিকেটের স্বাভাবিক ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তিনি মনে করেন, এই নিয়মের ফলে দলগুলি কার্যত একজন অতিরিক্ত ব্যাটার খেলানোর সুযোগ পাচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে বোলারদের উপর। ২০২৩ সাল থেকে আইপিএলে চালু হয়েছে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম। এই নিয়ম অনুযায়ী, ম্যাচ চলাকালীন সময়ে কোনও দল তাদের প্রথম একাদশের একজন ক্রিকেটারকে বদলে অন্য একজন ক্রিকেটারকে মাঠে নামাতে পারে। সেই ক্রিকেটার ব্যাটিং বা বোলিং-দুই ক্ষেত্রেই অংশ নিতে পারেন। ফলে অনেক দল ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী অতিরিক্ত ব্যাটার বা অতিরিক্ত বোলার ব্যবহার করছে। এতে কৌশলগত সুবিধা মিললেও ক্রিকেটের ঐতিহ্যগত ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে বলে মনে করেন অনেক বিশেষজ্ঞ। শচীনের মতে, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে যেখানে মাত্র

২০ ওভারের খেলা, সেখানে অতিরিক্ত একজন ব্যাটার যুক্ত হওয়ায় ব্যাটিং দল আরও বেশি সুবিধা পাচ্ছে। তাঁর কথায়, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়মটি তুলে দেওয়া উচিত। ইতিমধ্যেই ব্যাটারদের জন্য অনেক সুবিধা রয়েছে। তার উপর আরও একজন বিশেষজ্ঞ ব্যাটার খেলানোর সুযোগ দিলে ম্যাচের ভারসাম্য নষ্ট হয়। শচীনের এই মতামত নতুন নয়। এর আগে ভারতীয় দলের দুই তারকা ক্রিকেটার রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলিও একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের মতে, ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়মের কারণে অলরাউন্ডারদের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। আগে একজন ক্রিকেটারকে ব্যাটিং ও বোলিং-দুই ক্ষেত্রেই অবদান রাখতে হত। কিন্তু এখন দলগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ ব্যাটার বা বোলার বদলি হিসেবে ব্যবহার করছে। ফলে বহুমুখী ক্রিকেটার তৈরির প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা। হার্দিক পাণ্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল এবং শুভমান গিলের মতো ক্রিকেটাররাও এই নিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। শুধু ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম নয়,কবর্তমান টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ক্রমবর্ধমান হাইস্কোরিং ম্যাচ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শচীন। সাম্প্রতিক আইপিএল মরশুমে ২০০, ২৫০ এমনকি ৩০০ রানের কাছাকাছি স্কোরও দেখা গেছে। ব্যাটিং সহায়ক উইকেট, ছোট মাঠ এবং নতুন নিয়মের কারণে বোলারদের কাজ আরও কঠিন হয়ে উঠছে বলে মনে করেন তিনি। শচীনের মতে, ক্রিকেটের আসল সৌন্দর্য হল ব্যাট ও বলের লড়াই। কিন্তু বর্তমানে সেই প্রতিযোগিতা অনেকটাই একতরফা হয়ে যাচ্ছে। পাওয়ার প্লে নিয়মে নতুন ভাবনা-টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে আরও আকর্ষণীয় এবং কৌশলগতভাবে সমৃদ্ধ করতে পাওয়ার প্লে নিয়মেও পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছেন শচীন। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, ইনিংসের প্রথম ছয় ওভারে মাত্র দু'জন ফিল্ডার ৩০ গজের বাইরে থাকতে পারেন। এতে ব্যাটাররা সহজেই বড় শট খেলতে পারেন। শচীনের প্রস্তাব, প্রথম চার ওভার আগের মতোই থাকুক। কিন্তু বাকি দুই ওভার কখন ব্যবহার করা হবে, সেই সিদ্ধান্ত ফিল্ডিং দলের অধিনায়কের হাতে থাকা উচিত। অর্থাৎ, অধিনায়ক চাইলে ইনিংসের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে ওই অতিরিক্ত পাওয়ার প্লে ব্যবহার করতে পারবেন। এতে ম্যাচে কৌশলগত বৈচিত্র্য বাড়বে এবং বোলারদেরও কিছুটা সুবিধা মিলবে।

তাঁর মতে, এই পরিবর্তন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে আরও রোমাঞ্চকর করে তুলতে পারে। সেরা বোলারকে আরও সুযোগ-শচীনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হল একজন বোলারের সর্বোচ্চ ওভারের সীমা বাড়ানো। বর্তমানে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে একজন বোলার সর্বাধিক চার ওভার বল করতে পারেন। কিন্তু শচীন মনে করেন, এই নিয়ম পুনর্বিবেচনা করা উচিত। তাঁর বক্তব্য, যেভাবে একজন ব্যাটার পুরো ২০ ওভার ব্যাট করতে পারেন, সেভাবেই একজন সেরা বোলারকেও অতিরিক্ত একটি ওভার বল করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, দলের সেরা বোলার যদি পাঁচ ওভার বল করতে পারেন, তাহলে ম্যাচের প্রতিযোগিতা আরও বাড়বে। দর্শকরাও নিশ্চয়ই তাঁদের প্রিয় বোলারকে বেশি সময় দেখতে চাইবেন।বদলাবে কি আইপিএলের ভবিষ্য? শচীন তেণ্ডুলকরের মতো কিংবদন্তির মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই ক্রিকেট মহলে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তাঁর প্রস্তাবগুলি শুধু আইপিএল নয়, গোটা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়েই নতুন আলোচনা শুরু করেছে। এখন দেখার বিষয়, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এবং আইপিএল পরিচালন কমিটি এই প্রস্তাবগুলি নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করে কি না। তবে একটি বিষয় পরিষ্কার-ব্যাটারদের আধিপত্যের যুগে ক্রিকেটের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে নতুন করে ভাবনার সময় এসেছে বলেই মনে করছেন শচীন তেণ্ডুলকর।

আইপিএল মাতিয়ে এবার বলিউডে বৈভব? শেখর কাপুরের এক পোস্টে তুঙ্গে জল্পনা

মুম্বই, ৩১ মে ঃ মাত্র ১৫ বছর বয়স। কিন্তু এরই মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটে তিনি হয়ে উঠেছেন এক বিস্ময়ের নাম। কেউ তাঁকে ডাকছেন 'বেবি বস', কেউ বা 'ওয়ান্ডার বয়'। চলতি আইপিএলে নিজের ব্যাটিং প্রতিভা দিয়ে কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমীর হৃদয় জয় করে নিয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী। মাঠে তাঁর বিধ্বংসী ব্যাটিং, আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতি এবং ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা তাঁকে রাতারাতি জাতীয় আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। তবে আইপিএল অভিযান শেষ হওয়ার পর এবার নতুন এক জল্পনা ঘিরে ফেলেছে তরুণ তারকাকে-ক্রিকেটের পর কি এবার রুপোলি পর্দায় দেখা যাবে বৈভবকে? এই জল্পনার সূত্রপাত করেছেন ভারতের কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক শেখর কাপুর। একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বৈভবকে নিয়ে এমন একটি মন্তব্য করেছেন তিনি, যা মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। আর তারপর থেকেই শুরু হয়েছে আলোচনা-তাহলে কি সত্যিই সিনেমায় অভিনয় করতে চলেছেন তরুণ ক্রিকেটার? আইপিএল শেষ, কিন্তু আলোচনার কেন্দ্রেই বৈভব-রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে এবারের আইপিএলে বৈভব সূর্যবংশীর উত্থান ছিল রূপকথার মতো। কোয়ালিফায়ার-২ ম্যাচে গুজরাট টাইটান্সের কাছে দলের হার দিয়ে শেষ হয়েছে তাঁদের এবারের অভিযান। সেই ম্যাচেও দুর্দান্ত ব্যাটিং করেও সেঞ্চুরি থেকে মাত্র কয়েক রান দূরে থেমে যেতে হয় বৈভবকে। ম্যাচ শেষে ক্যামেরায় ধরা পড়ে এক আবেগঘন দৃশ্য। ড্রেসিংরুমে চোখের জল লুকোতে পারেননি এই কিশোর ক্রিকেটার। যে ছেলেটি কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রতিপক্ষ বোলারদের আতঙ্কে পরিণত হয়েছিল, সেই ছেলেটিকেই দেখা গেল শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়তে। সেই দৃশ্য শুধু তাঁর সতীর্থদের নয়, কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমীর মন ছুঁয়ে যায়। অনেকেই বলছেন, বৈভবের সেই কান্না ছিল এক স্বপ্নভঙ্গের কান্না। ফাইনালের এত কাছে এসেও থেমে যাওয়ার যন্ত্রণা তাঁর চোখে-মুখে স্পষ্ট ছিল। আর সেখানেই যেন ধরা পড়ে ক্রিকেট তারকার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক সাধারণ কিশোরকে। শেখর কাপুরের পোস্টে নতুন আলোচনা-বৈভবের এই সরলতা, নিষ্পাপ চেহারা এবং শিশুসুলভ আচরণই মুগ্ধ করেছে পরিচালক শেখর কাপুরকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, যদি বৈভব সূর্যবংশী এত অসাধারণ ক্রিকেটার না হত, তাহলে আমি ওকে ' ছবিতে অভিনয়ের জন্য বেছে নিতাম। এই একটি মন্তব্যই যেন আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। কারণ ' শুধু একটি সিনেমা নয়, ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি কালজয়ী অধ্যায়।

১৯৮৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন শেখর কাপুর। ছবিতে অভিনয় করেছিলেন নাসিরুদ্দিন শাহ, শাবানা আজমি এবং শিশুশিল্পী যুগল হংসরাজ। আবেগ, সম্পর্ক এবং পারিবারিক টানাপোড়েনের গল্প নিয়ে নির্মিত সেই সিনেমা আজও দর্শকদের মনে বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। ফলে শেখর কাপুর যখন বৈভবকে '

চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে-তাহলে কি নতুন কোনও সিনেমার পরিকল্পনা করছেন তিনি? নাকি ভবিষ্যতে বৈভবকে নিয়ে কোনও বিশেষ প্রজেক্টের কথা ভাবছেন?

ক্রিকেটার নাকি ভবিষ্যতের অভিনেতা? বর্তমানে বৈভবের প্রধান পরিচয় একজন ক্রিকেটার। এবং যে গতিতে তিনি এগোচ্ছেন, তাতে ভবিষ্যতে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম বড় তারকা হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।তবে খেলাধুলার জগত থেকে সিনেমায় আসার উদাহরণ নতুন নয়। অতীতে বহু ক্রীড়াবিদ বিজ্ঞাপন, টেলিভিশন শো কিংবা সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। বৈভবের জনপ্রিয়তা এবং ক্যামেরার সামনে তাঁর স্বাভাবিক উপস্থিতি দেখে অনেকেই মনে করছেন, সুযোগ পেলে অভিনয়েও তিনি সফল হতে পারেন। তবে এই মুহূর্তে বৈভব নিজে বা তাঁর পরিবার সিনেমা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। ফলে শেখর কাপুরের মন্তব্য আপাতত শুধুই প্রশংসা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে একটি প্রশংসাসূচক মন্তব্যও যে কত বড় জল্পনার জন্ম দিতে পারে, তারই প্রমাণ মিলছে। সংখ্যায় বৈভবের বিস্ময়কর আইপিএল- এবারের আইপিএলে বৈভব যা করেছেন, তা তাঁর বয়সের কোনও ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে প্রায় অকল্পনীয়। পুরো টুর্নামেঃটে তাঁর ব্যাটিং ছিল ধারাবাহিক এবং বিধ্বংসী। প্রায় ২৩৭ স্ট্রাইক রেটে ৭৭৬ রান করেছেন তিনি। গড় ছিল প্রায় ৫০-এর কাছাকাছি। টুর্নামেন্টে হাঁকিয়েছেন ৭২টি ছক্কা। চারবার নির্বাচিত হয়েছেন ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হল, বড় ম্যাচে তিনি আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। এলিমিনেটরে করেছিলেন ৯৭ রান। কোয়ালিফায়ারে করেছিলেন ৯৬ রান। দু'বারই অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়েছে শতরান। ক্রিকেটপ্রেমীদের অনেকেই বলছেন, এই দুটি সেঞ্চুরি না পাওয়ার আক্ষেপ শুধু বৈভবের নয়, গোটা দেশের। কারণ তাঁর ব্যাটিং দেখার পর সবাই চেয়েছিল ইতিহাসের সাক্ষী হতে। মাঠে আগ্রাসন, মাঠের বাইরে শিশুসুলভ সরলতা-বৈভবকে বিশেষ করে তুলেছে শুধু তাঁর ক্রিকেট নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বও। মাঠে তিনি নির্ভীক। বিশ্বের সেরা বোলারদের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে খেলেন। বড় শট মারতে কোনও দ্বিধা নেই। চাপের মুহূর্তেও আত্মবিশ্বাস হারান না। কিন্তু মাঠের বাইরে তিনি এখনও একজন সাধারণ কিশোর। তাঁর হাসি, আবেগ, পরিবারের প্রতি টান এবং ছোট ছোট আনন্দ উপভোগ করার অভ্যাস মানুষকে তাঁর আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।সম্ভবত এই কারণেই শেখর কাপুর তাঁর মধ্যে ' সেই নিষ্পাপ শিশুচরিত্রের ছায়া খুঁজে পেয়েছেন।ভবিষ্য কোন পথে? বর্তমানে বৈভবের সামনে অসংখ্য সম্ভাবনার দরজা খুলে গেছে। জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের জায়গা তৈরি করা, বিশ্বমঞ্চে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করা-সবই এখন তাঁর নাগালের মধ্যে। অন্যদিকে, জনপ্রিয়তার দৌলতে বিজ্ঞাপন, ব্র্যান্ড এনডোর্সমেন্ট কিংবা বিনোদন জগত থেকেও প্রস্তাব আসতে পারে। তবে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মুহূর্তে তাঁর সম্পূর্ণ মনোযোগ থাকা উচিত ক্রিকেটের উপরই। তবুও শেখর কাপুরের একটি পোস্ট প্রমাণ করে দিয়েছে, বৈভব সূর্যবংশী এখন শুধু একজন ক্রিকেটার নন। তিনি একটি আবেগ, একটি ঘটনা এবং একটি প্রজন্মের স্বপ্নের প্রতীক। আইপিএলের মঞ্চ থেকে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে। সামনে আরও অনেক পথ বাকি। সেই পথ শেষ পর্যন্ত তাঁকে কোথায় নিয়ে যাবে-ভারতীয় ক্রিকেটের শিখরে, নাকি একদিন রুপোলি পর্দার আলোয়-সেই উত্তর সময়ই দেবে। তবে একটি বিষয় নিশ্চিত, বৈভব সূর্যবংশীর গল্প এখনই শেষ হচ্ছে না বরং এটাই তাঁর দীর্ঘ ও উজ্জ্বল যাত্রার শুরু।

১০ ফুট বাই ১০ ফুটের ঘর থেকে খাসা বাসা!

স্বপ্নের প্রতি একনিষ্ঠ হলে তা পূরণ হবেই, সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন বহু ফুটবলার। একটা সময় তাঁদের দিন গুজরান করতে হয়েছে ছোট ঘরে। দিন আনি দিন খাই অবস্থা কেটেছে। কঠোর পরিশ্রম আর সাফল্যের খিদে আজ তাঁদের সামনে দরজা খুলে দিয়েছে। এমন তালিকায় রয়েছেন মেসি থেকে রোনাল্ডো, নেইমার থেকে বেঞ্জেমা, তেভেজ থেকে সালাহ। তাঁদের নিয়েই আলোচনা। ছোট্ট গ্রাম লা বাজাদায় সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবেশে বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা করে ছেলেবেলা কেটেছে লিওনেল মেসির। ১৩ বছর বয়সে চিকিৎসার জন্য বার্সেলোনায় পাড়ি। এখন তিনি আমেরিকার ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেলে বিলাসবহুল বাংলোয় থাকেন। যা তিনি ২০২৩ সালে ১৪৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় কেনেন। পুরনো বাড়ির এলাকায় এখন মেসির ম্যুরাল ও জার্সির ছবি তাঁর মধ্যবিত্ত জীবন থেকে বিশ্বতারকা হয়ে ওঠার গল্প বলে।

সিঙ্গাপুর ওপেনে ইতিহাস গড়লেন সাত্ত্বিক-চিরাগ, প্রথম ভারতীয় জুটি হিসেবে জয় সুপার ৭৫০ খেতাব

মুম্বই, ৩১ মে ঃ অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। প্রায় দু'বছর পর আবারও আন্তর্জাতিক ব্যাডমিঃটনের মঞ্চে শিরোপা জয়ের স্বাদ পেলেন ভারতের তারকা পুরুষ ডাবলস জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি। শুধু ট্রফি জয়ই নয়, সিঙ্গাপুর ওপেনের ইতিহাসেও নিজেদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে ফেললেন তাঁরা। প্রথম ভারতীয় পুরুষ ডাবলস জুটি হিসেবে সিঙ্গাপুর ওপেনের মর্যাদাপূর্ণ খেতাব জিতে নতুন নজির গড়লেন দুই তারকা শাটলার। ফাইনালে তাঁদের সামনে ছিল কঠিন চ্যালেঞ্জ। প্রতিপক্ষ ছিল বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী জুটি, ইন্দোনেশিয়ার ফজার আলফিয়ান ও মোহাম্মদ শোহিবুল ফিকরি। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ সারির এই জুটিকে হারিয়ে ২০২৬ সালের সিঙ্গাপুর ওপেন সুপার ৭৫০ প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন হন সাত্ত্বিক ও চিরাগ।

ফাইনালের শুরুটা অবশ্য ভারতীয় জুটির পক্ষে খুব একটা সুখকর ছিল না। প্রথম সেটে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলতে থাকে ইন্দোনেশিয়ার জুটি। দ্রুত পয়ে.ঃট সংগ্রহ করে তারা চাপ বাড়ায় ভারতীয়দের উপর। সাত্ত্বিক-চিরাগ লড়াই চালালেও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে কয়েকটি ভুলের মাশুল দিতে হয়। ফলে প্রথম সেট ২১-১৮ ব্যবধানে জিতে এগিয়ে যায় ফজার-ফিকরি জুটি। প্রথম সেট হারার পর অনেক দলই মানসিকভাবে চাপে পড়ে যায়। কিন্তু সাত্ত্বিক ও চিরাগ নিজেদের অভিজ্ঞতার পরিচয় দেন। দ্বিতীয় সেটে একেবারে অন্য ছন্দে দেখা যায় ভারতীয় জুটিকে। নেটের সামনে দুর্দান্ত নিয়ন্ত্রণ, শক্তিশালী স্ম্যাশ এবং নিখুঁত সমন্বয়ের মাধ্যমে ম্যাচে

ফিরতে শুরু করেন তাঁরা। দ্বিতীয় সেটে ইন্দোনেশীয়দের প্রায় কোনও সুযোগই দেননি ভারতীয় তারকারা। শুরু থেকেই লিড নিয়ে শেষ পর্যন্ত ২১-১৫ ব্যবধানে সেট জিতে ম্যাচে সমতা ফেরান সাত্ত্বিক-চিরাগ। ম্যাচ গড়ায় তৃতীয় ও শেষ সেটে। আর সেখানেই দেখা যায় ভারতের এই সফল জুটির আসল শক্তি। নির্ণায়ক সেটের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে খেলতে নামেন তাঁরা। দ্রুত ১১-৫ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়ে প্রতিপক্ষের উপর মানসিক চাপ তৈরি করেন। ইন্দোনেশিয়ার জুটি শেষ মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে। কয়েকটি দুর্দান্ত রিটার্ন এবং দ্রুত পয়েন্ট তুলে ব্যবধান কমানোর চেষ্টা হলেও ভারতীয় জুটির আত্মবিশ্বাস টলাতে পারেনি তারা। শেষ পর্যন্ত দুর্দান্ত নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে ২১-১৬ ব্যবধানে তৃতীয় সেট জিতে ম্যাচ নিজেদের নামে করে নেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ। ম্যাচ শেষে দুই ভারতীয় তারকার উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। দীর্ঘদিনের অপেক্ষা শেষে শিরোপা জয়ের আনন্দ যেন তাঁদের মুখেই ফুটে উঠেছিল। দু'বছর পর আবার ট্রফি- এই জয় শুধু একটি টুর্নামেন্টের সাফল্য নয়, বরং দীর্ঘ সময়ের হতাশা কাটিয়ে ফের শীর্ষে ফেরার গল্পও। এর আগে ২০২৪ সালের ফ্রেঞ্চ ওপেন সুপার ৭৫০ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারতীয় এই জুটি। তারপর একাধিকবার ফাইনালে উঠলেও শিরোপা জয়ের মুখ দেখতে পারেননি। গত দুই বছরে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইনালে হেরে হতাশ হতে হয়েছে তাঁদের। ফলে সিঙ্গাপুর ওপেনের এই জয় তাঁদের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। চলতি মাসের শুরুতে থাইল্যান্ড ওপেনের ফাইনালে পৌঁছেও রানার্স-আপ হয়েছিলেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ। সেই আক্ষেপও এবার মুছে গেল সিঙ্গাপুরের মাটিতে। সাফল্যের নতুন মাইলফলক-এই শিরোপা ভারতীয় জুটির ক্যারিয়ারের দশম বিডব্লিউএফ পুরুষ ডাবলস খেতাব। পাশাপাশি সুপার ৭৫০ স্তরে এটি তাঁদের তৃতীয় ট্রফি। এর আগে তাঁরা একটি সুপার ১০০০ টুর্নামেন্ট ও জিতেছেন, যা আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সাফল্য হিসেবে ধরা হয়।ক্রমাগত ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের মাধ্যমে সাত্ত্বিক-চিরাগ এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা পুরুষ ডাবলস জুটি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁদের এই সাফল্য ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফাইনালের আগেই তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে এবার ট্রফির জন্যই লড়তে এসেছেন। সেমিফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর দক্ষিণ কোরিয়ান জুটি কিম ওন হো এবং সিও সেউং জে-কে হারিয়ে প্রথমবারের মতো সিঙ্গাপুর ওপেনের পুরুষ ডাবলস ফাইনালে পৌঁছেছিলেন তাঁরা। গোটা টুর্নামেন্টে ভারতীয় জুটি ছিল দুর্দান্ত ছন্দে।

বিশ্বকাপের আগে নেইমারের চোটে তোলপাড় ব্রাজিল শিবির! ছাঁটাইয়ের জল্পনায় জল ঢেলে বড় বার্তা আন্সেলোত্তির

৩১ মে ঃ বিশ্বকাপের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। ঠিক সেই সময় ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় তারকা নেইমার জুনিয়রের চোটের খবর ঘিরে উদ্বেগ ছা।য়ে পড়েছিল গোটা ফুটবল বিশ্বে। ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) সম্প্রতি জানিয়েছে, নেইমারের পেশিতে গ্রেড-টু ধরনের চোট ধরা পড়েছে। ফলে বিশ্বকাপের আগে ব্রাজিল যে প্রস্তুতি ম্যাচগুলো খেলবে, সেখানে তাঁর মাঠে নামার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় জোর জল্পনা-তাহলে কি বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ পড়তে পারেন নেইমার? তাঁর পরিবর্তে কি নতুন কাউকে সুযোগ দেওয়া হবে? তবে সেই সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিলেন ব্রাজিলের প্রধান কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। শনিবার তেরেসোপোলিসে দলের অনুশীলন শিবিরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়ে দেন, নেইমারকে নিয়ে ব্রাজিলের পরিকল্পনায় কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত চূড়ান্ত ২৬ জনের দলে তিনি থাকছেন এবং তাঁকে বাদ দেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। আন্সেলোত্তি বলেন, আমি বিষয়টি একেবারে পরিষ্কার করে দিতে চাই। নেইমার আমাদের সঙ্গেই থাকবে। চূ।ান্ত স্কোয়াডে কোনও পরিবর্তন করা হচ্ছে না। আমরা আশা করছি, বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের আগেই ও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে। যদি সেটা সম্ভব না-ও হয়, তাহলে দ্বিতীয় ম্যাচে ওকে পাওয়া যেতে পারে। আমাদের পরিকল্পনা অপরিবর্তিত রয়েছে।

ব্রাজিলের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হবে মরক্কোর বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে। সেই ম্যাচে নেইমার খেলতে পারবেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। কিন্তু কোচের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে নেইমারের উপর পূর্ণ আস্থা রাখছে ব্রাজিল শিবির। গত কয়েকদিন ধরে নেইমারের অনুশীলনে অনুপস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ আরও বেড়েছিল। ব্রাজিলের প্রথম অনুশীলন সেশনে তাঁকে দেখা যায়নি। এর ফলে সমর্থকদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয় যে চোট হয়তো প্রত্যাশার তুলনায় গুরুতর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও শুরু হয় নানা ধরনের আলোচনা। কেউ কেউ মনে করতে শুরু করেছিলেন, বিশ্বকাপের মতো ব। টুর্নামেন্টে ঝুঁকি এ।াতে ব্রাজিল হয়তো শেষ মুহূর্তে অন্য কোনও ফুটবলারকে দলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। কিন্তু আন্সেলোত্তি সেই সম্ভাবনাকে একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে, একজন খেলোয়াড়কে বিশ্বকাপের মতো মঞ্চের জন্য নির্বাচিত করা হয় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও প্রয়োজন বিবেচনা করেই। তাই সাময়িক চোটের কারণে সেই পরিকল্পনা বদলানোর কোনও কারণ দেখছেন না তিনি। ব্রাজিল কোচ বলেন, যখন কোনও ফুটবলারকে জাতীয় দলে ডাকা হয়, তখন তার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেই তাকে নির্বাচন করা হয়। আমরা বিশ্বাস করি নেইমার দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ওর মানসিক অবস্থা খুবই ইতিবাচক। ও কঠোর পরিশ্রম করছে এবং দ্রুত মাঠে ফেরার জন্য সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আন্সেলোত্তি আরও জানান, এবারের বিশ্বকাপে নিজের দায়িত্ব এবং ভূমিকা সম্পর্কে নেইমার পুরোপুরি সচেতন। তাঁর মতে, দলের সাফল্যের জন্য কী করতে হবে, তা ব্রাজিলিয়ান তারকা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছেন। নেইমার জানে এই বিশ্বকাপে তার ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন সে নিজেকে আরও প্রস্তুত করার চেষ্টা করছে। একজন ফুটবলারের জন্য নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি, আর আমি মনে করি সে সেটা পুরোপুরি বুঝেছে, বলেন অভিজ্ঞ এই ইতালীয় কোচ। চোটের বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দিয়েছেন আন্সেলোত্তি। তিনি জানান, জাতীয় দলে ডাকার আগেই স্যাঃটোস ক্লাবের পক্ষ থেকে নেইমারের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তাদের হাতে পৌঁছেছিল। সেখানে তাঁর পায়ে কিছুটা ফোলা ভাব থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। আন্সেলোত্তি বলেন, স্যান্টোস আমাদের জানিয়েছিল যে নেইমারের পায়ে কিছুটা ফোলা রয়েছে। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ২৭ তারিখ পর্যন্ত তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। এরপর সিবিএফ চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার দায়িত্ব নেয়। এখন আমাদের মেডিক্যাল টিম এবং সংশ্লিষ্ট সবাই মিলে ওর দ্রুত সুস্থতার জন্য কাজ করছে।

নেইমারের চোট অবশ্য ব্রাজিলের জন্য নতুন কোনও ঘটনা নয়। ক্যারিয়ারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে একাধিকবার চোটের কারণে সমস্যায় পড়েছেন তিনি। ২০১৪ বিশ্বকাপে গুরুতর চোটের কারণে টুর্নামেঃটের শেষভাগে খেলতে পারেননি। ২০১৮ এবং ২০২২ বিশ্বকাপেও শারীরিক সমস্যার সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে তাঁকে। তবুও প্রতিবারই তিনি ফিরে এসেছেন এবং জাতীয় দলের অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছেন।এবারও সেই একই প্রত্যাশা করছে ব্রাজিল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com